সাক্ষ্য আইন, ২০২৪

ধারণাপত্র ও খসড়া আইন

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

আইন কমিশন

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন

১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল ঃ info@lc.gov.bd

Web: www.lc.portal.gov.bd

সাক্ষ্য আইন, ২০২৪
(খসড়া)

ধারণাপত্র

<u>পূর্বকথাঃ</u>

মানব সভ্যতার ইতিহাস এবং আইনের ইতিহাস অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। কালের সভ্যতা বিকাশের পরিক্রমায় একই সাথে আইনের ইতিহাসও বিকশিত হয়েছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, বিরোধীয় বিষয়ে বা অভিযোগ বিচার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমান এর ব্যবহার বহু হাজার বছর পূর্বের। আড়াই হাজার বছর পূর্বের Socrates এর বিচার গ্রীসের নগর রাষ্ট্র এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয়। ৫০১ জন Dicast বা জুরী তার বিচার করেছিল। এ বিচারেও সাক্ষ্যের প্রয়োজন সাক্ষ্য হয়েছিল।

প্রথমে অনুধাবন করা প্রয়োজন সাক্ষ্য কি? সোজা কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, আদালতের সম্মুখে কোন আসামী সম্পর্কে উত্থাপিত কোন অভিযোগ বা বিরোধীয় কোন ঘটনা সম্পর্কে যে সকল তথ্য উপাত্তের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়, তাহাই সাক্ষ্য এবং যে সকল বিধি-বিধান দ্বারা অভিযোগ বা বিরোধীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত লইবার স্বার্থে বৈচারিক অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয় তাহাই সাক্ষ্য আইন। বিধিবদ্ধ সাক্ষ্য আইন বিভিন্ন দেশে কালের পরিক্রমায় কিভাবে উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করেছিলো সে এক ইতিহাস।

সভ্যতার আদিপর্বে আইন লিখিত আকারে প্রকাশিত ছিলো না। এমনকি সভ্য জগতের আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃত প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগররাষ্ট্রে প্রচলিত বিচারকার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোনো লিপিবদ্ধ আইন ছিলো না। তদানীন্তন গ্রীসে অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হতে দোষ স্বীকারোক্তি আদায়পূর্বক অভিযুক্তকে বিচারে সাজা প্রদান করা হতো। খ্রিস্টপূর্ব ১৪৬ সালে রোমানরা গ্রীস দেশকে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। Plebeian দের প্রায় ৮ বৎসরের সংগ্রাম ও দাবীর মুখে রোমের উচ্চ শ্রেণী Patrician গণ শেষ পর্যন্ত একটি কমিশন এথেন্সে প্রেরণে বাধ্য হয়। এথেন্স হতে আনিত আইনগুলির উপর ভিত্তি করে অপর একটি কমিশন আইনগুলি প্রণয়ন করে। এই আইনগুলিই Twelve Tables নামে সুবিখ্যাত হয়। এই Twelve Tables নামের কোডটিই রোমান আইনের ভিত্তি। এই Twelve Tables এর মধ্যেও বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় সাক্ষীর উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন-

Table I : ” A witness can stand in for the accused ”.

Table II : " Party needing witness or evidence may call the home of the witness every 3rd day ".

(The Roman Laws of the Twelve Tables, c.449 BCE (A Representative Selection), The Roman Laws of the Twelve Tables, c. 449 BCE (Illustration) - World History Encyclopedia)

১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স থেকে নরমান ডিউক William ইংল্যান্ড দখল করে। এর পূর্বে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিলো, যেমন, Wessex, Kent Marcia ইত্যাদি। ওয়েসেক্স এর রাজা আলফ্রেড বিচার বিভাগকে সুসংহত করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া, তিনি ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে একত্রিত করবার প্রয়াস পান। এর ধারাবাহিকতায় রাজা Edward ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে একত্রিত করবার উদ্যোগ নেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইন প্রথাভিত্তিক ছিলো, প্রথা অনুসারেই রাষ্ট্রসমূহে আইন মেনে চলা হতো; ফলে একই রকম আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রে বলবৎ ছিলো না। যে সকল অঞ্চল হল্যান্ডের রাজা দখল করে নিয়েছিলেন, সেখানে Dane দেশের আইনও বলবৎ ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যান্ডের anglo-saxon রাজ্যগুলিতে খ্রিস্টান ধর্মের আগমনের পূর্বে বিচারপদ্ধতি এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি সম্পর্কিত কোন লিখিত আইন বিদ্যমান ছিল না। ৯ম-১০ম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে বাদি-বিবাদীকে তাদের দাবি বিভিন্ন Ordeal এর মারফত প্রমান করতে হতো; যেমন, Trial by Battle এর মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে পক্ষদ্বয় নিজ নিজ যোদ্ধা বা Knight ভাড়া করতো। যে Knight দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জয়লাভ করতো, রায় সে পক্ষেই যেতো। তাছাড়া, সাক্ষীদেরকেও অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে সাক্ষী দিতে হতো। সাক্ষী সত্য কথা বলছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য ফুটন্ত পানিতে বা ফুটন্ত তেলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিতে হতো, যদি তিনদিনের মধ্যে হাতের ক্ষত শুকিয়ে যেতো তাহলে ধরে নেওয়া হতো সাক্ষী সত্য বলেছে, অন্যথায় মিথ্যা বলেছে। আবার আগুনের মত গরম লোহার রড হাত দিয়ে ধরতে হতো অথবা আগুনের উপর দিয়ে হাঁটতে হতো, যদি তাড়াতাড়ি ক্ষত থেকে আরোগ্য লাভ করতো তাহলে সাক্ষী নির্দোষ বা সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছে বলে বিচারক সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। অনেকক্ষেত্রে, সাক্ষীকে হাত পা বেঁধে নদীতে ফেলে দেওয়া হতো, যদি ভেসে উঠতো তাহলে ধরে নেওয়া হতো যে সাক্ষী মিথ্যা বলছে, কারণ নদীর পানি তাকে গ্রহণ করেনি। যদি সাক্ষী পানিতে ডুবে যেতো তাহলে সে সত্য বলেছে বলে ধরে নেওয়া হতো, যদিও এক্ষেত্রে সাক্ষীর মৃত্যু হতো।

এবার ভারত উপমহাদেশের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। প্রাচীন ভারত বিভিন্ন স্বাধীন অঙ্গরাজ্য ও আদি গোষ্ঠী রাজ্যে বিভক্ত ছিলো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক অনুসৃত সনাতন হিন্দুধর্মশাস্ত্র ও ধর্মীয় প্রচলিত রীতি-নীতি এবং প্রথা অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। সনাতন হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রমাণাদি সাধারণভাবে ঐশ্বরিক আইন এবং মনুষ্যসৃষ্ট আইনে বিভক্ত ছিলো। সনাতন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় বিচার ব্যবস্থাও ছিলো অত্যন্ত আদিম। সাক্ষীদেরকে সাধারণত বিভিন্ন অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে সাক্ষী হিসেবে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে হতো। মনুষ্যসৃষ্ট

সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে বিরোধীয় বিষয়ে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উপস্থাপিত সাক্ষ্য, দলিলাদি, দখল এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য বিবেচনা করা হতো। উদাহরণস্বরূপ, অগ্নিসংযোগের ক্ষেত্রে মশালবহনকারীকে অগ্নিসংযোগকারী হিসেবে বিবেচনা করা হতো; যে ব্যক্তি নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নিতো তাকে খুনী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা হতো; যার হাতে কুঠার থাকতো সে বৃক্ষ নিধনকারী হিসেবে পরিগণিত হতো; এবং যার দৃষ্টি সন্দেহজনক মনে হতো, সে শারীরিক নিপীড়ন করেছে মর্মে বিবেচনা করা হতো।

অপরদিকে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে আরব দেশের মক্কা নগরীতে ইসলাম ধর্মের উন্মেষ হয়। ইসলামী ধর্মীয় আইন মূলত পবিত্র কোরআন এবং হাদীস থেকে উদ্ভূত। তদানীন্তন মুসলিম আরব সমাজে পবিত্র কোরআন শরীফ ও হাদীসে বর্ণিত নির্দেশনা এবং দেশীয় রীতি-নীতি অনুযায়ী বিচার পদ্ধতি পরিচালনা করা হতো। পক্ষগণকে অন্তত দুইজন সাক্ষী দ্বারা তাদের বক্তব্য প্রমান করতে হতো। এ প্রসঙ্গে খলিফা উমর ফারুক(রাঃ) এর আমলের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে; একবার খলিফা উমর ফারুক (রাঃ) একজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ নিয়ে কাজীর কাছে গিয়েছিলেন। কাজী বিরোধীয় বিষয় প্রমাণের নিমিত্ত দুইজন সাক্ষী উপস্থাপনের জন্য বললে খলিফা বলেন যে, তিনি নিজেই উক্ত ঘটনার সাক্ষী। কাজী বললেন যে, অভিযোগের স্বপক্ষে দুইজন সাক্ষী ব্যতীত শুধুমাত্র অভিযোগকারী এমনকি খলিফার সাক্ষ্যের ভিত্তিতেও মামলা প্রমাণযোগ্য নয়, অন্যথায় মামলা খারিজ। এ ঘটনা প্রমাণ করে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম বিশ্বের বিচার ব্যবস্থায় বিরোধীয় বিষয় প্রমাণের নিমিত্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

নরমান রাজা ইংল্যান্ড দখলের পর ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রয়াস পায়। Henry IIও বিচার ব্যবস্থার বিশেষ সংস্কার সাধন করেন। Ordeal এর মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহন বিলুপ্ত হয়, তবে অভিযোগ প্রমানের জন্য প্রচন্ড শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করা হতো। বিশেষ করে ১৪ শতকের মধ্যভাগে Westminister রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে স্থাপিত Star Chamber এ সাক্ষীকে প্রচন্ড যন্ত্রনা প্রদানের মাধ্যমে অভিযুক্ত বা তার সাক্ষীর নিকট হতে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করা হতো। ঐ আদালতের ছাদ নক্ষত্র খচিত ছিল বলে ঐ আদালতকে Star Chamber নামে অভিহিত করা হত। এই Star Chamber ১৬৪১ সালে বিলুপ্ত হয়। এর মধ্যে জুরি ব্যবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকে। ১২ জন জুরীদের সম্মুখে সাক্ষী উপস্থাপন করা হত। তাছাড়া, মধ্যযুগ থেকে বিভিন্ন আদালত যেমন Kings Bench, Court of Common Pleas ও Court of Exchequer এর বিচারকগণের রায়ের মাধ্যমে কমন ল (Common Law) সমৃদ্ধ হতে থাকে। অতপর ১৯ শতক বা ২০ শতকে পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন প্রণয়ন মারফত সাক্ষ্য আইন যেমন, Criminal Evidence Act, ১৮৯৮ ও Civil Evidence Act, ১৯৬৮ এর মাধ্যমে সাক্ষ্য আইন যুক্তরাজ্যে পরিমার্জন ও উন্নতিকরণ করা হয়।

ভারতে মোগল আমলে বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তবে এ আইন ভারতের স্থানীয় জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নাই। এসময়ে সেরকম ভাবে কোনো লিখিত আইন ছিল না। কাজীরা ন্যায়নীতি অনুসারে বিচার করতেন, তারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য মূলতঃ ইসলামী আইন, স্থানীয় জনসাধারণের জন্য স্থানীয় প্রথার উপর নির্ভর করতেন। তবে কাজীগণ প্রধানত ন্যায়নীতি দ্বারা ন্যায়বিচার করার প্রয়াস পেতেন। প্রয়োজনে বাদশাহ নিজেও বিচার করতেন, তিনিই সর্বশেষ আপীল আদালত ছিলেন।

১৬৯০ সালে জব চার্নক (Job Charnok) এই উপমহাদেশের সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপনের জন্য মোগল বাদশাহের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। এরপর ভারতের নানা জায়গায় তারা ব্যবসায়িক কুঠি নির্মাণ করে। ঐ ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে বেশ কিছু Presidency শহর গড়ে উঠে। ঐ এলাকার ইংরেজদের নিজেদের বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণ কয়েকটি স্থানীয় আদালত স্থাপন করেন। ঐ সকল Presidency শহরে কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য আইন ছিল না। ইংরেজ বিচারকগণ কমন ল’ ও ন্যায়নীতির বিধান অনুসরণ করেই বিচার করতেন।

১৭৭৪ সালে কলকাতার Fort William এ Supreme Court স্থাপিত হয়। এই আদালত এর England এর King's Bench এর সমান এখতিয়ার ছিল। এই আদালতের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন Sir Elijah Impey। উক্ত আদালতেও সাক্ষ্য কমন ল’ ও ন্যায়নীতি নির্ভর ছিল এবং এর বিধান অনুসারে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো।

এই সময় বাংলা, বিহার, ও উড়িষ্যা একত্রে Bengal নামে অভিহিত হতো। এই সম্পূর্ণ এলাকা Supreme Court এর এখতিয়ারাধীন ছিল। ১৮৩৬ সালে District Act এর আওতায় সমগ্র এলাকাকে ক্রমান্বয়ে জেলা এলাকায় বিভক্ত করা হয়। কলকাতা Presidency এলাকার বাহিরে মফস্বল এলাকার জন্য দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়। ৪টি Presidency এলাকায় English Law প্রযোজ্য হলেও সাক্ষ্য আইনের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। ১৮৩৩ সালের এক আইনে Indian Law Commission স্থাপিত হয়। Lord Macaulay সহ এই কমিশনে ৪(চার) জন সদস্য ছিলেন। ১৮৩৩ সালের আইনে ভারতের Governor - General in Council এর উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ১৮৫৩ সালে Governor- General in Council Act X ও ১৮৫৫ সালে Act II প্রণয়ন করে সাক্ষ্য আইনে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু উন্নতি আনা হয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহীরা ভারতে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধ বাংলা থেকে শুরু হলেও ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের পাঞ্জাবের শিখ, মুসলমান পাঞ্জাবী ও পাঠানদের সহায়তায় ইংরেজ প্রশাসন এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। মোগল শাসনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হয়। অতঃপর, Government of India Act,1858 মারফত ভারত শাসনে East India Company র কর্তৃত্বের অবসান ঘটে এবং বৃটিশরাজ সরাসরি ভারত শাসনের দায়িত্ব

গ্রহণ করে। ১ নভেম্বর ১৮৫৮ সালের এক রাজকীয় ঘোষণা মারফৎ মহারাণী Victoria Empress of India হিসেবে আসীন হন। Indian High Courts Act,1861, বৃটিশরাজকে ভারতে হাইকোর্ট স্থাপন করবার ক্ষমতা প্রদান করে। অতপর, letters patent এর আওতায় কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। সাবেক সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত এর সকল ক্ষমতা ও এখতিয়ার নতুন স্থাপিত হাইকোর্ট এ স্থানান্তরিত হয়।

এভাবে প্রায় একশত বছরের কমন ল, ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিধানাবলী ও স্থানীয় রীতিনীতি (Customary Law) বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত, রূপান্তরিত ও সমৃদ্ধ হয়ে এক বিশাল সাক্ষ্য আইনের সৃষ্টি হয়। এই সাক্ষ্য আইন নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্ট ও বিভিন্ন জেলা আদালতে প্রয়োগ হতে থাকে।

এসময়ে ব্রিটিশ ভারতের তৃতীয় আইন কমিশন ভারতীয় উপমহাদেশের সাক্ষ্য আইন প্রণয়ন সংক্রান্তে প্রথম খসড়া প্রস্তুত করেছিলো, উত্থাপন করেছিলেন স্যার হেনরি মেইন (Sir Henry Maine)। কিন্তু স্যার হেনরি মেইনের খসড়া বিলটি ভারতীয় আর্থ-সামাজিক এবং আইনগত প্রেক্ষাপটে অসংগতিপূর্ণ বিবেচনায় অনুমোদন প্রদান করা হয় নাই। পরবর্তীতে সাক্ষ্য আইন সংক্রান্তে একটি নতুন খসড়া প্রস্তুত করেন স্যার জেমস ফিটজজেমস স্টিফেন (Sir James Fitzjames Stephen), যাকে সাক্ষ্য আইনের মূল রূপকার বলা হয়।

স্যার জেমস ফিটজেমস স্টিফেন, প্রথম ব্যারোনেট, কেসিএসআই (৩ মার্চ ১৮২৯ - ১১ মার্চ ১৮৯৪) একজন ইংরেজ আইনজীবী, বিচারক, লেখক এবং দার্শনিক ছিলেন। তিনি ১৮৬৯ সালের ডিসেম্বরে ভারতে আসেন এবং তাঁর বন্ধু হেনরি মেইনের সুপারিশে ভারতে ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদের আইনী সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। ইংল্যান্ডে এবং ভারতে প্রচলিত আইন ও রীতিনীতি পর্যালোচনা করে তিনি The Indian Evidence Act এর খসড়া প্রস্তুত করেন। তাঁর প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইন একটি অভিন্ন সাক্ষ্য আইন হিসেবে প্রচলিত হয়। এটি বর্তমানে সামান্য সংশোধনসহ বাংলাদেশ,ভারত,পাকিস্তানে কার্যকর রয়েছে।

Governor - General in Council এই নতুন সাক্ষ্য আইনে সম্মতি প্রদান করে ১৫ মার্চ ১৮৭২ তারিখে ইহা কার্যকর হয় ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ তারিখে। তবে এই আইন সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত ছিল না। এই আইনের সাথে অসমঞ্জস বৃটিশ ভারতে পূর্বে এই সংক্রান্তে প্রযোজ্য মুসলিম আইন, হিন্দু আইন এবং কমন ল’ আইন বাতিল করলেও যে সকল আইন বা রেজুলেশন স্পষ্টভাবে বাতিল হয় নাই, সেসকল আইন The Indian Evidence Act এর ২ ধারা অনুসারে কার্যকর থাকে।

Section ২ ধারা নিম্নরূপঃ

“২. Repeal of Enactments. - On and from that day the following laws shall be repealed:-

1) All rules of evidence not contained in any Statute, Act or Regulation in force in any part of British India;

2) All such rules, laws and regulations as have acquired the force of law under the twenty fifth section of The Indian Councils Act, 1861, in so far as they relate to any matter herein provided for; and

3) The enactments mentioned in the schedule hereto, to the extent specified in the third column of the said Schedule.

But nothing herein contained shall be deemed to affect any provision of any Statute, Act or Regulation in force in any part of British India and not hereby expressly repealed.

পরবর্তীতে ৬৬ বছর পর Repealing Act, 1938 (I of 1938) এর মাধ্যমে উপরোক্ত ২ ধারা বাতিল হয়। অতপর, মুসলিম আইন, হিন্দু আইন, ইংল্যান্ডের কমন ল এর উপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য সম্পর্কিত যে সকল আইন, বিধি-বিধান The The Indian Evidence Act প্রণয়নের পরও প্রচলিত ছিল, তা এই Repealing Act দ্বারা বিলুপ্ত হয়।

প্রচলিত সাক্ষ্য আইন এর সংস্কার প্রয়োজনীয়তা ও প্রেক্ষাপটঃ

সাক্ষ্য আইন বা The Evidence Act 1872 (Act No. I of 1872) ১৮৭২ সালের ১নং আইন যা ১৮৭২ ১লা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়। বৃটিশ আমলে প্রণয়ন পরবর্তী এই আইনটি ভারতীয় সাক্ষ্য আইন নামে অভিহিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর ভারতীয় শব্দটি সাক্ষ্য আইন থেকে বিলুপ্ত করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনটি বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় অন্যতম পদ্ধতিগত আইন হিসেবে বিভিন্ন বিচার আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারকার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। যুগ

ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ ও সামাজিক বিরোধের ধরন ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে, যার প্রেক্ষিতে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বিরোধ ও অপরাধের বিস্তৃতি লাভ করছে। তাই উক্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যমান সাক্ষ্য আইনসহ অন্যান্য আইনগুলোকে আরও যুগোপযোগী করা প্রয়োজন, যাতে বর্তমান সময়ে উদ্ভূত বিরোধ ও অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

ব্রিটিশ ঔপনেবেশিক শাসনামলে বর্তমান সাক্ষ্য আইনটি ইংরেজিতে প্রণীত হয়ে অদ্যবধি বহাল থাকায় বেশিরভাগ সময়েই তা বিচারপ্রার্থী জনগনের বোধগম্য হয় না। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ফলে, বাংলা ভাষায় আইন প্রণয়নের গুরুত্ব কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা যায়না। তাছাড়া, " বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ " অনুসারে বাংলা ভাষায় আইন প্রণয়ন করার আইনগত বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। বাংলা ভাষায় নতুন সাক্ষ্য আইন প্রণয়ন করা হলে সেক্ষেত্রে ইহা সহজবোধ্য ও ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পাশাপাশি সর্বস্থরে বাংলা ভাষার ব্যবহারের পথ সুগম করবে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, আইন কমিশন দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনটি প্রয়োজনীয় পরিমার্জনান্তে নতুন করে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন ও প্রবর্তনে সুপারিশ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে ডিজিটাল সাক্ষ্যের অপরিহার্যতা বিবেচনায় সাম্প্রতিক সময়ে সাক্ষ্য আইনে ডিজিটাল সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিধানসমূহ সংযোজন করা হলেও এই ডিজিটাল সাক্ষ্যসমূহ অর্থাৎ অপরাধ বা ঘটনার বিভিন্ন ভিডিওচিত্র, স্থিরচিত্র ও অডিও বা বিভিন্ন ডিজিটাল বিষয় বাস্তবক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়ায় দালিলিক প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার কিছুটা জটিল হওয়ায় বাস্তব কিছু উদাহরণ উল্লেখ করার মাধ্যমে এই ধারাসমূহকে আরো সহজতর করা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রচলিত আইনের কিছু ধারা বর্তমান পরিবর্তিত সময়ের সাথে সাংঘর্ষিক যার সংশোধন আশু প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, UNDP এর সহায়তায় ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে "Strengthening The Law Commission" প্রকল্পের আওতায় আইন কমিশন সাক্ষ্য আইন হালনাগাদ করার প্রয়াস লয়। সুপ্রীম কোর্টের প্রথিতযশা আইনজীবী ড. রফিকুর রহমান, সিনিয়র এডভোকেট এর সহায়তায় সাক্ষ্য আইন নিয়ে কাজ আরম্ভ হয় এবং প্রথমে ইংরেজী ভাষায়

ইহার পরিমার্জন সম্পন্ন হয় ।ইতিমধ্যে আইন কমিশনের পক্ষ হতে সাক্ষ্য আইনটি পরিমার্জন ও যুগোপযোগিকরণের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় রূপান্তরের কাজ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে ২০১৭ সনে সাক্ষ্য আইন বাংলায় প্রণয়ন করার কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হলেও আইনটির ব্যপ্তি, গবেষণার পরিসর এবং অপ্রতুল বাজেট ও লোকবলের কারণে তা দীর্ঘায়িত হয়। তাছাড়া কোভিড সংক্রমনের কারণে ২০২০-২০২১ সাল পর্যন্ত গবেষণা স্থবির হয়ে পড়ে।

যাহোক, আইন কমিশন ইতিমধ্যে ইহার নিয়মিত সংবিধিবদ্ধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দ্বি-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় প্রচলিত The Evidence Act, 1872 এর প্রয়োজনীয় সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগিকরণের উদ্দেশ্যে এই আইনটির অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ অংশগুলো চিহ্নিত করে নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করে। প্রস্তুতকৃত সাক্ষ্য আইনের প্রাথমিক খসড়াটি পর্যালোচনার জন্য আইনটির উৎকর্ষতা সাধনের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী, উচ্চ আদালতের সাবেক মাননীয় বিচারপতি, জেলা জজ আদালতসমূহের বিজ্ঞ বিচারক, জেলা আইনজীবী সমিতির বিজ্ঞ আইনজীবী মহোদয়গণসহ বিভিন্ন অংশীজনের মতামত আহবান করা হয় (সংযুক্তি-ক)। সকলে না হলেও অনেকেই তাঁদের বিজ্ঞ মতামত প্রদান করে গবেষণা কাজটি সমৃদ্ধ করেছেন অধিকন্তু, প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনটি অধিকতর সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা আদালতে আইন কমিশন বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা পরিচালনা করেছে। তৎপর বিদ্যমান আইনটি পর্যালোচনা শেষে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়া সাক্ষ্য আইনটি প্রস্তুত করা হয়।

যেকোনো মামলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথা ন্যায়বিচার প্রদানে আদালতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো সাক্ষ্য। আদালতে যেকোনো বিষয় প্রমাণ এবং কোনো পক্ষের আইনি অবস্থান সমর্থনের জন্য সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। বিচারকের সিদ্ধান্ত যেহেতু পক্ষগণ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল সেহেতু পক্ষগণ তাদের নিজ নিজ দাবীর সমর্থনে সাক্ষ্য উপস্থাপন করে থাকে। সাক্ষ্য আইন সাক্ষ্য প্রমাণের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। প্রথাগত দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য ছাড়াও বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগে সাইবার অপরাধ এবং জটিল প্রকৃতির

লেনদেন প্রমাণের জন্য ডিজিটাল সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে ডিজিটাল সাক্ষ্য নির্ণয়, পরীক্ষণ এবং প্রয়োগ করাও অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অন্য আদালতের রায়, বিশেষজ্ঞ মতামত ইত্যাদিও একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করতে হয়। পরিস্থিতিভেদে কোন সাক্ষ্য, কে উপস্থাপন করবে এবং কোন সাক্ষ্য কতটুকু গুরুত্বের দাবি রাখে তাও নির্ধারিত হওয়া উচিত। সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ ও আদালতে উপস্থাপনের বিষয়টি অবশ্যই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত কেননা বেআইনীভাবে সংগৃহীত ও উপস্থাপিত সাক্ষ্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। সাক্ষ্য আইন একটি মামলা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যের পরিমাণ, গুণমান ও ধরণ নির্ধারণ করে। আবার কতিপয় সাক্ষ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে জনস্বার্থও বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থও জড়িত থাকতে পারে। অভিযুক্তের সাংবিধানিক ও প্রচলিত অন্যান্য আইনে স্বীকৃত অধিকার রক্ষা করে আইনানুগভাবে আদালতের সম্মুখে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন। পক্ষগণ কর্তৃক যথেচ্ছা অপ্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন রোধ এবং কেবল প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে সাক্ষ্য আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। একই ধরণের মামলায় বিভিন্ন আদালত যাতে বিভিন্ন রকম সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ না করেন তাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আবার, পরিস্থিতি বিবেচনায়, কতিপয় সাক্ষ্য গ্রহণ বা বর্জন বিষয়ে আদালতের সু-বিবেচনামূলক ক্ষমতার (discretionary power) প্রয়োজন। অপ্রাসঙ্গিক ও পক্ষপাতমূলক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যেন কোনো ব্যক্তি তাহার আইনী অধিকার বঞ্চিত না হয় বা কোন নিরপরাধ ব্যক্তির সাজা না হয় তা নিশ্চিতকল্পে আদালতে সঠিকভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ ও ব্যবহার সম্পর্কে যুগোপযোগী সাক্ষ্য আইন আবশ্যক। সর্বোপরি, একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য আইনানুগ পদ্ধতিতে সাক্ষ্য উপস্থাপন ও বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা নিশ্চিতকল্পে সাক্ষ্য আইনের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনটির প্রারম্ভে প্রস্তাবনা রয়েছে। এই আইনে মোট ৩ টি ভাগ, ১৯ টি অধ্যায়, এবং ১৮০টি ধারা সন্নিবেশ করা হয়েছে।

ক. প্রথম ভাগে প্রারম্ভিক বিষয়াবলীসহ ঘটনাবলীর প্রাসঙ্গিকতা শিরোনামে মোট ৭ টি অধ্যায় এবং ৫৭ টি ধারা রয়েছে। এই ভাগে ১ ধারা থেকে ৫৭ ধারা পর্যন্ত আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন, সংজ্ঞাসমূহ, ঘটনাসমূহের প্রাসঙ্গিকতা, স্বীকৃতি, সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা যায়না এমন ব্যক্তিগনের বিবৃতি, বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রদত্ত বিবৃতি,আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিকতা, তৃতীয় পক্ষের অভিমতের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বিধান করা হয়েছে।

খ. প্রমাণ সংক্রান্ত দ্বিতীয় ভাগে ৭ টি অধ্যায় এবং ৫৭ টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায় ৫৮ ধারা থেকে ১১৪ ধারা পর্যন্ত যে সকল ঘটনা প্রমাণ নিস্প্রয়োজন, মৌখিক সাক্ষ্য, দালিলিক সাক্ষ্য, দালিলিক সাক্ষ্যের প্রমাণ, সরকারি দলিলসমূহ, দলিল সম্পর্কে অনুমান, দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা মৌখিক সাক্ষ্য পরিহার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গ. সাক্ষ্যের উপস্থাপন ও ফলাফল শিরোনামে তৃতীয় ভাগে ৫ টি অধ্যায় এবং ৬৫ টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ১১৫ ধারা থেকে ১৮০ ধারা পর্যন্ত প্রমাণের দায়ভার, স্বকার্যজনিত বাধা, স্বাক্ষী, সাক্ষীগনের পরীক্ষা, অনুপযুক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যান, রহিতকরন ও হেফাজত সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের মূল বিষয়সমূহ ঃ

প্রথম ভাগ

ঘটনাবলীর প্রাসঙ্গিকতা

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে আদালতে বিভিন্ন সাক্ষ্য উপস্থাপনের বিধি ও পদ্ধতি নির্ধারণের করার ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয় মৌলিক নীতি ও এর বিভিন্ন তত্ত্বগত, তথ্যগত এবং পদ্ধতিগত পদ্ধতি, বিভিন্ন অধ্যায় ও ধারার অধীনে সুসংবদ্ধরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই আইনটি এই ক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনটি মূল প্রশ্ন নিয়ে বিস্তৃত হয়েছে, যথা ঃ

১. মোকদ্দমা বা মামলা প্রমাণের ক্ষেত্রে আদালতে কোন ঘটনাসমূহ সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করা হবে ?

২. আদালতের সম্মুখে প্রমাণের নিমিত্ত উপস্থাপিত ঘটনাসমূহ কি মানদণ্ডে, কিরূপে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে? এবং

৩. কে বা কোন সাক্ষী উক্ত ঘটনাসমূহ উপস্থাপন করবে এবং তা উপস্থাপনের সীমাবদ্ধতা কি কি?

তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ৩ হতে ৫৭ ধারায় আলোচনা করা হয়েছে। এই ভাগে কোন মোকদ্দমা বা মামলা প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন ঘটনা বা ঘটনাসমূহ সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করা যাবে এ সংক্রান্ত বিধিবিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে । এই সকল বিধান অত্র আইনে ঘটনাসমূহের প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে বিবৃত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় - প্রারম্ভিক

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের প্রথম অধ্যায় ১ ধারা হতে ৪ ধারা পর্যন্ত বিভিন্ন উপ-ধারার অধীনে অত্র আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন, সংজ্ঞাসমূহ, যাতে "আদালত" , "ঘটনা" , "প্রাসঙ্গিক ঘটনা", "বিচার্য বিষয়", "দলিল", "ডিজিটাল রেকর্ড ", "দোষ স্বীকারোক্তি", "নিয়ন্ত্রক", "শপথ", "বৈচারিক অবগতি", "সাক্ষ্য", "ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর", "ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট", "প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ" "প্রমাণিত ঘটনা", "অস্তিত্বহীন ঘটনা", "অপ্রমাণিত ঘটনা", "প্রাকধারনা বা সম্ভাব্যতা", "অনুমানযোগ্য", "আবশ্যিকভাবে অনুমানযোগ্য", "চূড়ান্ত প্রমাণ" ইত্যাদি এর সংজ্ঞাসমূহ উদাহরণসহকারে বর্ণিত হয়েছে।

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে ১ ধারায় আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন ও ২ ধারায় উপরোক্ত বিষয়সমূহসহ "দোষ-স্বীকারোক্তি", "নিয়ন্ত্রক", "শপথ", "বৈচারিক অবগতি", "প্রাক ধারনা বা সম্ভাব্যতা" "পাবলিক কী (Public Key) " "ডিজিটাল রেকর্ড বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড " , "ডিজিটাল" " ডিজিটাল ডিভাইস" এর সংজ্ঞাসহ কতিপয় ক্ষেত্রে উদাহরণসমূহ সংযোজন করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ২ থেকে ৪ ধারায় সংজ্ঞাসমূহ আলোচনা করা হলেও পৃথকভাবে সংজ্ঞাগুলোর কোনো উপান্ত টীকা সংযোজিত ছিল না। এইক্ষেত্রে সংজ্ঞাগুলো সহজেই চিহ্নিত করার লক্ষ্যে **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে**

প্রতিটি সংজ্ঞার পাশে উপান্ত টীকা সংযোজন করা হয়েছে এবং সংজ্ঞাগুলো পৃথক পৃথক উপ-ধারায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ২ ধারার (২) উপধারায় “ঘটনা“ বলতে কোন বস্তু, কোন কিছুর অবস্থা বা কোন সম্পর্ক যা অনুভূতি দ্বারা উপলব্দি করা যায় এবং এরূপ কোন মানসিক অবস্থা যা সম্পর্কে কোন ব্যক্তি সচেতন তা বুঝিয়েছে। কিন্তু **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** উক্ত ধারাটির সহজবোধ্যতা ও সুস্পষ্টতার জন্য মূল ভাব বজায় রেখে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে নতুন উপধারার অধীন আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, যে কোন দর্শনযোগ্য , শ্রবনযোগ্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং কোন মানসিক অবস্থা, যা সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি সচেতন সেই সকল বিষয়সমূহ অত্র আইনের অধীন ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে “দলিল” এর সংজ্ঞায় কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে, ব্যক্ত, প্রকাশিত বা বর্ণিত কোন বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি যা বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে অর্ন্তভুক্তিকরণ করা অতি আবশ্যক। এই প্রেক্ষিতে **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** নতুন (১৩) উপধারায় “দলিল” এর সংজ্ঞায় কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে, ব্যক্ত, প্রকাশিত বা বর্ণিত কোন বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে এবং এর বোধগম্যতার জন্য উদাহরণসমূহকে ক্রমানুসারে সাজানোসহ প্রথম উদাহরণটি নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে। এতে “দলিল” বলিতে অডিও, ভিডিও, ডিজিটাল নথিসমূহ, যেকোন ধরনের ডিজিটাল উপাত্ত, কম্পিউটার কার্যক্রম, শব্দ বা চিত্র ধারণকারী যেকোন ধরনের ডিস্ক বা টেপ ও অপর যেকোন প্রকার উপাত্ত ধারক, ডিজিটাল স্বাক্ষর, সার্টিফিকেট ও ডিজিটাল মাধ্যমে কৃত যোগাযোগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে “দোষ স্বীকারোক্তি” এর কোন সংজ্ঞা না থাকায় এ সংক্রান্তে একটি আইনি সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** নতুন (১৪) উপধারায় “দোষ স্বীকারোক্তি” এর একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে "নিয়ন্ত্রক" এর কোন সংজ্ঞা না থাকায় **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** নতুন (১৫) উপধারায় "নিয়ন্ত্রক" এর একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, পরবর্তীতে উল্লিখিত বিভিন্ন ধারার বিধান সুস্পষ্ট করে তা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ১৮ ধারার (১) উপধারার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে।

অপরদিকে **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** নতুন (২৩) উপধারায় "শপথ" এর একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে যা The General Clauses Act, 1897 (Act No.X of 1897) এর ৩ ধারার (৩৬) উপধারার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে।

তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে বিভিন্ন ধারায় "বৈচারিক অবগতি" এর উল্লেখ থাকলেও এ সংক্রান্ত কোন সংজ্ঞা আইনটিতে প্রদান করা হয়নি। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** নতুন (২২) উপধারায় "বৈচারিক অবগতি" এর একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

অপরদিকে, "সাক্ষ্য" এর সংজ্ঞাটি সুস্পষ্টভাবে সহজে বোধগম্য উপযোগী করার জন্য **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনটিতে** একটি বিস্তারিত সংজ্ঞা নতুন (২৪) উপধারায় সংযোজন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, "সাক্ষ্য" অর্থ সাধারণভাবে বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কিত এরূপ কোন ঘটনা বা কোন বর্ণনা, যাহা তথ্য-উপাত্ত বা কোন তথ্যের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আদালত কর্তৃক আইনের মাধ্যমে গৃহীত হয়। তাছাড়া, ২৪(২) উপধারাতে "দালিলিক সাক্ষ্য" এর সংজ্ঞায় বিরোধীয় বিষয় প্রমাণের জন্য ইলেকট্রনিক তথ্য উপাত্ত (electronic records) সহ সকল দলিল কে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া "সাক্ষ্য" এর সংজ্ঞাকে অধিক সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের আলোকে (ক) থেকে (চ) পর্যন্ত ৬টি উদাহরণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে "ডিজিটাল স্বাক্ষর বা ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর", "ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট" এবং "প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ" এর সরাসরি কোন সংজ্ঞা প্রদান না করে ইতোমধ্যে বাতিলকৃত ডিজিটাল নিরাপত্তা

আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩১ নং আইন) এর বর্ণিত সংজ্ঞা সংজ্ঞাগুলোতে গ্রহণ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে, **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৮) ও (১৬) উপধারাসমূহে "ডিজিটাল, ডিজিটাল ডিভাইস, "ডিজিটাল রেকর্ড বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড" "ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর", "ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট" , পাবলিক কী (Public Key) এবং "প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ" এর সংজ্ঞাসমূহকে বিদ্যমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) ও সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের আলোকে বিস্তারিতভাবে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে "অস্তিত্বহীন ঘটনা" (Fact Disproved) বর্ণনায় গতানুগতিকভাবে আলোচনা করলেও **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইন** উক্ত বিধানটির সহজবোধ্যতা ও সুস্পষ্টতার জন্য জন্য তা নতুন (৩) উপধারার অধীনে মূল ভাব বজায় রেখে ভিন্ন আঙ্গিকে দুইটি ভাগে (ক ও খ) আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে "অপ্রমাণিত ঘটনা" (Fact Not proved) বলিতে যে ঘটনাটি প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত কোনটাই হয় নাই তা বুঝিয়েছে। কিন্তু **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** উক্ত ধারাটির সহজবোধ্যতা ও সুস্পষ্টতার জন্য মূল ভাব বজায় রেখে ভিন্ন আঙ্গিকে আরো বিস্তারিতভাবে নতুন (২) উপধারার অধীন সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে বিভিন্ন ধারায় "প্রাকধারনা বা সম্ভাব্যতা" (Presumption) সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান উল্লেখ থাকলে ও এ সংক্রান্ত কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** নতুন (১৯) উপধারায় "প্রাকধারনা বা সম্ভাব্যতা" (Presumption) এর একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে যা বিচারকার্য পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** "চূড়ান্ত প্রমাণ" (Conclusive proof) এর সংজ্ঞাটি সুস্পষ্টভাবে বোধগম্যের জন্য নতুন একটি উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - ঘটনাসমূহের প্রাসঙ্গিকতা

কোন মামলা বা বৈচারিক কার্যধারা প্রমাণের ক্ষেত্রে ঘটনাসমূহের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারন করা যে কোন বিচারকের জন্য একটি অতি আবশ্যকীয় বিষয়। কোন মোকদ্দমা বা মামলা প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ঘটনাসমূহ কয়ভাগে বিভক্ত ও কি কি উপায়ে আমলে নেয়া যায় তা প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩ হতে ১৪ ধারায় আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৫ ধারায় বিচার্য বিষয় ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য উপস্থাপন সংক্রান্তে ২ টি উদাহরণ ছিল। **প্রস্তাবিত আইনে** ৩ ধারায় উক্ত বিষয়কে অধিকতর সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের আলোকে (গ) থেকে (ছ) পর্যন্ত আরোও ৫টি উদাহরণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৭ ধারা এর অধীন যে সকল ঘটনা বিচার্য বিষয়ের উপলক্ষ, কারণ বা ফলাফল সে সংক্রান্ত বিধান গতানুগতিকভাবে বর্ণনা করলেও **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** ৫ ধারায় উক্ত বিধানটির সহজবোধ্যতা ও সুস্পষ্টতার জন্য তিনটি ভাগে (ক, খ ও গ) ধারাটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারায় উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি এবং পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী আচরণ সম্পর্কে সাক্ষ্য উপস্থাপন সংক্রান্তে (ক) থেকে (ট) পর্যন্ত ১১ টি উদাহরণ ছিল। **প্রস্তাবিত আইনে** ৬ ধারায় উক্ত বিধানটিকে বাস্তব ক্ষেত্রসমূহে সহজভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এর সাথে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের আলোকে আরোও ২টি উদাহরণ (ঠ) ও (ড) সংযুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৯ ধারায় প্রাসঙ্গিক ঘটনা ব্যাখ্যা অথবা পরিচিতির জন্য প্রয়োজনীয় ঘটনাবলী বর্ণনার বিধান থাকলেও **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** ৭ ধারায় উক্ত বিধানটির সুস্পষ্টতার জন্য মূল ভাব বজায় রেখে পাঁচটি ভাগে (ক, খ, গ, ঘ ও ঙ) তা আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১০ ধারায় অভিন্ন অভিসন্ধি প্রসঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীগণের পূর্বতন বক্তব্য বা কর্মকাণ্ড সংক্রান্তে একটি উদাহরণটি ছিল। **প্রস্তাবিত আইনে** ৮ ধারায় উক্ত বিধানটির সহজবোধ্যতা ও সুস্পষ্টতার

উদ্দেশ্যে এর সাথে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের আলোকে আরোও ২টি উদাহরণ (খ) ও (গ) নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে। প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ প্রসংগে ১২ ধারাটি আরোও সুস্পষ্টভাবে বোধগম্যের জন্য **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** ১০ ধারার উক্ত বিধানে একটি উদাহরণ নতুনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অধিকার বা প্রথা সম্পর্কিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১৩ ধারাটি অধিকতর সহজবোধ্য করার জন্য **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে ১১** ধারার উক্ত বিধানে পূর্বের উদাহরণের সাথে আরোও একটি উদাহরণ নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়- স্বীকৃতি

কোনো মামলা বা বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রমাণের জন্য কোন ব্যক্তি স্বীকৃতি এবং দোষস্বীকারোক্তি হিসাবে কোন বক্তব্য বা দলিলাদি, কোন উপায়ে আদালতে উপস্থাপন বা প্রদান করবে তা প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ১৫ হতে ৩০ ধারায় বিবৃত হয়েছে। উল্লিখিত বিধিবিধানসমূহ তৃতীয় অধ্যায়ের অধীন বিবৃত হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১৭ ধারায় স্বীকৃতির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ১৫** ধারায় স্বীকৃতির সংজ্ঞাটিকে সহজবোধ্য করার জন্য নতুনভাবে ১ টি উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে ১৯ ধারা এর অধীন কোন মোকদ্দমায় বিরুদ্ধ পক্ষ হিসাবে যে সকল ব্যক্তির অবস্থান প্রমাণ করতে হয় তাদের প্রদত্ত স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিধান গতানুগতিকভাবে বর্ণনা করলেও **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** ১৭ ধারায় উক্ত বিধানটির সহজবোধ্যতা ও সুস্পষ্টতার জন্য মূল ভাব বজায় রেখে ভিন্ন আঙ্গিকে দুইটি ভাগে (ক ও খ) ধারাটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ২৩, ২৫ ও ২৭ ধারাগুলোতে বর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহকে আরো সহজবোধ্য করার জন্য উল্লিখিত প্রতিটি ধারার সাথে নতুনভাবে একটি উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** ২৪ ধারার বর্ণিত বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করার জন্য নতুনভাবে তিনটি উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ২৬ ধারায় উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায় **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইন** হতে উক্ত ব্যাখ্যাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারার বিধানটিকে আরো স্পষ্ট করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত আইনে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত বিধানে পূর্বের উদাহরণের সাথে আরো ২টি উদাহরণ নতুনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় - সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করা যায় না এমন ব্যক্তিগণের বিবৃতি

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৩২ হতে ৩৩ ধারা পর্যন্ত মৃত বা নিখোঁজ ইত্যাদি ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত বক্তব্যের পরবর্তী কোন মোকদ্দমার বৈচারিক কার্যধারায়, বা একই মোকদ্দমায় পরবর্তী কার্যধারায় সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** ৩১ হতে ৩২ ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে উপরোক্ত বিধিবিধানসমূহ চতুর্থ অধ্যায় এর অধীন বিবৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারার ১ম দফায় বলা হয়েছে যে যখন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে, তখন উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত অথবা যে অবস্থার প্রেক্ষিতে তার মৃত্যু ঘটেছে, সে সম্পর্কিত কোন বক্তব্য প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

ধারাটির ২য় দফায় আরো বলা হয়েছে যে বক্তব্য প্রদানকালে সেই ব্যক্তি তার মৃত্যুর আশঙ্কা করুক বা না করুক, এবং যে কার্যধারায় তার মৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে তার প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন, সেই বক্তব্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।কিন্তু, ধারাটির বাস্তবিক প্রয়োগে দেখা গেছে যে মৃত্যুর আশংকা নেই এরূপ আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত ভিকটিম কখনো কখনো উক্ত আঘাতের জন্য তার পূর্ব শত্রুতার জেরে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে জড়িয়ে তাৎক্ষনিকভাবে বক্তব্য প্রদান করেছে যা সর্বোচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায়দৃষ্টেও পরিলক্ষিত হয়। এই ধারার এইরূপ অপপ্রয়োগ ন্যায়বিচার পরিপন্থী। ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই ধারার এরূপ অপপ্রয়োগ রোধে প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে মৃত্যুকালীন ঘোষণার বিধানটি সংশোধন করা হয়েছে এবং ৩১ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারার ১ম দফার ২য় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে উক্ত

ব্যক্তি যদি তার আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা করে এবং উক্ত আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা হতেই যদি সে বক্তব্যটি প্রদান করে তাহলে যে কার্যধারায় তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে তার প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন, সে বক্তব্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

এছাড়া বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারার বিধানটিকে বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর সহজভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এই ধারায় ইতোমধ্যে প্রদত্ত উদাহরণসমূহের সাথে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের আলোকে **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ৩১** ধারায় আরোও তিনটি উদাহরণ (ণ) থেকে (থ) নতুনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে ৩৩ ধারার অধীন পরবর্তী কার্যধারায় প্রমাণের জন্য কতিপয় সাক্ষ্যে বিবৃত ঘটনার সত্যতার প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্ত বিধান এর বর্ণনা করা হলেও **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** ৩২ ধারায় উক্ত বিধানটির প্রাঞ্জল বর্ণনার জন্য উল্লেখিত শর্তসমূহকে (ক), (খ) ও (গ) তিনটি দফায় তুলে ধরা হয়েছে।

<u>পঞ্চম অধ্যায় - বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রদত্ত বিবৃতি</u>

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৩৪ হতে ৩৯ ধারাসমূহ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রদত্ত বিবৃতিসমূহের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কিত। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনেও** উক্ত বিধিবিধানসমূহ ডিজিটাল হিসাব বহিসহ যাবতীয় হিসাব বহির ভুক্তির প্রাসঙ্গিকতা, কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারি নথিতে বা ডিজিটাল রেকর্ডে লিপিবদ্ধ ভুক্তির প্রাসঙ্গিকতা, মানচিত্র, নকশা, পরিকল্পনা এবং ডিজিটাল রেকর্ডে বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা, নির্দিষ্ট আইন বা প্রজ্ঞাপনসমূহে অর্ন্তভুক্ত সার্বজনিক প্রকৃতির ঘটনা সম্পর্কিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা, আইনগ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত কোন আইন সম্পর্কিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা এবং কোনো বিবৃতির কতকাংশ প্রমাণযোগ্য সম্পর্কিত শিরোনামে ৩৩ হতে ৩৮ ধারায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৩৯ ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, যখন বিবৃতি কোনো কথোপকথন, দলিল, গ্রন্থ, ডিজিটাল রেকর্ড অথবা পত্রাদি বা কাগজাদির অংশবিশেষ হয়, তখন উহার কতকাংশ সাক্ষ্য প্রদানযোগ্য হবে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** ৩৮ ধারায় উক্ত বিধানটিকে সুস্পষ্টীকরণের সুবিধার্থে নতুনভাবে ১ টি উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** উপরোক্ত বিধিবিধানসমূহ পঞ্চম অধ্যায় এর অধীন বিবৃত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় - আদালতের রায় যখন প্রাসঙ্গিক

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৪০ হতে ৪৪ ধারা পর্যন্ত পরবর্তী মোকদ্দমা বা বিচার বারিত করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রায়ের প্রাসঙ্গিকতা, প্রবেট, ইত্যাদি এখতিয়ারে নির্দিষ্ট কোন রায়, আদেশ বা ডিক্রির প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা এবং রায় প্রাপ্তির জন্য প্রতারণা বা যোগসাজশ, অথবা আদালতের এখতিয়ারহীনতা প্রমাণ করার বিষয় সংক্রান্তে আলোচনা করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনেও** এ সংক্রান্ত বিধিবিধান ৩৯ ধারা হতে ৪৩ ধারা পর্যন্ত ষষ্ঠ অধ্যায় এর অধীন বিবৃত হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** রায় প্রাপ্তির জন্য প্রতারণা বা যোগসাজশ, অথবা আদালতের এখতিয়ারহীনতা প্রমাণ করা সংক্রান্ত ৪৩ ধারার বিধানটিকে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে নতুনভাবে আরও একটি উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় - তৃতীয় পক্ষের অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক

কোন মামলা বা বৈচারিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত মামলা বা বৈচারিক কার্যক্রমের বিষয়বস্তু যদি সাধারনের বোধগম্যের আওতা বহির্ভূত হয় বা তা যদি বিজ্ঞান, কলা বা প্রযুক্তি বিষয়ক হয়, সেক্ষেত্রে তা প্রমাণে বা অপ্রমাণে বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্য বা মতামত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বর্তমান প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৪৫ হতে ৫৫ ধারা পর্যন্ত হস্তাক্ষর, ডিজিটাল স্বাক্ষর, কোন প্রথা বা অধিকারের অস্তিত্ব, প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদি, আত্মীয়তা সর্ম্পকে বিশেষজ্ঞের মতামত এর গ্রাহ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা, মোকদ্দমায় ব্যক্তির চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা, ইলেকট্রনিক সাক্ষ্যের বিষয়বস্তুসহ ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** এই সকল বিধানাবলী সপ্তম অধ্যায় এর অধীন বর্ণিত হয়েছে। এ অধ্যায়টিতে ৪৪ ধারা হতে ৫৩ ধারাসমূহে তৃতীয় পক্ষের মতামত যখন প্রাসঙ্গিক এবং ৫৪ ধারা হতে ৫৭ ধারা পর্যন্ত চরিত্র যখন প্রাসঙ্গিক সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ৪৪ ধারায় বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনার সাথে একটি বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনে কি কি উল্লেখ থাকবে তারও উল্লেখ রয়েছে যা প্রতিবেদন প্রদানকালে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক অবশ্য পালনীয়।

এ বিধানটি বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে উল্লেখ না থাকার কারনে আদালতসমূহে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় যার কারণে অনেক সময় সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে বা বাহুল্য তথ্যের কারনে মোকদ্দমার পক্ষগন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** এ সংক্রান্ত বিধান সংযোজন এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনের একটি সার্বজনীন বিন্যাস প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। একইসাথে, ইতোপূর্বে প্রদত্ত উদাহরণসমূহের সাথে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে ধারাটিতে আরো দুইটি উদাহরণ (ঘ) ও (ঙ) নতুনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে (ঙ) উদাহরণটি ডিজিটাল রেকডের্র সঠিকতা বিষয়ে ডিজিটাল বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্তে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ৪৫ ধারাটি নতুন সংযোজনের মাধ্যমে ডিজিটাল সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত এর বিধান রাখা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** ৪৮ ধারাটিতে কখন কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তির হস্তলেখা এবং স্বাক্ষরের সহিত পরিচিত বলিয়া গন্য করা হবে সে সংক্রান্তে ব্যাখ্যাটির সহজবোধ্যতার সুবিধার্থে মূল ভাব বজায় রেখে ভিন্ন আঙ্গিকে তিনটি ভাগে (ক, খ ও গ) ধারাটিকে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** নতুন একটি ব্যাখ্যা অর্ন্তভুক্ত করে হস্তাক্ষর এর আওতা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারন করে দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, এতে একটি নতুন উদাহরণ (উদাহরণ খ) ও সংযোজন করা হয়েছে যার দ্বারা কোন এক ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, পিতামাতা ও একজন বন্ধু উক্ত ব্যক্তির হস্তাক্ষর ও দস্তখত বিভিন্ন সময় দেখেছে এবং তার নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে পত্রাদিও প্রাপ্ত হয়েছে, উক্ত ব্যক্তির হস্তাক্ষর সম্পর্কে তাদের মতামত প্রাসঙ্গিক মর্মে উল্লেখ করে হস্তলেখা প্রমাণের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে রীতি, মতবাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত অভিমতের প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্ত ৫১ ধারাটিকে সহজবোধ্য ও সুস্পষ্টীকরণের জন্য পরিবর্তিত রূপে (ক), (খ) ও (গ) তিনটি দফায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। দেওয়ানি মোকদ্দমায় আরোপিত আচরণ প্রমাণে চরিত্রের অপ্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্তে প্রণীত ৫৪ ধারাটি স্পষ্টীকরণ ও সহজবোধ্যতার নিমিত্ত একটি উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রমাণ সম্পর্কিত

অষ্টম অধ্যায় - যে সকল ঘটনা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন

বর্তমানে প্রচলিত ও প্রস্তাবিত উভয় সাক্ষ্য আইনের দ্বিতীয় ভাগে আদালতের সামনে প্রমাণের নিমিত্ত উপস্থাপিত ঘটনাসমূহ (বিচার্য বিষয় ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা) কিরূপে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে তা সম্পর্কিত বিধিবিধানের বর্ণনা রয়েছে। প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের চারটি অধ্যায়ের অধীন ৫৬ ধারা হতে ১০০ ধারা পর্যন্ত উক্তরূপ বিধিবিধান বিবৃত হয়েছে।

অপরদিকে, **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** দ্বিতীয় ভাগে ৭ টি অধ্যায় এবং ৫৭ টি ধারা রয়েছে। এই ভাগের অধ্যায়সমূহে ৫৮ ধারা থেকে ১১৪ ধারাসমূহে যে সকল ঘটনা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন, মৌখিক সাক্ষ্য সম্পর্কিত, দালিলিক সাক্ষ্য সম্পর্কিত, দালিলিক সাক্ষ্যের প্রমাণ, সরকারি দলিল দস্তাবেজের প্রমাণ, দলিল সম্পর্কে অনুমান, দালিলিক সাক্ষ্যের দ্বারা মৌখিক সাক্ষ্যের পরিহার সংক্রান্ত বিধানাবলি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

কোনো ঘটনাকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তা অবশ্যই বিচার্য বিষয় অথবা প্রাসঙ্গিক ঘটনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। সাধারন নিয়মানুযায়ী প্রতিটি ঘটনা যা কোনো পক্ষ কোনো মোকদ্দমায় উপস্থাপন করে তা প্রমান করা আবশ্যক। তবে সাক্ষ্য আইনে এ সংক্রান্ত দুটো সাধারন ব্যতিক্রম আলোচনা করা হয়েছে যথা, ঘটনাসমূহ যা আমলে নেবার জন্য আদালত অত্র আইন দ্বারা নির্দেশিত হয় এবং যা পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত। এই দুইক্ষেত্রে মোকদ্দমায় উপস্থাপিত কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যাবে। বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে ৫৬ ধারা হতে ৫৮ ধারা পর্যন্ত এ সংক্রান্ত বিধিবিধান বৈচারিকভাবে আমলযোগ্য ঘটনা, আবশ্যিকভাবে বৈচারিক অবগতিতে লইবার ঘটনাসমূহ, স্বীকৃত ঘটনা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন শিরোনামে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে এ সংক্রান্ত বিধিবিধান ৫৮ ধারা হতে ৬০ ধারা পর্যন্ত অষ্টম অধ্যায় এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। ৫৯ ধারাকে সংশ্লিষ্ট সকলের বোধগম্য উপযোগী করার জন্য আদালত যে সকল ঘটনা আবশ্যিকভাবে বৈচারিক অবগতিতে গ্রহণ করবে সে সংক্রান্ত নতুন একটি উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে।

নবম অধ্যায় - মৌখিক সাক্ষ্য সম্পর্কিত

মৌখিক সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধানাবলি বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫৯ ধারা হইতে ৬০ ধারায় বিবৃত হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** ৬১ ধারা ও ৬২ ধারা মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা ঘটনার প্রমাণ ও মৌখিক সাক্ষ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ হবে শিরোনামে নবম অধ্যায় এর অধীন আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় মৌখিক সাক্ষ্য সম্পর্কিত দুটো বিধান উপস্থাপন করেছে- কোন দলিল দস্তাবেজের বিষয়বস্তু ব্যতিরেকে যাবতীয় ঘটনা মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাবে এবং মৌখিক সাক্ষ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ হতে হবে। **প্রস্তাবিত আইনের** ৬২ ধারাটি উদাহরণসহ সহজবোধ্য করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী যে কোন ধরনের শোনা সাক্ষ্যের গ্রহনযোগ্যতাকে বারিত করা হয়েছে।

দশম অধ্যায় - দালিলিক সাক্ষ্য সম্পর্কিত

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের পঞ্চম অধ্যায়ের ৬১ হতে ৭৩ ধারা পর্যন্ত দলিলের বিষয়বস্তুর প্রমাণ, প্রাথমিক সাক্ষ্য, দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য এবং তা প্রমাণের শর্ত, নোটিশ উপস্থাপনের নিয়মাবলি, ইলেকট্রনিক রেকর্ড সম্পর্কিত সাক্ষ্যের বিশেষ বিধানাবলি ও গ্রহনযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনটিতে দালিলিক সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধিবিধান দুইটি অধ্যায়ের অধীন আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৩ ধারা হতে ৭১ ধারা দলিলের বিষয়বস্তুর প্রমাণ, প্রাথমিক সাক্ষ্য, দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য, প্রাথমিক সাক্ষ্য দ্বারা দলিলের প্রমান, যে সকল ক্ষেত্রে দলিল সম্পর্কে দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য প্রদান করা যেতে পারে, নোটিশ উপস্থাপনের নিয়মাবলি, ইলেকট্রনিক রেকর্ড সম্পর্কিত সাক্ষ্যের বিশেষ বিধানাবলি, ইলেকট্রনিক রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা ও মৌখিক সাক্ষ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ হবে শিরোনামে দশম অধ্যায় এর অধীন আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৯ ও ৭০ ধারাসমূহ উদাহরণ সংযোজনের মাধ্যমে সহজবোধ্য করা হয়েছে।

বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক বৃহদাকারের বা জটিল প্রকৃতির সাক্ষ্য বিবেচনা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সহজিকীকরণের সুবিধার্থে **প্রস্তাবিত আইনের ৭১** ধারায় বৃহদাকারের বা জটিল প্রকৃতির সাক্ষ্য উপস্থাপনের পদ্ধতি সংক্রান্তে একটি নতুন বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায় - দালিলিক সাক্ষ্যের প্রমাণ

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ৭২ ধারা হতে ৮১ ধারা পর্যন্ত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সম্পর্কিত প্রমাণ, ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রতিপাদনের প্রমাণ সম্পর্কিত বিধিবিধানসহ দলিলে সম্পাদনকারী বা স্বাক্ষরকারী বলিয়া কথিত ব্যক্তির স্বাক্ষর ও হস্তাক্ষরের প্রমাণ, আইনত প্রত্যায়ন আবশ্যক এইরূপ দলিলের সম্পাদনার প্রমাণ, প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে দলিল দস্তাবেজ প্রমাণ, পক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়িত দলিলের সম্পাদনের স্বীকারোক্তি, প্রত্যয়নকারী সাক্ষী দলিল সম্পাদন করিলে সেইক্ষেত্রে প্রমাণ, যে দলিল সত্যায়িত করা আইনত প্রয়োজন নহে উহার প্রমাণ স্বাক্ষর, হস্তাক্ষর বা সীলমোহরের অন্য কোন স্বীকৃত বা প্রমাণিত স্বাক্ষর, হস্তাক্ষর বা সীলমোহরের সহিত তুলনা সম্পর্কিত বিধানাবলি পরিমার্জনাসহকারে একাদশ অধ্যায়ের অধীন সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের ৭২, ৭৪ ও ৭৯ ধারাসমূহে নতুন উদাহরণসমূহ সংযোজনের মাধ্যমে ধারাগুলোর বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায় - সরকারি দলিলসমূহ

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ৮২ হতে ৮৬ ধারা পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি দলিল, সহিমোহরকৃত অনুলিপি দাখিল, অন্যান্য দাপ্তরিক দলিলের প্রমাণ এর বিধানাবলি দ্বাদশ অধ্যায় এর সন্নিবেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** ৮৪ ধারায় কি কি শর্তপূরণ সাপেক্ষে একটি নকলকে সহিমুহুরী নকল হিসাবে গণ্য করা যাবে তার বর্ণনায় নতুন একটি উপ-ধারা (খ) সংযোজন করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** ৮৫ ধারাটি সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে উক্ত ধারায় নতুন একটি উদাহরণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

<u>ত্রয়োদশ অধ্যায় - দলিল সম্পর্কিত অনুমান</u>

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার নীতি একটি অতি আবশ্যকীয় বিষয়। উক্ত প্রয়োজনীয়তার নীতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** ৮৭ ধারা হতে ১০৪ ধারা পর্যন্ত আদালতে উপস্থাপিত দলিল সম্পর্কিত অনুমান সংক্রান্ত বিধানাবলি ত্রয়োদশ অধ্যায় এর অধীন সন্নিবেশ করা হয়েছে। ৮৭ ধারার বিধান অনুসারে সঠিকরূপে সম্পাদিত ও প্রস্তুতকৃত সহিমোহরকৃত নকলটিকে আদালত কর্তৃক গ্রহণ ও প্রমাণের ক্ষেত্রে আদালতের একচ্ছত্র অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। যা আদালতে অহেতুক বিতর্কের অবসান করে শ্রম ও সময়ক্ষেপন কমিয়ে দ্রুত ন্যায় বিচারের পথকে সুগম করবে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** এই অধ্যায়ের ৮৭, ৮৮, ১০৩ ও ১০৪ ধারাসমূহকে অধিক সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে ধারাগুলোতে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের আলোকে নতুন করে বিভিন্ন উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে।

<u>চর্তুদশ অধ্যায় - দালিলিক সাক্ষ্যের দ্বারা মৌখিক সাক্ষ্যের পরিহার সংক্রান্ত</u>

বর্তমান প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ৯১ হতে ১০০ ধারা পর্যন্ত চুক্তি, সম্পত্তির মঞ্জুরী বা অন্যান্য বিলিব্যবস্থায় শর্তাবলির সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধানাবলি, দ্ব্যর্থবোধক দলিলের ব্যাখ্যা বা সংশোধন সম্পর্কিত সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধানাবলি, বিদ্যমান ঘটনাসমূহে দলিলের সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধানাবলি, প্রযোজ্য ভাষা, লিপিচিহ্নের অর্থ ও প্রযোজ্যতা এবং সাক্ষ্য প্রদানকারীর যোগ্যতা সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিবিধান আলোচনা করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে ১০৫ হতে ১১৪** ধারা পর্যন্ত দালিলিক সাক্ষ্যের দ্বারা মৌখিক সাক্ষ্যের পরিবর্জন সংক্রান্ত বিধানসমূহ চতুর্দশ অধ্যায় এর অধীন সন্নিবেশ করা হয়েছে।

<u>তৃতীয় ভাগ</u>

<u>সাক্ষ্য উপস্থাপন ও ফলাফল</u>

মোকদ্দমা বা মামলা প্রমাণের ক্ষেত্রে আদালতে কোন ঘটনাসমূহ সাক্ষ্য হিসাবে কে উপস্থাপন করবে এবং তা উপস্থাপনে সীমাবদ্ধতা কি কি তা সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিবিধান **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** তৃতীয় ভাগে বর্ণিত হয়েছে।

আইনটিতে সাক্ষ্যের উপস্থাপন ও ফলাফল শিরোনামে তৃতীয় ভাগে ৫ টি অধ্যায়ে ৬৫ টি ধারা রয়েছে। এই ভাগে ১১৫ ধারা থেকে ১৮০ ধারা পর্যন্ত প্রমাণের দায়ভার , স্বকার্যজনিত বাধা, সাক্ষী সম্পর্কে, সাক্ষীগণের পরীক্ষা, অনুপযুক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ ও নাকচ , দুষ্কর্মের সহযোগী, সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্তে বিধানসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায় - প্রমাণের দায়ভার সম্পর্কিত

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে তৃতীয় ভাগে সাক্ষ্যের উপস্থাপন ও ফলাফল শিরোনামে পঞ্চদশ অধ্যায়ে "প্রমাণের দায়ভার সম্পর্কিত" যাবতীয় বিধানসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত অধ্যায়ের অধীন প্রমাণের দায়ভার কাহার উপর বর্তায়, কোন বিশেষ ঘটনা প্রমাণের দায়ভার, সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য প্রমান করিতে হইবে এইরূপ ঘটনা প্রমাণের দায়ভার, অভিযুক্তের দাবি ব্যতিক্রমের অর্ন্তভুক্ত হইলে তাহা প্রমাণের ভার, বিশেষভাবে জ্ঞাত ঘটনা প্রমাণের দায়ভার, ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জীবিত বলিয়া জ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু প্রমানের দায়ভার, সাত বৎসর যাবৎ নিখোঁজ ব্যক্তি জীবিত মর্মে প্রমাণের দায়ভার, অংশীদারগণ, জমির মালিক ও প্রজা এবং মুখ্য ব্যক্তি ও প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ক প্রমাণের দায়ভার, মালিকানা প্রমাণের দায়ভার, লেনদেনে একপক্ষ অন্যপক্ষের সক্রিয় আস্থায় সম্পর্কিত হইলে সরল বিশ্বাসের প্রমাণ, বিবাহ বলবৎ থাকাকালে সন্তানের জন্ম ও উহার বৈধতার চুড়ান্ত প্রমাণ, আদালত কতিপয় ঘটনার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারে সংক্রান্তে বিধানসমূহ ১০১ ধারা হতে ১১৪ ধারায় সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা হতে ১২৭ ধারা পর্যন্ত "প্রমাণের দায়ভার সম্পর্কিত" বিধানসমূহ পঞ্চদশ অধ্যায়ের অধীন সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের ১১৫, ১১৬, ১১৯, ১২০ ও ১২৪ ধারাসমূহকে অধিকতর সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে ধারাগুলোতে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের আলোকে ইতোপূর্বের উদাহরণের সাথে নতুন উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে।

ষোড়শ অধ্যায় - স্বকার্যজনিত বাধা

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের অষ্টম অধ্যায়ের অধীন ১১৫ ধারা হতে ১১৭ ধারা পর্যন্ত স্বকার্যজনিত বাধা, ভাড়াটিয়া ও দখলদার ব্যক্তির অনুমতিক্রমে ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে স্বকার্যজনিত বাধা, বিনিময়পত্রের গ্রহীতা, জিম্মাদার বা অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বকার্যজনিত বাধা শিরোনামে এসংক্রান্ত বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে ১২৮ ধারা হতে ১৩০ ধারা পর্যন্ত ষষ্ঠদশ অধ্যায় এর অধীন স্বকার্যজনিত বাধা শিরোনামে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** ১২৮ ধারায় বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বকার্যজনিত বাধা কিরূপে ব্যবহৃত হইবে সে সংক্রান্ত বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে। কোন নাবালক বা অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তির মনোনীত প্রতিনিধির ক্ষেত্রে এই ধারাটি প্রযোজ্য হইবে না মর্মে একটি শর্ত সংযোজন করা হয়েছে । **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** ১২৮ ধারায় তিনটি নতুন উদাহরণ ও ১২৯ ধারায় একটি নতুন উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে।

সপ্তদশ অধ্যায় - সাক্ষী সম্পর্কিত

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে নবম অধ্যায়ের অধীন স্বাক্ষী সম্পর্কে ১১৮ হতে ১৩৪ ধারা পর্যন্ত কে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দেওয়ানি মোকদ্দমার পক্ষগণ এবং তাদের স্ত্রী বা স্বামী, ফৌজদারি মামলায় বিচারাধীন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী, বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ, বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন যোগাযোগ, রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী, দাপ্তরিক যোগাযোগ, অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে তথ্য, পেশাগত যোগাযোগ, দোভাষীর প্রযোজ্যতা, স্বেচ্ছায় প্রদত্ত সাক্ষ্য দ্বারা বিশেষ সুবিধা পরিত্যাগ,আইন উপদেষ্টাগণের সাথে গোপনীয় যোগাযোগ, পক্ষ নয় এমন স্বাক্ষীর স্বত্বের দলিল উপস্থাপন, অন্য ব্যক্তির দখলে রক্ষিত দলিল বা ইলেকট্রিক রেকর্ডের উপস্থাপন, প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অব্যাহতি, দুস্কর্মে সহযোগী, সাক্ষীদের সংখ্যা সংক্রান্ত বিধানাবলী আলোচনা করা

হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** উক্ত বিধানাবলী **১৩১** হতে **১৪৭** ধারা পর্যন্ত সপ্তদশ অধ্যায়ের অধীন আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১২৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কর্মকর্তাকে কোন অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত এবং কোন রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তাকে সরকারী রাজস্ব সংক্রান্ত কোন অপরাধ সংঘঠন সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির উৎস প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাবে না । কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত সময়ের আলোকে অত্র ধারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনস্বার্থ ও ন্যায়নীতিকে উসকে দেয়। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** ১৩৭ ধারায় একটি শর্ত সংযোজনপূর্বক জনস্বার্থে ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে যে কোন দপ্তরের যে কোন দলিলাদি ও তথ্যের পরিদর্শন ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা বৈচারিক আদালতকে প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে ১৩৮** ধারায় একটি শর্ত সংযোজন করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেক্ষেত্রে আদালত কোন পক্ষ বা কোন ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য বা কোন আদালত কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার জন্য লিখিত কারণে ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন ম্যাজিস্ট্রেট, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন বা রাজস্ব কর্মকর্তাকে তথ্যটি প্রকাশ করতে নির্দেশ প্রদান করে, সেক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১৩১ ধারায় যে দলিল অপর কোন ব্যক্তির দখলে থাকলে সে তা উপস্থাপন করতে অস্বীকার করতে পারত, সেক্ষেত্রে তা উপস্থাপন সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে ১৪৪** ধারায় দলিল উপস্থাপনের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল রেকর্ড উপস্থাপন বিষয়ে উদাহরণ সহকারে নতুন বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১৩২ ধারা কোন প্রশ্নের উত্তর সাক্ষীকে কোন অপরাধের সাথে জড়িত করবে এই অজুহাতে তাকে উক্ত প্রশ্নের উত্তরদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাবে না বর্ণনায় গতানুগতিকভাবে আলোচনা করলেও **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** উক্ত বিধানটি সুস্পষ্টভাবে বোধগম্যতার জন্য তিনটি উপ-ধারায় (১,২,৩) একটি শর্ত সহকারে বিস্তারিতভাবে **১৪৫** ধারায় সন্নিবেশ করা হয়েছে ।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১৩৩ ধারায় দুষ্কর্মের সহযোগী বা রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধানাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** এ সংক্রান্তে ১৪৬ ধারাটিকে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে একটি উদাহরণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১৩৪ ধারায় বিধানমতে কোন মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষীর আবশ্যকতা নেই। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** এসংক্রান্তে ১৪৭ ধারায় একটি ব্যাখ্যা সংযোজন করার মাধ্যমে এই ধারাটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। অধিকন্তু, এই ধারাটিকেও সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে তিনটি উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে।

অষ্টাদশ অধ্যায় - সাক্ষীগণের পরীক্ষা সম্পর্কিত

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে দশম অধ্যায়ের অধীন সাক্ষীগণের পরীক্ষা সম্পর্কিত শিরোনামে ১৩৫ হতে ১৬৬ ধারা পর্যন্ত সাক্ষীগণের উপস্থাপন ও পরীক্ষার ক্রম, বিচারক সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ, জবানবন্দী, জেরা, পুনঃজবানবন্দী, সাক্ষ্য পরীক্ষার ক্রম, পুনঃজবানবন্দী পরিচালনা, দলিল উপস্থাপনের জন্য তলবকৃত ব্যক্তির জেরা, চরিত্র সম্পর্কিত সাক্ষী, ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন, দলিল উপস্থাপন সম্পর্কিত বিধানাবলি ও এ সম্পর্কে আদালতের ক্ষমতা এবং স্মৃতি জাগ্রতকরণ সম্পর্কিত বিধানাবলি আলোচনা করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** ১৪৮ হতে ১৭৮ ধারা পর্যন্ত উক্ত বিধানাবলী অষ্টাদশ অধ্যায়ের অধীন সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১৩৫ ধারায় বিধানমতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি সম্পর্কে আপাতত প্রচলিত আইন ও রীতি অনুসারে, এবং উক্তরূপ কোনো আইনের অনুপস্থিতিতে আদালতের সুবিবেচনা অনুসারে সাক্ষীগণকে হাজির ও পরীক্ষা করার ক্রম নির্ধারিত হবে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** এ সংক্রান্তে ১৪৮ ধারায় একটি ব্যাখ্যা সংযোজনপূর্বক বাদী বা প্রসিকিউটরের সুবিধা সংক্রান্ত একটি বিশেষ বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১৩৭ ধারায় জবানবন্দী, জেরা ও পুন:জবানবন্দী সংক্রান্ত বিধানকে আরো স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ১৫০** ধারায় একটি উদাহরণ সংযুক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের **১৩৮** ধারায় সাক্ষ্য গ্রহণের ক্রম বিন্যাস সংক্রান্ত বিধানাবলী আলোচনা করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** এ সংক্রান্তে **১৫১** ধারায় একটি নতুন ব্যাখ্যা সংযোজন করে পুনঃজবানবন্দী গ্রহণের ক্ষেত্রে আদালতে আবেদনের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে।

অপরদিকে, বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের **১৪৩** ধারায় বলা হয়েছে যে, জেরায় ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। উক্ত বিধানটির যথেচ্ছ ব্যবহার রোধে **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** এ সংক্রান্তে **১৫৬** ধারায় একটি শর্ত সংযোজন করে বলা হয়েছে যে, যদি উক্ত ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন মামলার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অপরিহার্য না হলে আদালত জেরাতে প্রশ্নকারীর আচরণ বিবেচনা করে ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন করার অনুমতি নাও প্রদান করতে পারে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের **১৪৫** ধারায় পূর্ববর্তীকালে লিখিত বিবৃতি সম্পর্কে জেরা সংক্রান্ত বিধানাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধারায় কেবল পূর্ববর্তীকালে লিখিত বিবৃতি সম্পর্কেই উল্লেখ করা হয়েছে যা বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে অপর্যাপ্ত হিসাবে ন্যায় বিচারকে ব্যাহত করছে। এর প্রেক্ষিতে **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ১৫৮** ধারায় **২**টি উদাহরণসহ যান্ত্রিক উপায়ে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারনকৃত কোন বক্তব্য কে এর সাথে সংযোজন করা হয়েছে। একইসাথে ধারাটিতে **২**টি উদাহরণ যুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের **১৪৯** ধারাটিতে সাক্ষীকে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত করা প্রশ্ন যাবে না মর্মে একটি বিধান রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** এ সংক্রান্তে **১৬২** ধারাটি নতুন আঙ্গিকে বিবৃত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, **১৬১** ধারায় উল্লিখিত কোনো প্রশ্ন করা যাইবে না, যদি না প্রশ্নকারী ব্যক্তির এইরূপ মনে করিবার

যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা পূর্ববর্তী কোন রায় বা আদেশ বা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন ব্যাখ্যার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১৫০ ধারায় কোন সাক্ষীকে আইনজীবী কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে করা প্রশ্নের ক্ষেত্রে আদালতের কার্যপদ্ধতি সংক্রান্তে বিধান বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কেন বা কী ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা উক্ত কর্তৃপক্ষ বা হাইকোর্ট বিভাগকে জানানো হবে সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের ১৬৩** ধারার বিধানটিকে পরিমার্জনাপূর্বক আইনজীবীর পেশাগত অসদাচরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতাপূর্বক একটি নতুন উপ-ধারা সংযোজন করা হয়েছে।

অপরদিকে, বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে বৈরী সাক্ষী এবং তাকে জেরা করা সংক্রান্ত ১৫৪ ধারাটি সুস্পষ্টীকরণের সুবিধার্থে **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের** ১৬৭ ধারাটিকে তিনটি উদাহরণ ও একটি ব্যাখ্যা সংযোজনপূর্বক নতুন আঙ্গিকে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

ঊনবিংশ অধ্যায় - অনুপযোগী সাক্ষ্য গ্রহণ এবং নাকচ

বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের একাদশ অধ্যায়ের অধীন ১৬৭ ধারায় সাক্ষ্যের অনুপযুক্ত গ্রহণ বা প্রত্যাখানের কারণ সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হয়েছে। **প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনে** ১৭৯ ও ১৮০ ধারায় এই আইনের রহিতকরণ ও হেফাজত সম্পর্কিত বিধানাবলী ঊনবংশি অধ্যায় এর অধীন সন্নিবেশ করা হয়েছে।

আইন প্রণয়নের সুপারিশ:

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ও বাংলাদেশের বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইন ও বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থা বিশদ পর্যালোচনান্তে আইন কমিশন নিম্নোক্ত খসড়া বিলটি প্রস্তুত করেছে। প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইন প্রণয়ন করা

হলে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাসহ সামগ্রিক বিচার কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে আইনটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে মর্মে আইন কমিশন মনে করে।

খসড়া আইনটি প্রস্তুতকালে কমিশনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্বেও প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে। এ ধরণের এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত ভুল বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিষয়টি কমিশনকে অবগত করা হলে তা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গহ্রণ করা হবে।

খসড়া আইনটির প্রস্তুতকালে গবেষণাকর্মে পর্যায়ক্রমে সহায়তা করেছেন আইন কমিশনে কর্মরত সচিব ড. আতোয়ার রহমান (সিনিয়র জেলা জজ), মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মোরশেদ ইমতিয়াজ (জেলা জজ), লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান আবেদা সুলতানা (অতিরিক্ত জেলা জজ), গবেষণা কর্মকর্তা সোনিয়া আহমেদ (অতিরিক্ত জেলা জজ), অনুবাদ কর্মকর্তা মোছাম্মৎ মনিরা সুলতানা (যুগ্ম জেলা জজ), গবেষণা কর্মকর্তা খাদিজা নাসরিন (যুগ্ম জেলা জজ), চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব মো'তাছিম বিল্যাহ (যুগ্ম জেলা জজ), সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ শামছুল আলম (যুগ্ম জেলা জজ), গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ তাওহীদ-আল-আজাদ (সিনিয়র সহকারী জজ)।

তাছাড়া, গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রস্তাবিত সাক্ষ্য আইনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন আইন কমিশনের সাবেক মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা জনাব ফউজুল আজিম (অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা জজ) এবং আইন কমিশনের সাবেক কর্মকর্তা যথাক্রমে ফাতেমা জাহান স্বর্ণা (অতিরিক্ত জেলা জজ), মোঃ রফিকুল ইসলাম (অতিরিক্ত জেলা জজ), মুর্শিদ আহম্মদ (অতিরিক্ত জেলা জজ), হাসান মোঃ আরিফুর রহমান (যুগ্ম জেলা জজ), এ.কে.এম রকিবুল হাসান (যুগ্ম জেলা জজ), মোঃ শরিফুল ইসলাম (যুগ্ম জেলা জজ)। সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। খসড়া আইনটি প্রস্তুতকালে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনার জন্য তাদেরকে দৈনন্দিন দায়িত্বের বাইরে গিয়ে কাজ করতে হয়েছে। তারা সকলেই আইন কমিশনের ধন্যবাদভাজন।

অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী বিনা পারিশ্রমিকে প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনটির ভাষাগত ও ব্যকরণগত শুদ্ধতা নিরীক্ষা করেছেন। আইন কমিশন তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এতদসঙ্গে আইন কমিশনের উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে "সাক্ষ্য আইন, ২০২৪" এর খসড়া সংযুক্ত করা হলো।

স্বাক্ষরিত /- ৩১.১২.২০২৩
বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত /- ৩১.১২.২০২৩
বিচারপতি আবু বকর সিদ্দিকী
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত /- ৩১.১২.২০২৩
বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন

<u>সাক্ষ্য আইন</u>

<u>সূচিপত্র</u>

ধারা		বিষয়বস্তু
প্রস্তাবিত আইন (সাক্ষ্য আইন, ২০২৪)	মূল আইন (সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২)	
প্রথম ভাগ **ঘটনাবলির প্রাসঙ্গিকতা** **প্রথম অধ্যায়** **প্রাসঙ্গিক**		
১	১	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন
২	৩	সংজ্ঞা
দ্বিতীয় অধ্যায় **ঘটনাসমূহের প্রাসঙ্গিকতা** **যে সকল ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা যাইবে**		
৩	৫	বিচার্য বিষয় ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য উপস্থাপন
৪	৬	একই কর্মকান্ডের অংশ বলিয়া বিবেচিত ঘটনাসমূহের প্রাসঙ্গিকতা
৫	৭	যে সকল ঘটনা বিচার্য বিষয়ের উপলক্ষ, কারণ বা ফলাফল
৬	৮	উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি এবং পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী আচরণ
৭	৯	প্রাসঙ্গিক ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা বা পরিচিতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি
৮	১০	অভিন্ন অভিসন্ধি প্রসঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীগণের পূর্বতন বক্তব্য বা কর্মকাণ্ড
৯	১১	ঘটনাসমূহ অন্যভাবে প্রাসঙ্গিক না হইলেও যখন প্রাসঙ্গিক হয়
১০	১২	ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় যে ঘটনাবলি আদালতকে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে সহায়তা করে, তাহা প্রাসঙ্গিক

১১	১৩	অধিকার বা প্রচলিত প্রথা সম্পর্কিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি
১২	১৪	মানসিক বা শারীরিক অবস্থা বা শারীরিক অনুভূতির অস্তিত্ব প্রদর্শনকারী ঘটনাসমূহ
১৩	১৫	সংশ্লিষ্ট কার্যটি দৈবিক বা ইচ্ছাকৃত কিনা এই প্রশ্নের সহিত সম্পর্কযুক্ত ঘটনাসমূহ
১৪	১৬	যখন কার্যধারার অস্তিত্ব প্রাসঙ্গিক
		তৃতীয় অধ্যায় **স্বীকৃতি**
১৫	১৭	স্বীকৃতির সংজ্ঞা
১৬	১৮	স্বীকৃতি- প্রতিনিধিত্বমূলক মোকদ্দমা দায়েরকারী কর্তৃক; স্বীকৃতি- বিষয়বস্তুতে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক ; স্বীকৃতি- যাহার নিকট হইতে স্বার্থের প্রাপ্তি ঘটিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক
১৭	১৯	কোনো মোকদ্দমায় বিরুদ্ধ পক্ষ হিসাবে যেই সকল ব্যক্তির অবস্থান প্রমাণ করিতে হইবে তাহাদের প্রদত্ত স্বীকৃতি
১৮	২০	মোকদ্দমার পক্ষ কর্তৃক সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত ব্যক্তির স্বীকৃতি
১৯	৩১	স্বীকৃতি চূড়ান্ত প্রমাণ নহে, তবে স্বকার্যজনিত বাধা হইতে পারে
২০	২১	স্বীকৃতিদাতা বা তাহার পক্ষ হইতে যে স্বীকৃতি প্রদান করে তাহাদের বিরুদ্ধে স্বীকৃতির প্রমাণ
২১	২২	দলিলের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু সংক্রান্তে মৌখিক স্বীকৃতি যখন প্রাসঙ্গিক
২২	২২এ	ডিজিটাল রেকর্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য যখন প্রাসঙ্গিক
২৩	২৩	দেওয়ানী মোকদ্দমায় স্বীকৃতি যখন প্রাসঙ্গিক
২৪	২৪	ফৌজদারি কার্যক্রমে প্রলোভন, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, নির্যাতন বা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে আদায়কৃত দোষস্বীকারোক্তি যখন অপ্রাসঙ্গিক

২৫	২৫	পুলিশ বা অন্য আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তার নিকট প্রদত্ত দোষস্বীকারোক্তি প্রমাণযোগ্য নহে
২৬	২৬	পুলিশ বা অন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকাকালে অভিযুক্তের প্রদত্ত দোষস্বীকারোক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য হইবে না
২৭	২৭	অভিযুক্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের কতখানি প্রমাণ করা যাইতে পারে
২৮	২৮	প্রলোভন, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, নির্যাতন বা প্রতিশ্রুতির প্রভাবমুক্ত হইয়া প্রদত্ত দোষস্বীকারোক্তি, প্রাসঙ্গিক
২৯	২৯	অন্যভাবে প্রাসঙ্গিক দোষস্বীকারোক্তি, গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি, ইত্যাদির কারণে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না
৩০	৩০	একই অপরাধে একত্রে বিচারাধীন অন্যান্য আসামীদের সহিত নিজেকে জড়িত করিয়া কোনো ব্যক্তির প্রমাণিত দোষস্বীকারোক্তি বিবেচনা
চতুর্থ অধ্যায় সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা যায়না এমন এইরুপ ব্যক্তিগণের বিবৃতি		
৩১	৩২	যে সকল ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে মৃত বা নিখোঁজ, ইত্যাদি ব্যক্তির বিবৃতি প্রাসঙ্গিক যখন উহা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত ; বা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় প্রদত্ত ; বা প্রদানকারীর স্বার্থের পরিপন্থী ; বা জনসাধারণের অধিকার বা প্রথা, বা সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে মতামত প্রদান করে ; বা সম্বন্ধের অস্থিত্ব সম্পর্কিত বা পারিবারিক বিষয়াদি সম্পর্কিত উইল বা দলিলে প্রদত্ত ; বা ১৩ ধারার (ক) উপ-ধারায় উল্লেখিত লেনদেন সর্ম্পকিত দলিলে প্রদত্ত; বা কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত এবং তর্কিত বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অনুভূতি প্রকাশ করে
৩২	৩৩	কতিপয় সাক্ষ্যে বিবৃত ঘটনার সত্যতা, পরবর্তী কোনো বৈচারিক কার্যধারায় প্রমাণের জন্য, উক্ত সাক্ষ্যের প্রাসঙ্গিকতা

পঞ্চম অধ্যায় **বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রদত্ত বিবৃতি**		
৩৩	৩৪	ডিজিটাল হিসাব বহিসহ যাবতীয় হিসাব বহির ভুক্তি যখন প্রাসঙ্গিক
৩৪	৩৫	কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারি নথিতে বা ডিজিটাল রেকর্ডে লিপিবদ্ধ ভুক্তির প্রাসঙ্গিকতা
৩৫	৩৬	মানচিত্র, নকশা, পরিকল্পনা এবং ডিজিটাল রেকর্ডে বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা
৩৬	৩৭	নির্দিষ্ট আইন বা প্রজ্ঞাপনসমূহে অন্তর্ভুক্ত সার্বজনিক প্রকৃতির ঘটনা সম্পর্কিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা
৩৭	৩৮	আইনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কোন আইন সম্পর্কিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা
কোনো বিবৃতির কতকাংশ প্রমাণযোগ্য		
৩৮	৩৯	যখন বিবৃতি কোন কথোপকথন, দলিল, গ্রন্থ, ডিজিটাল রেকর্ড অথবা পত্রাদি বা কাগজাদির অংশবিশেষ হয় তখন উহার কতকাংশ সাক্ষ্য প্রদানযোগ্য হইবে
ষষ্ঠ অধ্যায় **আদালতের রায় যখন প্রাসঙ্গিক**		
৩৯	৪০	পরবর্তী মোকদ্দমা বা বিচার বারিত করিবার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রায় প্রাসঙ্গিক
৪০	৪১	প্রবেট, ইত্যাদি, এখতিয়ারে নির্দিষ্ট রায়ের প্রাসঙ্গিকতা
৪১	৪২	৪০ ধারায় উল্লিখিত কোন রায়, আদেশ বা ডিক্রি ব্যতিরেকে অন্য কোন রায়, আদেশ বা ডিক্রির প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা
৪২	৪৩	৩৯ হইতে ৪১ ধারায় উল্লেখিত কোন রায়, আদেশ বা ডিক্রি ব্যতিরেকে অন্য কোন রায়, আদেশ বা ডিক্রি যখন প্রাসঙ্গিক
৪৩	৪৪	রায় প্রাপ্তির জন্য প্রতারণা বা যোগসাজশ, অথবা আদালতের এখতিয়ারহীনতা প্রমাণ করা যাইতে পারে
সপ্তম অধ্যায় **তৃতীয় পক্ষের অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক**		
৪৪	৪৫	বিশেষজ্ঞের অভিমত

৪৫	নুতন সংযোজন	ডিজিটাল সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত
৪৬	৪৫এ	শারীরিক বা ফরেনসিক সাক্ষ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত
৪৭	৪৬	বিশেষজ্ঞদের অভিমতের উপর নির্ভরশীল ঘটনাসমূহ
৪৮	৪৭	হস্তাক্ষর সংক্রান্ত অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক
৪৯	৪৭এ	ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্পর্কিত অভিমত যেই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক
৫০	৪৮	অধিকার বা প্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কিত অভিমত, যখন প্রাসঙ্গিক
৫১	৪৯	রীতি, মতবাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক
৫২	৫০	সর্ম্পক বিষয়ক অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক
৫৩	৫১	অভিমতের কারণসমূহ যখন প্রাসঙ্গিক
চরিত্র যখন প্রাসঙ্গিক		
৫৪	৫২	দেওয়ানি মোকদ্দমায় আরোপিত আচরণ প্রমাণে চরিত্র ,অপ্রাসঙ্গিক
৫৫	৫৩	ফৌজদারি মামলায়, পূর্ববর্তী ভাল চরিত্র প্রাসঙ্গিক
৫৬	৫৪	পূর্ববর্তী মন্দ চরিত্র, উত্তরদান ব্যতীত অপ্রাসঙ্গিক
৫৭	৫৫	ক্ষতিপূরণের প্রভাবক হিসাবে চরিত্র
দ্বিতীয় ভাগ **প্রমাণ সংক্রান্ত** **অষ্টম অধ্যায়** **যে সকল ঘটনা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন**		
৫৮	৫৬	বৈচারিকভাবে অবগতিযোগ্য ঘটনা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন
৫৯	৫৭	আদালত যেই সকল ঘটনা আবশ্যিকভাবে বৈচারিক অবগতিতে লইবে
৬০	৫৮	স্বীকৃত ঘটনা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন
নবম অধ্যায় **মৌখিক সাক্ষ্য সংক্রান্ত**		
৬১	৫৯	মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা ঘটনা প্রমাণ
৬২	৬০	মৌখিক সাক্ষ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবে

দশম অধ্যায় **দালিলিক সাক্ষ্য সম্পর্কিত**		
৬৩	৬১	দলিলসমূহের বিষয়বস্তুর প্রমাণ
৬৪	৬২	প্রাথমিক সাক্ষ্য (primary evidence)
৬৫	৬৩	দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য (secondary evidence)
৬৬	৬৪	প্রাথমিক সাক্ষ্য দ্বারা দলিল প্রমাণ
৬৭	৬৫	যেই সকল ক্ষেত্রে দলিল সম্পর্কে দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে
৬৮	৬৫এ	ডিজিটাল রেকর্ড সম্পর্কিত সাক্ষ্যের বিধানাবলি
৬৯	৬৫বি	ডিজিটাল রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা
৭০	৬৬	দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য উপস্থাপন করিবার নোটিশ সংক্রান্ত নিয়মাবলি
৭১	নুতন সংযোজন	বৃহদাকারের বা জটিল প্রকৃতির সাক্ষ্য উপস্থাপনের পদ্ধতি
একাদশ অধ্যায় **দালিলিক সাক্ষ্যের প্রমাণ**		
৭২	৬৭	উপস্থাপিত দলিলের স্বাক্ষরকারী বা লেখক বলিয়া দাবিকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর ও হস্তাক্ষর প্রমাণ
৭৩	৬৭এ	ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্পর্কিত প্রমাণ
৭৪	৬৮	আইনত প্রত্যয়ন (attestation) আবশ্যক এমন দলিলের সম্পাদন প্রমাণ
৭৫	৬৯	প্রত্যয়নকারী (attesting) সাক্ষী খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে সেইক্ষেত্রে প্রমাণ
৭৬	৭০	প্রত্যয়িত (attested) দলিলের পক্ষ কর্তৃক সম্পাদনের স্বীকৃতি
৭৭	৭১	প্রত্যয়নকারী (attesting) সাক্ষী সম্পাদন অস্বীকার করিলে সেইক্ষেত্রে প্রমাণ
৭৮	৭২	আইনত প্রত্যয়ন আবশ্যক নহে এইরূপ দলিলের প্রমাণ
৭৯	৭৩	স্বীকৃত বা প্রমাণিত স্বাক্ষর, লিখন বা সীলমোহরের সহিত অন্য স্বীকৃত বা প্রমাণিত স্বাক্ষর, লিখন বা সীলমোহরের তুলনা
৮০	৭৩এ	ডিজিটাল স্বাক্ষর যাচাইকরণ সম্পর্কিত প্রমাণ

৮১	৭৩বি	শারীরিক বা ফরেনসিক সাক্ষ্যের সহিত অন্যান্য স্বীকৃত বা প্রমাণিত সাক্ষ্যের তুলনা
৮২	৭৪	সরকারি দলিলসমূহ
৮৩	৭৫	বেসরকারি দলিলসমূহ
৮৪	৭৬	সরকারি দলিলের সহিমোহরকৃত অনুলিপি
৮৫	৭৭	সহিমোহরকৃত অনুলিপি উপস্থাপনের দ্বারা দলিলের প্রমাণ
৮৬	৭৮	অন্যান্য দাপ্তরিক দলিলের প্রমাণ
		ত্রয়োদশ অধ্যায় **দলিল সম্পর্কে অনুমান**
৮৭	৭৯	সহিমোহরকৃত অনুলিপির সঠিকতা সম্পর্কিত অনুমান
৮৮	৮০	সাক্ষ্যের লিখিত বিবরণী হিসেবে উপস্থাপিত দলিল সংক্রান্তে অনুমান
৮৯	৮১এ	ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন সম্পর্কিত অনুমান
৯০	৮২	সীলমোহর ও স্বাক্ষরের প্রমাণ ব্যতিরেকে আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্কিত রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য দলিল সম্পর্কে অনুমান
৯১	৮৩	সরকারি কর্তৃত্বাধীনে প্রস্তুতকৃত মানচিত্র বা নকশা সম্পর্কিত অনুমান
৯২	৮৪	আইন সংকলন এবং আদালতের সিদ্ধান্ত সম্বলিত রিপোর্ট সম্পর্কিত অনুমান
৯৩	৮৫	আমমোক্তারনামা সম্পর্কিত অনুমান
৯৪	৮৫এ	ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কিত অনুমান
৯৫	৮৫বি	ডিজিটাল রেকর্ড ও ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্পর্কিতঅনুমান
৯৬	৮৫সি	ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সম্পর্কিত অনুমান
৯৭	৮৬	বিদেশি বৈচারিক নথির সহিমোহরকৃত অনুলিপি সম্পর্কিত অনুমান
৯৮	৮৭	গ্রন্থ, মানচিত্র ও চার্ট সম্পর্কিত অনুমান
৯৯	৮৮	তারবার্তা সম্পর্কিত অনুমান
১০০	৮৮এ	ডিজিটাল যোগাযোগ সম্পর্কিত অনুমান
১০১	৮৯	উপস্থাপিত হয় নাই এরূপ দলিলের যথাযথ সম্পাদন ইত্যাদি সম্পর্কিত অনুমান

১০২	৮৯এ	শারীরিক বা ফরেনসিক সাক্ষ্য সম্পর্কে অনুমান
১০৩	৯০	ত্রিশ বৎসরের পুরাতন দলিল সম্পর্কিত অনুমান
১০৪	৯০এ	পাঁচ বৎসরের পুরাতন ডিজিটাল রেকর্ড সম্পর্কিত অনুমান
চতুর্দশ অধ্যায় **দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা মৌখিক সাক্ষ্য পরিহার সংক্রান্তে**		
১০৫	৯১	দলিল আকারে লিপিবদ্ধ চুক্তি, অনুদান এবং অন্যবিধ সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা সম্পর্কিত শর্তাবলির সাক্ষ্য
১০৬	৯২	মৌখিক চুক্তি (oral agreement) সম্পর্কিত সাক্ষ্য পরিহার
১০৭	৯৩	দ্ব্যর্থবোধক দলিল ব্যাখ্যা বা সংশোধন সম্পর্কিত সাক্ষ্য পরিহার
১০৮	৯৪	বিদ্যমান ঘটনাসমূহে দলিল ব্যবহারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পরিহার
১০৯	৯৫	বিদ্যমান ঘটনা প্রসঙ্গে অর্থহীন দলিল সম্পর্কিত সাক্ষ্য
১১০	৯৬	কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কেবল একজনের প্রতি প্রযোজ্য ভাষার ব্যবহার সম্পর্কিত সাক্ষ্য
১১১	৯৭	দুইটি ঘটনাসমষ্টির কোনোটিতেই যে ভাষা সম্পূর্ণরূপে সঠিকভাবে প্রযোজ্য হয় না, উহার যেকোন একটিতে সেই ভাষার ব্যবহার সম্পর্কিত সাক্ষ্য
১১২	৯৮	অস্পষ্ট লিপি, ইত্যাদির অর্থ সম্পর্কিত সাক্ষ্য
১১৩	৯৯	দলিলের শর্তাবলি পরিবর্তনের চুক্তি সম্পর্কে কাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে
১১৪	১০০	উইল সম্পর্কিত উত্তরাধিকার আইনের বিধানাবলির সংরক্ষণ
তৃতীয় ভাগ **সাক্ষ্য উপস্থাপন ও ফলাফল** **পঞ্চদশ অধ্যায়** **প্রমাণের দায়ভার সম্পর্কিত**		
১১৫	১০১	প্রমাণের দায়ভার
১১৬	১০২	প্রমাণের দায়ভার কাহার উপর বর্তায়
১১৭	১০৩	কোনো বিশেষ ঘটনা প্রমাণের দায়ভার

১১৮	১০৪	সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য প্রমাণ করিতে হইবে এইরূপ ঘটনা প্রমাণের দায়ভার
১১৯	১০৫	অভিযুক্তের দাবি যে ব্যতিক্রমভুক্ত, তাহা প্রমাণের দায়ভার
১২০	১০৬	বিশেষভাবে জ্ঞাত ঘটনা প্রমাণের দায়ভার
১২১	১০৭	ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জীবিত বলিয়া জ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু প্রমাণের দায়ভার
১২২	১০৮	সাত বৎসর যাবৎ নিখোঁজ ব্যক্তি জীবিত মর্মে প্রমাণের দায়ভার
১২৩	১০৯	অংশীদারগণ, জমির মালিক ও প্রজা এবং মুখ্য ব্যক্তি ও প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ক প্রমাণের দায়ভার
১২৪	১১০	মালিকানা প্রমাণের দায়ভার
১২৫	১১১	লেনদেনে একপক্ষ অন্যপক্ষের সক্রিয় আস্থায় সম্পর্কিত হইলে সরল বিশ্বাসের প্রমাণ
১২৬	১১২	বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন সন্তান জন্মের বৈধতার চূড়ান্ত প্রমাণ
১২৭	১১৪	আদালত কতিপয় ঘটনার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারে
ষোড়শ অধ্যায় স্বকার্যজনিত বাধা		
১২৮	১১৫	স্বকার্যজনিত বাধা
১২৯	১১৬	দখলদার ভাড়াটিয়া ও অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে স্বকার্যজনিত বাধা
১৩০	১১৭	বিনিময়পত্রের গ্রহীতা, জিম্মাদার বা অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বকার্যজনিত বাধা
সপ্তদশ অধ্যায় সাক্ষী সম্পর্কে		
১৩১	১১৮	কে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে
১৩২	১১৯	বাকপ্রতিবন্ধী সাক্ষী
১৩৩	১২০	দেওয়ানি মোকদ্দমার পক্ষগণ এবং তাহাদের স্ত্রী বা স্বামী; ফৌজদারি মামলায় বিচারাধীন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী
১৩৪	১২১	বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ
১৩৫	১২২	বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন যোগাযোগ

১৩৬	১২৩	রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি সম্পর্কিত সাক্ষ্য
১৩৭	১২৪	দাপ্তরিক যোগাযোগ
১৩৮	১২৫	অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে তথ্য
১৩৯	১২৬	পেশাগত যোগাযোগ
১৪০	১২৭	দোভাষী প্রভৃতির ক্ষেত্রে ১৩৮ ধারার প্রযোজ্যতা
১৪১	১২৮	স্বেচ্ছায় প্রদত্ত সাক্ষ্য দ্বারা বিশেষ সুবিধা পরিত্যক্ত হয় না
১৪২	১২৯	আইন উপদেষ্টাগণের সহিত গোপনীয় যোগাযোগ বা বার্তা আদানপ্রদান
১৪৩	১৩০	পক্ষ নহে এইরূপ স্বাক্ষীর নিজের স্বত্বের দলিল উপস্থাপন
১৪৪	১৩১	অন্য ব্যক্তির দখলে থাকিলে উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করিতে পারিত এইরূপ দলিল বা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড উপস্থাপন
১৪৫	১৩২	প্রশ্নের উত্তর সাক্ষী বা তাহার স্ত্রী বা স্বামীকে অপরাধে জড়িত করিবে এই অজুহাতে কোনো সাক্ষী উত্তর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে না
১৪৬	১৩৩	দুষ্কর্মে সহযোগী
১৪৭	১৩৪	সাক্ষীদের সংখ্যা
অষ্টাদশ অধ্যায় **সাক্ষীগণের পরীক্ষা সম্পর্কিত**		
১৪৮	১৩৫	সাক্ষীগণের উপস্থাপন ও পরীক্ষার ক্রম
১৪৯	১৩৬	বিচারক সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করিবে
১৫০	১৩৭	জবানবন্দি জেরা পুনঃজবানবন্দি
১৫১	১৩৮	পরীক্ষার ক্রম পুনঃজবানবন্দির পরিচালনা
১৫২	১৩৯	দলিল উপস্থাপনের জন্য তলবকৃত ব্যক্তির জেরা
১৫৩	১৪০	চরিত্র সম্পর্কিত সাক্ষী
১৫৪	১৪১	ইঙ্গিতবাহি প্রশ্ন (leading question)
১৫৫	১৪২	কখন ইঙ্গিতবাহি প্রশ্ন করা যাইবে না

১৫৬	১৪৩	কখন ইঙ্গিতবাহি প্রশ্ন করা যাইতে পারে
১৫৭	১৪৪	লিখিত বিষয় সম্পর্কিত সাক্ষ্য
১৫৮	১৪৫	পূর্ববর্তী লিখিত বক্তব্য সম্পর্কে জেরা
১৫৯	১৪৬	জেরায় যে সকল প্রশ্ন করা আইনসঙ্গত
১৬০	১৪৭	সাক্ষীকে যখন উত্তর প্রদানে বাধ্য করা যাইবে
১৬১	১৪৮	কখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতে হইবে এবং কখন তাহাকে উত্তরদানে বাধ্য করিতে হইবে উহা আদালত নির্ধারণ করিবে
১৬২	১৪৯	যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে প্রশ্ন করা যাইবে না
১৬৩	১৫০	যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে প্রশ্ন করা হইলে সেইক্ষেত্রে আদালতের কার্যবিধি
১৬৪	১৫১	অশোভন ও কুৎসামূলক প্রশ্ন
১৬৫	১৫২	অপমান বা বিরক্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন
১৬৬	১৫৩	সত্যনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খণ্ডন করিতে সাক্ষ্য প্রদান পরিহার
১৬৭	১৫৪	কোন পক্ষ কর্তৃক নিজ সাক্ষীকে প্রশ্ন করা
১৬৮	১৫৫	সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করা
১৬৯	১৫৬	প্রাসঙ্গিক ঘটনার সাক্ষ্যকে সমর্থন করে এইরূপ প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য
১৭০	১৫৭	একই ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষীর পরবর্তী সাক্ষ্য সমর্থনের জন্য পূর্ববর্তী বক্তব্য প্রমাণযোগ্য
১৭১	১৫৮	৩১ বা ৩২ ধারার অধীনে প্রাসঙ্গিক কোনো প্রমাণিত বক্তব্যের সহিত সম্পর্কিত বিষয়সমূহ প্রমাণযোগ্য
১৭২	১৫৯	স্মৃতি জাগ্রতকরণ সাক্ষী কখন স্মৃতি জাগ্রত করিবার জন্য দলিলের অনুলিপি ব্যবহার করিতে পারে
১৭৩	১৬০	১৭২ ধারায় উল্লিখিত দলিলে বর্ণিত ঘটনাসমূহ সম্পর্কিত সাক্ষ্য
১৭৪	১৬১	স্মৃতি জাগ্রতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত লিখন সম্পর্কে বিরুদ্ধপক্ষের অধিকার
১৭৫	১৬২	দলিল উপস্থাপন দলিলের অনুবাদ
১৭৬	১৬৩	তলবকৃত এবং নোটিশের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত দলিল সাক্ষ্য হিসাবে প্রদান

১৭৭	১৬৪	নোটিশ প্রদান সত্ত্বেও উপস্থাপন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এইরূপ দলিলের সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার
১৭৮	১৬৫	বিচারকের প্রশ্ন করিবার বা উপস্থাপনের আদেশ প্রদানে বিচারকের ক্ষমতা
ঊনবিংশ অধ্যায় **অনুপযোগী সাক্ষ্য গ্রহণ এবং নাকচ**		
১৭৯	১৬৭	অনুপযোগী সাক্ষ্য গ্রহণ বা নাকচের কারণে নূতন বিচার হইবে না
১৮০	নূতন সংযোজন	রহিতকরণ ও হেফাজত

সাক্ষ্য আইন, ২০২৪

(২০২৪ সনের--- নম্বর আইন)

(খসড়া)

যেহেতু ন্যায় বিচার নিশ্চিত করিবার জন্য নূতন সাক্ষ্য আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু The Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) রহিতক্রমে এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ-

প্রথম ভাগ

ঘটনাবলির প্রাসঙ্গিকতা

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন সাক্ষ্য আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সকল আদালতের কার্যক্রমে প্রযোজ্য হইবে; তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সম্পূর্নভাবে প্রযোজ্য হইবে না ঃ

ক) সালিশী কার্যক্রম ;

খ) আদালতে বা কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত কোনো এফিডেভিট ;

গ) The Army Act, 1952, The Naval Discipline Ordinance, 1961 অথবা The Air Force Act, 1953 এর আওতায় গঠিত Courts-Martial এর কার্যক্রম।

(৩) এই আইন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের..... মাসের ১লা তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। এই আইনে নিম্নলিখিত শব্দ ও অভিব্যক্তিগুলি বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইবে ঃ

অনুমানযোগ্য **(may presume)**

(১) “অনুমানযোগ্য” অর্থ এই আইনের আওতায় আদালত কোনো একটি ঘটনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত হিসেবে অনুমান করিতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত না হয়, অথবা ঘটনাটি প্রমাণের জন্য আহ্বান জানাইতে পারে।

অপ্রমাণিত ঘটনা **(fact not proved)**

(২) "অপ্রমাণিত ঘটনা" অর্থ যে ক্ষেত্রে উপস্থাপিত সকল তথ্য-উপাত্ত বিবেচনা করিয়া আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ঘটনাটি সত্য বা অসত্য কোনোটাই প্রমাণিত হয় নাই।

অস্তিত্বহীন ঘটনা **(fact disproved)**

(৩) " অস্তিত্বহীন ঘটনা" অর্থ যখন –

(ক) উপস্থাপিত সকল তথ্য-উপাত্ত বিবেচনা করিয়া আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অস্তিত্ব নাই বলিয়া বিশ্বাস করে, অথবা

(খ) একজন সাধারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে কোনো ঘটনাকে অস্তিত্বহীন হিসেবে অনুমান করিয়া যেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিত, আদালত উক্ত ঘটনার অস্তিত্বহীনতাকে সম্ভাব্য বিবেচনা করিয়া সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

আদালত

(৪) "আদালত" বলিতে সকল বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট ও সাক্ষ্য গ্রহণে আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবেন ; তবে কোনো সালিশকারী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

আবশ্যিকভাবে অনুমানযোগ্য **(shall presume)**

(৫) "আবশ্যিকভাবে অনুমানযোগ্য" অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি আদালতের নিকট অসত্য বলিয়া প্রমাণিত না হয়, আদালত এই আইনের আলোকে উক্ত ঘটনা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত বলিয়া গণ্য করিবে।

ঘটনা

(৬) "ঘটনা" অর্থ –

(ক) যাহা দর্শনযোগ্য, শ্রবণযোগ্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

(খ) এইরূপ কোনো মানসিক অবস্থা, যাহা সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তি সচেতন।

উদাহরণসমূহ –

ক) কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে কতক বস্তু বা জিনিস কোনো নির্দিষ্ট বিন্যাসে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে, ইহা একটি ঘটনা ;

(খ) কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, ইহা একটি ঘটনা ;

(গ) কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কিছু বলিয়াছে, ইহা একটি ঘটনা ;

(ঘ) কোনো ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট মত পোষণ করে, কোনো অভিপ্রায় পোষণ করে, সরল বিশ্বাসে বা প্রতারণামূলকভাবে কোনো কার্য সম্পাদন করে, অথবা বিশেষ কোনো শব্দ নির্দিষ্ট কোনো অর্থে ব্যবহার করে, অথবা সুনির্দিষ্ট বিশেষ কোনো এক সময়ে কোনো বিশেষ অনুভূতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল বা আছে, ইহা একটি ঘটনা ;

(ঙ) কোনো ব্যক্তির কোনো বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে, ইহা একটি ঘটনা।

চূড়ান্ত প্রমাণ (conclusive proof)

(৭) "চূড়ান্ত প্রমাণ" অর্থ যেইক্ষেত্রে এই আইন দ্বারা একটি ঘটনা অপর একটি ঘটনার চূড়ান্ত প্রমাণরূপে ঘোষিত হয়, সেই ক্ষেত্রে একটি ঘটনা প্রমাণিত হইলে আদালত অপর ঘটনাটিও প্রমাণিত বলিয়া গণ্য করিবে, এবং যতক্ষণ না ঘটনাটি অপ্রমাণিত করিবার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা হইতেছে।

উদাহরণ –

বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন সময় যে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে আদালত সাধারণভাবে বৈধ হিসেবে গ্রহণ করিবে, তবে, যেইক্ষেত্রে উপযুক্ত সাক্ষ্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে যে শিশুটি গর্ভস্থ হইবার সময় সংশ্লিষ্ট স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অভিগমন হইবার কোনোরূপ সম্ভাবনা ছিল না, সেইক্ষেত্রে উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি বাতিল হইবে।

ডিজিটাল

(৮) "ডিজিটাল" অর্থ যুগ্ম-সংখ্যা (০ ও ১/বাইনারি) বা ডিজিট ভিত্তিক কার্য পদ্ধতি, এবং এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ইলেকট্রিক্যাল, ডিজিটাল ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল, বায়োমেট্রিক, ইলেকট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রোমেকানিক্যাল, ওয়্যারলেস বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক টেকনোলজিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। [সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৯ নং আইন) দ্রষ্টব্য]

ডিজিটাল ডিভাইস

(৯) "ডিজিটাল ডিভাইস" অর্থ কোনো ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যাহা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপালস ব্যবহার করিয়া যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে, এবং কোনো ডিজিটাল বা কম্পিউটার ডিভাইস সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত, এবং সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চিতি, ডিজিটাল ডিভাইস সফটওয়্যার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। [সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৯ নং আইন) দ্রষ্টব্য]

ডিজিটাল রেকর্ড বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড

(১০) "ডিজিটাল রেকর্ড" বা "ইলেকট্রনিক রেকর্ড" অর্থ ডিজিটাল ম্যাগনেটিক বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক টেকনোলজি, অপটিক্যাল, বায়োমেট্রিক, ইলেকট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রোমেকানিক্যাল, কম্পিউটার স্মৃতি, মাইক্রো ফিল্মে উৎপন্ন, প্রস্তুতকৃত, প্রেরিত, গৃহীত বা সংরক্ষিত কোনো রেকর্ড বা তথ্য, অডিও, ভিডিও, ডিজিটাল বহুমূখী ডিস্ক বা ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক (ডিভিডি) সহ কম্পিউটারের মাধ্যমে উৎপন্ন মাইক্রোফিচ, ক্লোজড্ সার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি) রেকর্ড, ড্রোন তথ্য, সেলফোন, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার বা সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৯ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অন্য যেকোনো ডিজিটাল ডিভাইসের রেকর্ড বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) - এ সংজ্ঞায়িত ইলেকট্রনিক রেকর্ডও ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবে।

ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর (digital or electronic signature)

(১১) "ডিজিটাল স্বাক্ষর" বা "ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর" অর্থ ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক আকারে কোনো উপাত্ত, যাহা-

(ক) অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক উপাত্তের সহিত সরাসরি বা যৌক্তিকভাবে সংযুক্ত ; এবং

(খ) কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের প্রমাণিকরণ নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণক্রমে সম্পন্ন হয়-

(অ) যাহা স্বাক্ষরদাতার সহিত অনন্যরূপে সংযুক্ত হয় ;

(আ) যাহা স্বাক্ষরদাতাকে সনাক্তকরণে সক্ষম হয় ;

(ই) স্বাক্ষরদাতার নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এমন নিরাপদ পন্থায় যাহার সৃষ্টি হয় ; এবং

(ঈ) সংযুক্ত উপাত্তের সহিত উহা এইরূপভাবে সম্পর্কিত যে, পরবর্তীতে উক্ত উপাত্তে কোনো পরিবর্তন সনাক্তকরণে যাহা সক্ষম হয়।

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট **(digital signature certificate)**

(১২) "ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট" অর্থ সার্টিফিকেটের জন্য তালিকাভুক্ত আবেদনকারী গ্রাহকের নির্ধারিত ফিস্‌সহ নির্ধারিত ফরমে করা আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনকারী গ্রাহকের পরিচয়পত্রসহ প্রদত্ত সকল তথ্য যাচাই বাছাইপূর্বক সকল অনুসরণীয় রীতি ও পদ্ধতি প্রতিপালন করিয়া সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো সম্ভাব্য গ্রাহককে ইলেকট্রনিক উপায়ে ইস্যুকৃত সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে।

দলিল

(১৩) "দলিল" অর্থ ডিজিটাল রেকর্ড অথবা কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোনো বস্তুর উপর অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের সাহায্যে অথবা উক্ত পন্থাসমূহের এক বা একাধিক উপায়ে ব্যক্ত, প্রকাশিত বা বর্ণিত কোনো বিষয়, যাহা উক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অভিপ্রেত অথবা ব্যবহৃত হইতে পারে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) অডিও, ভিডিও, ডিজিটাল নথিসমূহ, যেকোনো ধরনের ডিজিটাল উপাত্ত, কম্পিউটার কার্যক্রম, শব্দ বা চিত্র ধারণকারী যেকোনো ধরনের ডিস্ক বা টেপ ও অপর যেকোনো প্রকার উপাত্ত ধারক, ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও ডিজিটাল মাধ্যমে কৃত যোগাযোগ ;

(খ) কোনো লিখন একটি দলিল ;

(গ) মুদ্রিত, লিথোগ্রাফকৃত বা আলোকচিত্রিত শব্দসমূহের মাধ্যমে লিখন একটি দলিল ;

(ঘ) কোনো মানচিত্র বা নকশা একটি দলিল,

(ঙ) কোনো ধাতু বা প্রস্তর খণ্ডের উপর খোদাইকৃত কোনো কিছু একটি দলিল ;

(চ) কোনো ব্যঙ্গচিত্র একটি দলিল ।

দোষ স্বীকারোক্তি **(confession)**

(১৪) "দোষ স্বীকারোক্তি" অর্থ একজন অভিযুক্ত কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলিয়া স্বীকার করাকে বুঝাইবে।

নিয়ন্ত্রক **(controller)**

(১৫) "নিয়ন্ত্রক" অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নম্বর আইন) এর ১৮ ধারার (১) উপ-ধারায় বর্ণিত নিয়ন্ত্রক বা উপ-নিয়ন্ত্রক বা সহকারি নিয়ন্ত্রককে বুঝাইবে।

প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ **(certifying authority)**

(১৬) "প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকারি গেজেটে এবং তদতিরিক্ত ঐচ্ছিকভাবে ইলেকট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন নিয়ন্ত্রক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রককে বুঝাইবে।

প্রমাণিত ঘটনা **(fact proved)**

(১৭) "প্রমাণিত ঘটনা" অর্থ কোনো ঘটনা তখনই প্রমাণিত ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে, যখন উপস্থাপিত সকল তথ্য-উপাত্ত বিচার বিবেচনা করিয়া আদালত উক্ত ঘটনার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, অথবা উক্ত ঘটনার অস্তিত্ব এমনভাবে সম্ভাব্য, যাহা যে কোনো সাধারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে ঘটনাটির অস্তিত্ব রহিয়াছে বলিয়া যেভাবে অনুমান করিতে পারে, আদালত সেইরূপভাবেই অনুমান করতঃ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে।

পাবলিক কী **(public key)**

(১৮) "পাবলিক কী (public key)" অর্থ জোড়া কী (key pair) এর অন্তর্ভুক্ত এইরূপ কী (key) যাহা ডিজিটাল স্বাক্ষর যাচাই করিতে ব্যবহৃত হয় এবং যাহা ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের তালিকাভুক্ত।

প্রাকধারনা বা সম্ভাব্যতা **(presumption)**

(১৯) "প্রাকধারণা বা সম্ভাব্যতা" অর্থ আদালত কর্তৃক কোনো ঘটনাকে সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করাকে বুঝাইবে।

প্রাসঙ্গিক

(২০) "প্রাসঙ্গিক" অর্থ একটি ঘটনা অপর কোনো ঘটনাকে এইরূপভাবে নির্দেশ করে বা উল্লেখ করে যখন অত্র আইনের বিধানাবলিতে উল্লেখকৃত পদ্ধতি বা উপায়সমূহের মধ্যে যে কোনো একটি পদ্ধতি বা উপায়ে একটি ঘটনা অন্য একটি ঘটনার সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়।

বিচার্য বিষয়

(২১) "বিচার্য বিষয়" বলিতে এমন কোনো ঘটনা বুঝাইবে ও অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহা স্বয়ং বা অন্য কোনো ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া কোনো মোকদ্দমা বা বৈচারিক কার্যক্রমে কোনো অধিকার, দায় বা অক্ষমতার প্রকৃতি বা পরিধি, অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা আবশ্যিকভাবে বর্ণনা বা অস্বীকার করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা –

দেওয়ানি কার্যবিধি সম্পর্কিত প্রচলিত কোনো আইনের বিধান অনুসারে যখন কোন আদালত কোনো ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে, তখন অনুরূপ প্রশ্নের প্রতিউত্তরে যে ঘটনা সমর্থন বা অস্বীকার করা হইয়া থাকে, তাহা বিচার্য বিষয়।

উদাহরণ –

'খ' কে হত্যার অভিযোগে 'ক' অভিযুক্ত। তাহার বিচারকালে নিম্নোক্ত ঘটনাবলি বিচার্য বিষয়ভুক্ত হইতে পারে ;

'খ' এর মৃত্যু 'ক' ঘটাইয়াছে ;

'খ' এর মৃত্যু ঘটাইবার ইচ্ছা 'ক' পোষণ করিয়াছিল ;

'খ' এর নিকট হইতে গুরুতর এবং আকস্মিক উস্কানি 'ক' পাইয়াছিল ;

‘ক’ এর যে কার্যের দ্বারা ‘খ’ এর মৃত্যু ঘটিয়াছিল সেই সময় মানসিক বিকারগ্রস্ত থাকার দরুন ‘ক’ উহার প্রকৃতি ও পরিণতি উপলব্ধি করিতে অক্ষম ছিল।

বৈচারিক অবগতি(**judicial notice)**

(২২) “বৈচারিক অবগতি” অর্থ আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিক প্রমাণ ব্যতিরেকে কোনো তথ্য প্রমাণিত বলিয়া গ্রহণ করাকে বুঝাইবে।

শপথ (**oath**)

(২৩) “শপথ” বলিতে The General Clauses Act, 1897 (Act No. X of 1897) এর ৩ ধারার (৩৬) উপ-ধারায় বর্ণিত শপথকে বুঝাইবে।

সাক্ষ্য

(২৪) “সাক্ষ্য” অর্থ সাধারণভাবে বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কিত এইরূপ কোনো ঘটনা বা কোনো বর্ণনা, যাহা তথ্য-উপাত্ত বা কোনো তথ্যের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা প্রমাণের জন্য আদালত কর্তৃক আইনের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং যাহা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ

(১) আদালতের অনুমতিক্রমে বা নির্দেশক্রমে আদালতের সম্মুখে সাক্ষীগণ প্রদত্ত সকল বক্তব্য বা “মৌখিক সাক্ষ্য”;

(২) বিরোধীয় বিষয় প্রমাণের জন্য ইলেকট্রনিক তথ্য উপাত্তসহ (electronic records) আদালতের পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপিত সকল দলিল বা “দালিলিক সাক্ষ্য”;

(৩) কোনো বিরোধীয় বিষয় প্রমাণের জন্য আদালতে উপস্থাপিত বা প্রদর্শিত সকল বস্তু বা “বস্তুগত সাক্ষ্য”;

(৪) রক্ত, বীর্য, চুল সম্পর্কিত সকল বস্তু বা উপাদান, শরীরের সকল অংশ বা উপাদান, অঙ্গ বা অঙ্গের অংশ, ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (deoxyribonucleic acid - DNA), আংগুলের ছাপ, তালুর ছাপ, চোখের আইরিসের ছাপ (iris impression) এবং পায়ের পাতার চিহ্ন বা অনুরূপ অন্য কোনো উপাদান বা বস্তু যাহা-

(ক) কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে মর্মে প্রতিষ্ঠা করে বা কোনো অপরাধ এবং উহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে বা কোনো অপরাধ এবং উহার সংঘটনকারীকে নির্দেশ করে বা তাহাদের মধ্যে সংযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন করে ; এবং

(খ) একটি ঘটনা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করে ;

অত্র দফায় উল্লিখিত উক্তরূপ উপাদান বা বস্তুসমূহ “শারীরিক বা ফরেনসিক সাক্ষ্য”।

উদাহরণসমূহ –

(ক) ‘ক’ ও ‘খ’ দুই যুবকের বিরুদ্ধে ‘গ’ কে হত্যার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ‘গ’ নিখোঁজ হইবার পূর্বে ‘ক’ ও ‘খ’ তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা একত্রেই ছিল। ‘গ’ নিখোঁজ হইবার কিছু সময় পরেই ‘গ’ এর লাশ পাওয়া যায়। ‘গ’ কে হত্যার অভিযোগ প্রমাণের ক্ষেত্রে ‘ক’ ও ‘খ’ কর্তৃক ‘গ’ (victim)

কে ডাকিয়া লওয়া এবং নিখোঁজ হইবার অব্যবহিত পূর্বে তাহাদের একত্রে দেখিতে পাইবার ঘটনা আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(খ) 'ঘ' কে ধারালো অস্ত্রের আঘাত দ্বারা হত্যার অভিযোগে 'ক', 'খ' ও 'গ' অভিযুক্ত। মামলার বিচার চলাকালে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত 'ঘ' এর পিতা 'ঙ', মাতা 'চ' ও বোন 'ছ' মামলাটিতে সাক্ষ্য প্রদান করে। জেরা করিয়া তাহাদের নিজেদের বা পরস্পরের সাক্ষ্যে কোনো অসঙ্গতি উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয় নাই। এইক্ষেত্রে কেবল 'ঘ' এর সহিত 'ঙ', 'চ' ও 'ছ' এর আত্মীয়তা থাকিবার কারণে তাহাদের সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করা যাইবে না।

(গ) 'ঘ' কে হত্যার অভিযোগে 'ক', 'খ' ও 'গ' অভিযুক্ত। ঘটনার অব্যবহিত পরে 'ক' একটি গ্রাম্য শালিসে স্বীকার করে যে, 'খ' ও 'গ' ধারালো অস্ত্রের আঘাত দ্বারা 'ঘ' এর মৃত্যু ঘটাইয়াছে। 'ক' এর প্রদত্ত উক্ত অলিখিত বিচার-বহির্ভূত দোষ স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(ঘ) 'ক' একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত। 'ক' নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিতে "The Code of Criminal Precedure, 1898" এর ৩৪২ ধারায় প্রদত্ত তাহার বক্তব্যের সহিত কিছু কাগজাদি দাখিল করে। কাগজাদিসহ "The Code of Criminal Precedure, 1898" এর ৩৪২ ধারায় প্রদত্ত এইরূপ বক্তব্য সাক্ষ্য আইনের ২ ধারার সংজ্ঞামতে সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য না হইলেও এইরূপ বক্তব্য অন্যান্য সাক্ষ্য ও পারিপার্শ্বিকতার সহিত আদালত বিবেচনা করিতে পারিবে।

(ঙ) একটি ফৌজদারি মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী 'ক' ইতালিতে অবস্থান করে। উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য ভিডিও কনফারেন্স (video conference) এর মাধ্যমে গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ আবেদন করিলে তাহা আদালত পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে মঞ্জুর করিতে পারে।

(চ) নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী 'ক', বিজয়ী প্রার্থী 'খ' এর বিরুদ্ধে অসাধু পন্থার মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভের অভিযোগে নির্বাচন বাতিলের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করে। সাক্ষ্য গ্রহণকালে নির্বাচনের আগে ভোটারদের শাড়ি ও অর্থ বিতরণ করা হইয়াছে মর্মে একটি ভিডিও সিডি (CD) আদালতে উপস্থাপিত হয়। উক্ত ভিডিও সিডি (CD) সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘটনাসমূহের প্রাসঙ্গিকতা

যে সকল ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা যাইবে

বিচার্য বিষয় ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য উপস্থাপন

৩। অত্র আইনে বর্ণিত কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি কার্যধারায় প্রয়োজনীয় সকল বিচার্য বিষয় ও প্রাসঙ্গিক ঘটনার অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে, অন্য কোনো বিষয়ে নহে।

ব্যাখ্যা –

The Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) সংক্রান্তে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধান অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ঘটনার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানে অযোগ্য হইয়া থাকে, তবে এই ধারা তাহাকে সাক্ষ্য প্রদানের অধিকারী করিবে না।

উদাহরণসমূহ –

(ক) মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে লাঠির আঘাতে 'খ' কে হত্যা করিবার দায়ে 'ক' এর বিচার হয়।

'ক' এর বিচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য ঘটনাবলির সহিত নিম্নলিখিত ঘটনাসমূহ বিচার্য বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

'ক' লাঠি দ্বারা 'খ' কে আঘাত করিয়াছিল কিনা ;

'ক' এর উক্ত আঘাতের কারণে 'খ' এর মৃত্যু ঘটিয়াছিল কিনা ;

'খ' এর মৃত্যু ঘটাইবার জন্য 'ক' এর অভিপ্রায় (mens rea) ছিল কিনা।

(খ) একজন মোকদ্দমা দায়েরকারী যে মুচলেকার (bond) উপর নির্ভর করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করে উক্ত মুচলেকাটি প্রথম শুনানিতে দাখিলের জন্য প্রস্তুত রাখিলেও তাহা আদালতে লইয়া আসে নাই। উহা উপস্থাপন করা সম্পর্কে The Code of Civil Precedure এ যেরূপ বিধান নির্ধারিত রহিয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্য কোনো পন্থায় অত্র ধারা তাহাকে মোকদ্দমার পরবর্তী কোনো পর্যায়ে উক্ত মুচলেকা দাখিল বা উহার কোনো বিষয়বস্তু প্রমাণের অধিকারী করিবে না।

(গ) 'ক' কে হত্যার অভিযোগে তাহার স্বামী 'খ' অভিযুক্ত। মৃত্যু যে রাত্রে ঘটিয়াছিল সেই রাত্রিতে 'ক' ও 'খ' তাহাদের শয়নকক্ষে একত্রে রাত্রিযাপন করিয়াছিল এবং প্রত্যুষে উক্ত শয়নকক্ষে 'ক' কে মৃত পাওয়া গিয়াছিল, এই ঘটনাসমূহ মামলাটিতে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় উহা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা যাইবে।

(ঘ) 'ক' কে হত্যার অভিযোগে 'খ' ও 'গ' অভিযুক্ত। 'ক' এর লাশ পাইবার অব্যবহিত পূর্বে 'খ' ও 'গ', 'ক' কে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা একত্রেই ছিল । 'খ' ও 'গ' এর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ প্রমাণের ক্ষেত্রে 'ক' কে তাহার নিখোঁজ হইবার পূর্বে 'খ' ও 'গ' কর্তৃক ডাকিয়া লওয়া এবং তাহাদের একত্রে দেখিতে পাইবার ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) ‘ক’ কে হত্যার অভিযোগে ‘খ’ ও ‘গ’ অভিযুক্ত। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা ঘটনার দিন বিকালে ‘ক’ কে ‘খ’ ও ‘গ’ কর্তৃক জোরপূর্বক লইয়া যাইতে দেখেন। পরবর্তীতে ঐ রাত্রিতেই ‘ক’ এর মৃতদেহ পাওয়া যায়। এইক্ষেত্রে ঘটনার দিন বিকালে ‘খ’ ও ‘গ’ কর্তৃক ‘ক’ কে জোরপূর্বক লইয়া যাইবার ঘটনা প্রাসঙ্গিক হওয়ায় উহা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা যাইবে।

(চ) ‘ক’ কে হত্যার অভিযোগে ‘খ’ ও ‘গ’ অভিযুক্ত। ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ‘ক’ এর লাশ পাওয়া যায়। ‘ক’ এর ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে হত্যাকান্ডটি সকাল ৯.০০ ঘটিকা হইতে ১১.০০ ঘটিকার মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকিতে পারে বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। ‘খ’ ও ‘গ’ কে ঘটনার দিন সকাল ৯.০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত চট্টগ্রামে তাহাদের চাকুরিস্থলে দেখা গিয়াছিল। এইক্ষেত্রে হত্যাকান্ডের সময় ‘খ’ ও ‘গ’ এর ঘটনাস্থল হইতে অন্যত্র থাকিবার ঘটনা প্রাসঙ্গিক হওয়ায় উহা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা যাইবে।

(ছ) ‘ক’ তাহার ভাইয়ের হত্যা মামলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলে যে আসামি ‘ত’ ও ‘থ’ তাহার সম্মুখে তাহার ভাইকে হত্যা করিয়াছে। ‘ক’ এবং অন্যান্যদের হইচই শুনিয়া ঘটনাস্থলে ‘ক’ এর পিতা ‘খ’ সহ তাহার অপর ভাই ‘গ’ এবং প্রতিবেশী ‘ঘ’ ও ‘ঙ’ উপস্থিত হইলে ‘ক’ তাহাদের নিকট আসামিরা যে তাহার ভাইকে হত্যা করিয়াছে সেই ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে বর্ণনা করে। ‘খ’, ‘গ’, ‘ঘ’ ও ‘ঙ’ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না হইলেও ঘটনার অব্যবহিত পরে ‘ক’ কর্তৃক তাহাদের নিকট বিবৃত ঘটনা এইক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় উহা সম্পর্কে তাহাদের সাক্ষ্য বিবেচনাযোগ্য হইবে।

একই কর্মকাণ্ডের অংশ বলিয়া বিবেচিত ঘটনাসমূহের প্রাসঙ্গিকতা

৪। যে ঘটনাসমূহ বিচার্য বিষয় নহে, কিন্তু কোনো বিচার্য ঘটনার সহিত এইরূপভাবে সম্পৃক্ত যে, ঐ ঘটনাগুলি যেন একই কার্যক্রমের অংশ, উক্ত ঘটনাবলি একই সময়ে ও একই স্থানে অথবা ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন স্থানে সংঘটিত হউক বা না হউক, সেই সকল ঘটনা প্রাসঙ্গিক।

উদাহরনসমূহ –

(ক) ‘খ’ কে প্রহার করিয়া হত্যার অপরাধে ‘ক’ অভিযুক্ত। প্রহারের সময় অথবা প্রহারের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে ‘ক’ অথবা ‘খ’ অথবা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যে যাহাই বলিয়া থাকুক বা করিয়া থাকুক, তাহা একই কর্মকাণ্ডের অংশ হওয়ায় প্রাসঙ্গিক।

(খ) একটি সশস্ত্র বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে ‘ক’ অভিযুক্ত হয়। উক্ত বিদ্রোহের ঘটনায় সম্পত্তি ধ্বংস হয়, সৈন্যবাহিনী আক্রান্ত হয় এবং জেলখানা ভাঙ্গিয়া উন্মুক্ত করা হয়। উক্ত ঘটনাসমূহের সর্বত্র ‘ক’ উপস্থিত না থাকিলেও একটি সাধারণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উক্ত সকল ঘটনাই প্রাসঙ্গিক।

(গ) ধারাবাহিক পত্রালাপের কোনো একটিতে মানহানিকর বক্তব্য থাকিবার অভিযোগে ‘খ’ এর বিরুদ্ধে ‘ক’ একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পক্ষগণের মধ্যে যে সকল পত্র বিনিময় হইয়াছে এবং যে পত্রগুলি একই ধারাবাহিক পত্রালাপের অংশ, সেই সকল পত্রই প্রাসঙ্গিক, যদিও উহার সবগুলিতে মানহানিকর বক্তব্য নাই।

(ঘ) প্রশ্ন এই যে, 'ক' এর নির্দেশনামতে 'খ' কতক মালামাল তাহাকে সরবরাহ করিয়াছিল কিনা। মালামালগুলি ধারাবাহিকভাবে কতিপয় মধ্যবর্তী ব্যক্তির মাধ্যমে তাহার নিকট সরবরাহ করা হইয়াছিল। এইক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সরবরাহই প্রাসঙ্গিক ।

যে সকল ঘটনা বিচার্য বিষয়ের উপলক্ষ, কারণ বা ফলাফল

৫। যে সকল ঘটনা-

(ক) কোনো প্রাসঙ্গিক ঘটনা অথবা বিচার্য বিষয়ের অব্যবহিত অথবা অন্যবিধ উপলক্ষ, কারণ বা ফলাফল, অথবা;

(খ) সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি সংঘটিত হইবার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে, অথবা;

(গ) উক্ত ঘটনাবলি সংঘটন বা সংব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে;

উক্ত ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণসমূহ –

(ক) প্রশ্ন এই যে, 'খ' এর অর্থ 'ক' লুণ্ঠন করিয়াছিল কিনা।

কথিত লুণ্ঠনের অব্যবহিত পূর্বে 'খ' কিছু অর্থসহ মেলায় গমন করিয়াছিল এবং তথায় সে প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাহার নিকট অর্থ থাকিবার কথা প্রকাশ করিয়াছিল অথবা প্রদর্শন করিয়াছিল, উক্ত ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(খ) প্রশ্ন এই যে, 'খ' কে 'ক' হত্যা করিয়াছিল কিনা।

হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হইবার স্থানে বা উহার সন্নিকটে ধস্তাধস্তির ফলে ভূমিতে সৃষ্ট দাগ, ছাপ ও অন্যান্য চিহ্নসমূহ প্রাসঙ্গিক ।

(গ) প্রশ্ন এই যে, 'খ' কে 'ক' বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল কিনা।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্বে 'খ' এর শারীরিক অবস্থা এবং 'খ' এর দৈনন্দিন পানাহারের অভ্যাস সম্পর্কে 'ক' অবগত থাকার কারণে বিষ প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছিল, উক্ত ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক।

উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি এবং পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আচরণ

৬। বিচার্য বিষয় বা প্রাসঙ্গিক ঘটনা ঘটাইবার উদ্দেশ্য বা প্রস্তুতি যে ঘটনা দ্বারা সৃষ্টি হয় বা যে ঘটনা হইতে প্রদর্শিত হয়, উহা প্রাসঙ্গিক।

কোনো মোকদ্দমা বা কার্যক্রমে উক্ত মোকদ্দমা বা কার্যক্রম সম্পর্কে অথবা উহার বিচার্য বিষয় বা প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা পক্ষগণ কিংবা তাহাদের প্রতিনিধির আচরণ এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ কোনো কার্যক্রমের বিষয়বস্তু, সেই ব্যক্তির আচরণ যদি কোনো বিচার্য বিষয় বা প্রাসঙ্গিক ঘটনাকে নির্দেশ করে বা প্রভাবিত করে কিংবা তাহার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবে সেইরূপ আচরণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্ববতী অথবা পরবর্তী যাহাই হউক না কেনো, তাহা প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা - ১

এই ধারায় বর্ণিত 'আচরণ' শব্দটি বক্তব্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে না, যদি না উক্ত বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট বক্তব্য ব্যতিরেকে অন্য কার্যক্রমসমূহকে সম্পৃক্ত করে এবং ব্যাখ্যা করে ; কিন্তু এই আইনের অন্য কোনো ধারার অন্তর্গত বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা এই ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হইবে না।

ব্যাখ্যা - ২

যখন কোনো ব্যক্তির আচরণ প্রাসঙ্গিক, তখন সেই ব্যক্তির নিকট প্রদত্ত বক্তব্য অথবা তাহার উপস্থিতিতে ও শ্রুতিগোচরে প্রদত্ত বক্তব্য, যাহা তাহার উক্ত আচরণকে প্রভাবিত করিয়া থাকে, তাহাও প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'খ' কে হত্যা করিবার দায়ে 'ক' এর বিচার হইতেছে।

'গ' কে 'ক' হত্যা করিয়াছিল, যাহা 'খ' জানিত এবং এই ঘটনা জনসম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়ার ভয় দেখাইয়া 'ক' এর নিকট হইতে 'খ' অর্থ আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এই ঘটনাগুলি প্রাসঙ্গিক।

(খ) একটি বন্ডের (bond) টাকা আদায় করিবার জন্য 'খ' এর বিরুদ্ধে 'ক' মোকদ্দমা দায়ের করে। 'খ' উক্ত বন্ড সম্পাদনের বিষয়টি অস্বীকার করে।

যে সময় বন্ডটি সম্পাদন করা হইয়াছিল বলিয়া দাবি করা হইয়াছে, সেই সময় বিশেষ কোন কারণবশত 'খ' এর অর্থের প্রয়োজন ছিল, এই ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক।

(গ) বিষ প্রয়োগে 'খ' কে হত্যার দায়ে 'ক' এর বিচার হইতেছে।

'খ' কে যে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল, অনুরূপ বিষ 'খ' এর মৃত্যুর পূর্বে 'ক' সংগ্রহ করিয়াছিল, উক্ত ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক ।

(ঘ) প্রশ্ন এই যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট দলিল 'ক' এর সম্পাদিত উইল (will) কিনা।

তর্কিত উইল সম্পাদনের অনতিকাল পূর্বে উক্ত উইলে বর্ণিত বিষয়বস্তুর শর্তাবলি সম্পর্কে 'ক' অনুসন্ধান করিয়াছিল, উইলটি প্রস্তুত করিবার জন্য আইনজীবীর সহিত পরামর্শ করিয়াছিল এবং উহার আরও কতকগুলি মুসাবিদা প্রস্তুত করাইয়াছিল যাহা সে অনুমোদন করে নাই, এই ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) 'ক' একটি অপরাধে অভিযুক্ত।

সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের পূর্বে বা সংঘটনের সময় বা সংঘটনের পরে 'ক' এইরূপ সাক্ষ্য উপস্থাপনের

পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল যাহাতে মামলার ঘটনাবলি তাহার নিজের পক্ষে যায়, বা সে সাক্ষ্য বিনষ্ট বা গোপন করে, বা আদালতে সম্ভাব্য সাক্ষীদের উপস্থিতি বাধাগ্রস্ত করে বা তাহাদের উপস্থিত না হওয়ার ব্যবস্থা করে, অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উৎকোচ প্রদান করে, এই ঘটনাবলি প্রাসঙ্গিক।

(চ) প্রশ্ন এই যে, 'খ' এর অর্থ বা অন্য কোন মূল্যবান দ্রব্য 'ক' ছিনতাই করিয়াছিল কিনা।

ছিনতাই হইবার পর 'ক' এর উপস্থিতিতে 'গ' বলিয়াছিল- "যে ব্যক্তি 'খ' এর দ্রব্যসামগ্রী ছিনতাই করিয়াছে, তাহার খোঁজে পুলিশ আসিতেছে," এবং ইহার অব্যবহিত পরেই 'ক' দৌড়াইয়া পলায়ন করে, এই ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক ।

(ছ) প্রশ্ন এই যে, 'খ' এর নিকট হইতে 'ক' ১০,০০০/- টাকা ধার লইয়াছিল কিনা।

'গ' এর নিকট 'ক' টাকা ধার চাহিলে, এবং 'ক' এর উপস্থিতি ও শ্রুতিগোচরে 'গ' কে 'ঘ' বলিল- " 'ক' কে বিশ্বাস না করিবার জন্য আমি তোমাকে পরামর্শ দিয়াছি, কারণ সে 'খ' এর নিকট ১০,০০০/- টাকা ঋণী"। 'ক' উক্ত বিষয়ের কোনো উত্তর প্রদান না করিয়াই চলিয়া গেল, এই ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক ।

(জ) প্রশ্ন এই যে, 'ক' কোনো অপরাধ করিয়াছিল কিনা।

অপরাধী সম্পর্কে অনুসন্ধান চলিতেছে মর্মে সতর্কতামূলক একটি পত্র পাইবার পর 'ক' আত্মগোপন করে, এই ঘটনাটি এবং উক্ত চিঠির বিষয়বস্তুসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) 'ক' একটি অপরাধে অভিযুক্ত।

তর্কিত অপরাধটি সংঘটিত হইবার পর 'ক' আত্মগোপন করিয়াছিল, বা অপরাধটির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তি বা উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাহার নিকটে ছিল, বা উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে এমন কোনো বস্তু সে গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এই ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(ঞ) প্রশ্ন এই যে, 'ক' ধর্ষিত হইয়াছিল কিনা।

তর্কিত ধর্ষণের অব্যবহিত পরে অপরাধটি সম্পর্কে 'ক' একটি অভিযোগ (complaint) দায়ের করে। যে পরিস্থিতিতে এবং যে বর্ণনায় অভিযোগটি করা হইয়াছিল, সেই ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক।

কোনো অভিযোগ দায়ের ব্যতিরেকেই 'ক' জানায় যে সে ধর্ষিত হইয়াছিল, ইহা এই ধারা অনুসারে 'আচরণ' হিসেবে প্রাসঙ্গিক না হইলেও ৩১ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে মৃত্যুকালীন ঘোষণা, অথবা ১৬৯ ধারা অনুসারে সমর্থনমূলক সাক্ষ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(ট) প্রশ্ন এই যে, 'ক' এর সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল কিনা।

তর্কিত লুণ্ঠনের অব্যবহিত পরেই অপরাধটি সম্পর্কে সে একটি অভিযোগ (complaint) দায়ের করে, যে পরিস্থিতিতে এবং যে বর্ণনায় অভিযোগটি করা হইয়াছিল, সেই ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক।

কোনো অভিযোগ দায়ের ব্যতিরেকেই সে জানায় যে সে লুণ্ঠনের শিকার হইয়াছিল, ইহা এই ধারা অনুসারে 'আচরণ' হিসেবে প্রাসঙ্গিক না হইলেও ৩১ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে মৃত্যুকালীন ঘোষণা, অথবা ১৭০ ধারা অনুসারে সমর্থনমূলক সাক্ষ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(ঠ) 'খ' কে হত্যার অভিযোগে 'ক' অভিযুক্ত।

'খ' এর স্ত্রী 'গ' এর সাথে 'ক' এর অবৈধ সম্পর্ক থাকায় 'খ' ও 'গ' এর মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের কারণে

‘গ’ ইতিপূর্বে ‘খ’ এর খাদ্যে বিষ মিশাইয়াছিল।

‘খ’ কে হত্যার উদ্দেশ্য প্রমাণ করিতে ‘ক’ এর প্রেমিকা ‘গ’ যে ইতিপূর্বে ‘খ’ এর খাদ্যে বিষ মিশাইয়াছিল, উক্ত ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক।

(ড) ‘ট’ ‘ঠ’ ও ‘ড’ তিনজন পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যার অভিযোগে ‘ক’ ‘খ’ ও ‘গ’ এর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের হয়। ঘটনার পূর্বে ‘ক’ ‘খ’ ও ‘গ’ একত্রিত হইয়া আলোচনা করিয়াছিল যে ‘চ’ তাহাদের জন্য বিপদজনক। তখন ‘ক’ জানায় যে তাহার নিকট চারটি বোমা রহিয়াছে এবং তাহারা ‘চ’ কে হত্যা করিবার জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারে। সেই মোতাবেক পরবর্তীতে ‘ক’ এর বাড়ি হইতে ‘খ’ বোমাসমূহ সংগ্রহ করিয়া তাহা ‘চ’ কে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলে ‘চ’ আহত হয় এবং ঘটনাস্থলেই ‘ট’ ‘ঠ’ ও ‘ড’ নিহত হয়। এই ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক।

প্রাসঙ্গিক ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা বা পরিচিতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

৭। নিম্নলিখিত ঘটনাসমূহের যতখানি আবশ্যক, ততখানিই প্রাসঙ্গিক-

(ক) কোনো বিচার্য বিষয় অথবা প্রাসঙ্গিক ঘটনা ব্যাখ্যা অথবা পরিচিতির জন্য যাহা আবশ্যক ; অথবা

(খ) যাহা বিচার্য বিষয় বা প্রাসঙ্গিক ঘটনার প্রস্তাবিত অনুসিদ্ধান্তকে সমর্থন বা খণ্ডন করে ; অথবা

(গ) যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত করে যাহার পরিচিতি প্রাসঙ্গিক ; অথবা

(ঘ) যে বিচার্য বিষয় অথবা প্রাসঙ্গিক ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সময় বা ঘটনাস্থলকে নির্দিষ্ট করিয়া দেয় ; অথবা

(ঙ) যাহাদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছে সেই সকল পক্ষের সম্পর্ককে প্রকাশ করে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) প্রশ্ন এই যে, সংশ্লিষ্ট দলিলটি ‘ক’ এর সম্পাদিত উইল (will) কিনা।

তর্কিত উইলটি সম্পাদনের তারিখে ‘ক’ এর সম্পত্তি ও তাহার পারিবারিক অবস্থা প্রাসঙ্গিক ঘটনা হইতে পারে।

(খ) লিখিত নিন্দামূলক বক্তব্য (libel) দ্বারা ‘ক’ এর প্রতি অসম্মানজনক আচরণ প্রকাশ করিবার কারণে ‘খ’ এর বিরুদ্ধে ‘ক’ একটি মানহানির মামলা দায়ের করে। ‘খ’ নিশ্চিত করে যে তর্কিত নিন্দামূলক বক্তব্যের বিষয়বস্তু সত্য।

লিখিত নিন্দামূলক বক্তব্যটি প্রকাশকালে পক্ষগণের অবস্থান ও সম্পর্ক বিচার্য বিষয়ের পরিচায়ক হিসেবে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যকার কোনো বিরোধের বিবরণ তর্কিত নিন্দামূলক বক্তব্যটির সহিত সম্পর্কহীন হইলে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে, তবে বিরোধের ফলে যদি ‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যকার সম্পর্ক প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে ইহা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

(গ) কোনো একটি অপরাধের দায়ে ‘ক’ অভিযুক্ত।

অপরাধটি সংঘটিত হইবার অব্যবহিত পরেই নিজ গৃহ হইতে ‘ক’ এর পলাতক হইবার ঘটনাটি তাহার

পরবর্তী আচরণ হিসেবে এবং উহা বিচার্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবার কারণে ৬ ধারার আওতায় প্রাসঙ্গিক।

যে সময় ‘ক’ গৃহ হইতে উক্ত স্থানে গমন করে সে স্থানে তখন তাহার আকস্মিক ও জরুরি কাজ ছিল, ইহা তাহার গৃহ হইতে হঠাৎ প্রস্থানের ব্যাখ্যা হিসেবে প্রাসঙ্গিক।

যে কাজ উপলক্ষে সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়াছিল উহার বিস্তারিত বিবরণ প্রাসঙ্গিক নহে, তবে কার্যটি যে আকস্মিক ও জরুরি ছিল তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য যতটুকু বিবরণ প্রয়োজন তাহা প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) ‘ক’ এর সহিত ‘গ’ এর চাকুরি সংক্রান্ত চুক্তি ভঙ্গের প্ররোচনার অভিযোগে ‘খ’ এর বিরুদ্ধে ‘ক’ একটি দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়ের করে। চাকুরি হইতে ইস্তফা প্রদান করিবার সময় ‘গ’ তাহাকে জানায়,“ ‘খ’ আমাকে একটি আকর্ষণীয় চাকুরির প্রস্তাব প্রদান করায় আমি আপনার চাকুরি হইতে ইস্তফা প্রদান করিতেছি।”

‘গ’ এর এই বক্তব্য তাহার আচরণের ব্যাখ্যা হিসেবে প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) চুরির দায়ে অভিযুক্ত ‘ক’ কে চোরাই মাল ‘খ’ কে প্রদান করিতে দেখা যায়, ‘খ’ উহা ‘ক’ এর স্ত্রীকে হস্তান্তর করে। হস্তান্তরকালে ‘খ’ বলে, “ ‘ক’ উহা আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে বলিয়াছে।” চোরাই মালামাল লেনদেন কার্যের একটি অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে ‘খ’ এর উক্ত বক্তব্য প্রাসঙ্গিক।

(চ) ‘ক’ এর বিরুদ্ধে দাঙ্গা সংঘটনের অভিযোগ বিচারাধীন এবং তাহার বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খল জনতার মিছিলের অগ্রভাগে থাকিবার বিষয়টি প্রমাণিত। উচ্ছৃঙ্খল জনতার চিৎকার ধ্বনি দাঙ্গাটির প্রকৃতির ব্যাখ্যা হিসেবে প্রাসঙ্গিক।

অভিন্ন অভিসন্ধি প্রসঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীগণের পূর্বতন বক্তব্য বা কর্মকাণ্ড

৮। যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে কোনো অপরাধ সংঘটন করিবার বা নালিশযোগ্য ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যে কোনো একজন উক্ত অভিপ্রায় সর্বপ্রথম পোষণ করিবার পরবর্তীকালে উক্ত অভিন্ন অভিপ্রায় সম্পর্কে তাহাদের যে কোনো একজন যাহা কিছু বলিয়াছিল, করিয়াছিল বা লিখিয়াছিল, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য বা বিশ্বাস করা যায় এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির অভিন্ন অভিপ্রায় হিসেবে তাহা প্রাসঙ্গিক এবং ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে ও উক্ত ব্যক্তিগণ যে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী ছিল তাহা প্রমাণের জন্যও প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণসমূহ –

(ক) ‘ক’ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে ‘খ’ ইউরোপ হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিল, অনুরূপ উদ্দেশ্যে ‘গ’ চট্টগ্রাম হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল, ষড়যন্ত্রে যোগদানের জন্য ‘ঘ’ খুলনায় লোকজনকে উৎসাহিত করিয়াছিল, ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করিয়া ‘ঙ’ পাবনায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিল, ‘গ’ যে অর্থ চট্টগ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা ‘চ’ ঢাকা হইতে কাবুলে অবস্থানরত ‘ছ’ এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল এবং ‘জ’ কর্তৃক প্রেরিত পত্রে ষড়যন্ত্রের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছিল, এইরূপ প্রত্যেকটি ঘটনাই ষড়যন্ত্রের

অস্তিত্ব এবং উহার সহিত 'ক' এর সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক হইবে ; যদিও 'ক' উক্ত সকল ঘটনা সম্পর্কে হয়তোবা সম্যক জ্ঞাত ছিল না এবং ঐ সকল ঘটনা সংঘটনকারীগণ তাহার অপরিচিত ছিল এবং যদিও ঐ সকল ঘটনা তাহার ষড়যন্ত্রে যোগদান করিবার পূর্বে অথবা উক্ত ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ করিবার পরে সংঘটিত হইয়াছিল - ইহার প্রত্যেকটি ঘটনাই প্রাসঙ্গিক।

(খ) 'চ' কে হত্যার অভিযোগে 'ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' সহ অজ্ঞাতনামা আসামিরা অভিযুক্ত।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে,

'খ' ও 'গ' এর সহিত 'চ' এর জমি লইয়া পূর্ব বিরোধ ছিল;

'গ' এর বাড়িতে 'ক', 'খ' ও 'গ' এর উপস্থিতিতে 'চ' কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়;

'খ' ও 'গ', 'চ' কে হত্যার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে অপর একজন পেশাদার খুনিকে ভাড়া করিয়াছিল;

'ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' ঘটনার আগের দিন 'গ' এর জীপ গাড়িতে করিয়া 'চ' এর গ্রামে গিয়াছিল।

'ক' একটি দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করিয়া উক্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করে এবং আরো জানায় যে, ঘটনার দিন 'ঘ' গুলি করিয়া 'চ' কে হত্যা করে, তৎপর 'ক' এর উপস্থিতিতে তাহা 'খ' কে জানাইলে 'খ' তৎক্ষণাৎ 'গ' কে অবগত করে যে, পরিকল্পনা মোতাবেক 'চ' কে হত্যা করা হইয়াছে।

এই সকল ঘটনা 'চ' কে হত্যার উদ্দেশ্যে 'ক', 'খ' ও 'গ' ষড়যন্ত্র করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারন প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায়, 'গ' স্বয়ং কোনো দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান না করিলেও 'ক' এর প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি তাহাদের অভিন্ন অভিপ্রায় প্রমাণের জন্য এবং 'গ' যে উক্ত ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী ছিল তাহা প্রমাণের জন্য প্রাসঙ্গিক হইবে।

(গ) একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী 'চ' কে হত্যার অভিযোগে 'ক', 'খ' ও 'গ' অভিযুক্ত। অভিযুক্ত 'খ' একটি দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করিয়া বলে যে, 'ক' প্রতিপক্ষ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং 'খ' ও 'গ' উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। ব্যবসায়িক প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া 'ক' এর নির্দেশে 'ক' সহ তাহারা তিনজন ইতিপূর্বে নির্দিষ্ট দুইটি তারিখে 'গ' এর মালিকানাধীন বহুল পরিচিত একটি হোটেলে একত্রিত হইয়া 'চ' কে হত্যার পরিকল্পনা করে। 'খ' সেই মোতাবেক 'চ' কে গুলি করিয়া হত্যা করে। উল্লেখ্য যে, 'চ' এর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সহিত 'ক' এর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছিল ; ইতিপূর্বে 'ক' এর লোকজন 'চ' কে হত্যার চেষ্টাও করিয়াছিল ; তাছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়িক ফোরামে 'ক' কে একাধিকবার 'চ' এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতে দেখা গিয়াছিল যাহা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল ; এই সকল পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি 'চ' কে হত্যার উদ্দেশ্যে 'ক', 'খ' ও 'গ' ষড়যন্ত্র করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায়, 'ক' নিজে কোনো দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান না করিলেও 'খ' এর প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি তাহাদের অভিন্ন অভিপ্রায় প্রমাণের জন্য এবং 'ক' যে উক্ত ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী ছিল তাহা প্রমাণের জন্য প্রাসঙ্গিক হইবে।

ঘটনাসমূহ অন্যভাবে প্রাসঙ্গিক না হইলেও যখন প্রাসঙ্গিক হয়

৯। ঘটনাসমূহ অন্যভাবে প্রাসঙ্গিক না হইলেও তাহা প্রাসঙ্গিক হয় -

(১) যদি সেই ঘটনাসমূহ কোনো বিচার্য বিষয় কিংবা প্রাসঙ্গিক ঘটনার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হয় ;

(২) যদি সেই ঘটনাগুলি স্বয়ং অথবা অন্য কোনো ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া কোনো বিচার্য বিষয় বা প্রাসঙ্গিক ঘটনার অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতাকে প্রবলভাবে সম্ভাব্য বা অসম্ভাব্য করিয়া তোলে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) প্রশ্ন এই যে, কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে 'ক' চট্টগ্রামে একটি অপরাধ সংঘটন করিয়াছিল কিনা।

উক্ত তারিখে 'ক' ঢাকায় ছিল, এই ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক।

যে সময় অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছিল উহার নিকটবর্তী সময়ে 'ক' ঘটনাস্থল হইতে এইরূপ দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করিতেছিল যে, তাহার পক্ষে উক্ত অপরাধ সংঘটন করা অসম্ভব না হইলেও প্রবলভাবে অসম্ভাব্য ছিল ; এই ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক।

(খ) প্রশ্ন এই যে, অপরাধটি 'ক' সংঘটন করিয়াছিল কিনা।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অবশ্যই 'ক', 'খ', 'গ' অথবা 'ঘ' এর মধ্যে যে কোনো একজন অপরাধটি সংঘটন করিয়াছিল। প্রতিটি ঘটনা বা তথ্য প্রতিভাত করে যে, অপরাধটি অন্য কাহারো দ্বারাই সংঘটন করা সম্ভব ছিল না এবং ইহা 'খ', 'গ' বা 'ঘ' এর দ্বারাও সংঘটিত হয় নাই, উক্ত ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক।

ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় যে ঘটনাবলি আদালতকে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে সহায়তা করে, তাহা প্রাসঙ্গিক

১০। ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয় এমন মোকদ্দমায় যে ঘটনাবলি আদালতকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে সহায়তা করিবে, উহা প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ –

একটি গোরু একটি সবজি বাগান নষ্ট করে। জমির মালিক ক্ষতিপূরণের জন্য একটি মামলা দায়ের করে। এখানে জমির আয়তন, কি কি সবজি, উহার বাজার দর ও শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে প্রাসঙ্গিক।

অধিকার বা প্রচলিত প্রথা সম্পর্কিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি

১১। যেখানে প্রশ্নটি কোনো অধিকার বা প্রচলিত প্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কিত, সেখানে নিম্নলিখিত ঘটনাবলি প্রাসঙ্গিক ঃ

ক) যে কোনো লেনদেন যাহার দ্বারা তর্কিত অধিকার বা প্রচলিত প্রথা সৃজিত, দাবিকৃত, সংশোধিত, স্বীকৃত, ঘোষিত বা অস্বীকৃত হইয়াছিল, বা যাহা উহার অস্তিত্বের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল ;

খ) নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত যাহাতে সেই অধিকার বা প্রচলিত প্রথা দাবি, স্বীকার বা প্রয়োগ করা হইয়াছিল, বা যাহাতে উহার প্রয়োগ বিতর্কিত, ঘোষিত বা বিচ্যুত হইয়াছিল।

উদাহরণসমূহ –

ক) চার বন্ধু এই শর্তে ঢাকায় একটি জমি খরিদ করে যে, বড় রাস্তায় আসা যাওয়ার সুবিধার্থে ক্রয়কৃত জমির একপাশে একটি ২০ (কুড়ি) ফুট চওড়া রাস্তা থাকিবে। তাহাদের জীবদ্দশায় এই বিষয়ে কোনো বিরোধ ছিল না। পরবর্তীতে এক বন্ধুর মৃত্যুর পর বড় রাস্তার লাগোয়া জমির মালিক উক্ত চলাচলের রাস্তার কিছুটা জমি দখল করিয়া উক্ত রাস্তাকে ১৫ (পনের) ফুটে সংকুচিত করিয়া ফেলে। ২০ ফুট রাস্তা ব্যবহারের অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবার প্রশ্নে উক্ত প্রতিটি ঘটনা প্রাসঙ্গিক।

খ) প্রশ্ন এই যে, একটি মৎস্যখামারে 'ক' এর অধিকার বিদ্যমান আছে কিনা।

উক্ত মৎস্যখামারটি দলিলমূলে 'ক' এর কোনো এক পূর্ব পুরুষের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছিল, 'ক' এর পিতা মৎস্যখামারটি বন্ধক প্রদান করিয়াছিল, উক্ত বন্ধকের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণভাবে তিনি মৎস্যখামারটি পরবর্তীতে অন্য একজনকে ভোগদখলের অনুমতিও প্রদান করিয়াছিল, এইরূপ দৃষ্টান্তও রহিয়াছে যে, 'ক' এর পিতা উক্ত মৎস্যখামারটির উপর তাহার নিজের অধিকার প্রয়োগ করিয়াছিল, অথবা তাহার প্রতিবেশীগণ তাহাকে উক্ত অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান করিয়াছিল ; এই সকল ঘটনা প্রাসঙ্গিক।

গ) 'ক' স্বত্ব ঘোষণার দাবিতে 'খ' এর বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। ইতিপূর্বে অপর একটি মোকদ্দমায় যেখানে 'খ' পক্ষ ছিল না, 'ক' একটি দলিল দাখিল করে যাহা দ্বারা 'ক' নালিশী ভূমিতে স্বত্ববান মর্মে আদালত ডিক্রি প্রদান করে। পূর্ববর্তী মোকদ্দমার রায় ও ডিক্রি এইক্ষেত্রে সাক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃত না হইলেও উক্ত মোকদ্দমায় দাখিলকৃত দলিল যাহা দ্বারা 'ক' এর স্বত্ব অর্জিত হইয়াছিল তাহা বর্তমান মোকদ্দমায় সাক্ষ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক হইবে।

মানসিক বা শারীরিক অবস্থা বা শারীরিক অনুভূতির অস্তিত্ব প্রদর্শনকারী ঘটনাসমূহ

১২। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিপ্রায়, ধারণা, সরল বিশ্বাস, অবহেলা, বেপরোয়া আচরণ, বিদ্বেষ বা প্রীতি ইত্যাদি মানসিক অবস্থার অস্তিত্ব প্রদর্শনকারী, অথবা কোনো শারীরিক অবস্থা বা শারীরিক অনুভূতির অস্তিত্ব প্রদর্শনকারী ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক, যখন উক্তরূপ কোনো মানসিক বা শারীরিক অবস্থা বা শারীরিক অনুভূতির অস্তিত্ব বিচার্য বিষয় বা প্রাসঙ্গিক হয়।

ব্যাখ্যা-১

কোনো মানসিক অবস্থার অস্তিত্ব প্রদর্শিত হওয়ার জন্য যখন কোনো ঘটনা প্রাসঙ্গিক হয়, তখন উক্ত মানসিক অবস্থার অস্তিত্ব সাধারণভাবে নহে বরং সুনির্দিষ্ট কোন বিচার্য বিষয় প্রসঙ্গে হইতে হইবে।

ব্যাখ্যা-২

কিন্তু যেক্ষেত্রে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারকালে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পূর্বে সংঘটিত কোনো অপরাধ এই ধারার মর্মার্থ অনুসারে প্রাসঙ্গিক হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পূর্বে দণ্ডিত হইবার ঘটনাটিও প্রাসঙ্গিক হইবে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' নিজের জ্ঞাতসারে চোরাই মাল গ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত হয়। ইহা প্রমাণিত যে, একটি নির্দিষ্ট চোরাই মাল তাহার দখলে ছিল।

ঐ একই সময় তাহার দখলে আরও অনেক চোরাই মাল ছিল, এই ঘটনা, তাহার দখলে থাকা সকল মালের প্রত্যেকটি চোরাইকৃত বলিয়া সে জ্ঞাত ছিল মর্মে প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক।

(খ) হস্তান্তরের সময় নিজের জ্ঞাতসারে অপর একজনকে প্রতারণামূলকভাবে জাল মুদ্রা হস্তান্তরের অপরাধে 'ক' অভিযুক্ত।

উক্ত হস্তান্তরের সময়ে তাহার দখলে আরও অনেক সংখ্যক জাল মুদ্রা ছিল, এই ঘটনা প্রাসঙ্গিক।

ইতিপূর্বে নিজের জ্ঞাতসারে জাল মুদ্রা আসল মুদ্রা বলিয়া অপর একজনকে হস্তান্তরের অপরাধে 'ক' দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিল, এই ঘটনা প্রাসঙ্গিক।

(গ) 'খ' জানিত যে তাহার কুকুরটি হিংস্র। কুকুরটি 'ক' এর ক্ষতি করিলে 'খ' এর বিরুদ্ধে 'ক' মোকদ্দমা দায়ের করে।

ইতিপূর্বে কুকুরটি 'গ', 'ঘ' ও 'ঙ' কে কামড় দিয়াছিল এবং তাহারা 'খ' এর নিকট নালিশ করিয়াছিল,

এই ঘটনাবলি প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) প্রশ্ন এই যে, একটি বিনিময় পত্র (bill of exchange) এর স্বীকৃতিদাতা (acceptor) 'ক', সংশ্লিষ্ট বিনিময়পত্রের প্রাপকের নাম যে ভুয়া তাহা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল কিনা।

ঘটনা এই যে, ইতিপূর্বে একই পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত আরো কিছু সংখ্যক বিল, প্রাপক প্রকৃত ব্যক্তি হইলে তাহার নিকট যে সময় আসিতে পারিত, সেই সময়ের পূর্বেই 'ক' স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিল, ইহা প্রাসঙ্গিক ঘটনা, কারণ এই ঘটনাসমূহ হইতে প্রতীয়মান হয়, প্রাপক যে একজন ভুয়া ব্যক্তি, তাহা 'ক' জ্ঞাত ছিল।

(ঙ) 'খ' এর সম্মানহানি করিবার অভিপ্রায়ে, অপবাদ প্রকাশের দায়ে মানহানির অভিযোগে 'ক' অভিযুক্ত।

'খ' এর সম্পর্কে 'ক' এর বিদ্বেষ প্রদর্শনমূলক ইতিপূর্বের প্রকাশনাসমূহ, তর্কিত প্রকাশনাটির মাধ্যমে 'খ' এর সম্মানহানি করিবার বিষয়টি 'ক' এর অভিপ্রায় প্রমাণে প্রাসঙ্গিক।

'ক' ও 'খ' এর মধ্যে কোনো পূর্ব বিরোধ ছিল না এবং অভিযোগকৃত বিষয়টি 'ক' যেইরূপভাবে শুনিয়াছিল সেইরূপভাবেই পুনরুক্তি করিয়াছিল, এই ঘটনাবলি, 'খ' এর সম্মানহানি করিবার অভিপ্রায় যে 'ক' এর ছিল না তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক।

(চ) 'খ' এর নিকট 'ক' প্রতারণামূলকভাবে 'গ' কে স্বচ্ছলরূপে উপস্থাপন করিবার কারণে 'খ' তাহাতে প্ররোচিত হইয়া 'গ' কে বিশ্বাস করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে, সংশ্লিষ্ট সময়ে 'গ' অস্বচ্ছল ছিল। 'খ' উক্ত অভিযোগে 'ক' এর বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা দায়ের করে।

‘ক’ যে সময় ‘গ’ কে স্বচ্ছল বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, সেই সময় তাহার প্রতিবেশীগণ এবং যাহাদের সহিত তাহার লেনদেন বা যোগাযোগ ছিল তাহারাও ‘গ’ কে স্বচ্ছল বলিয়া ধারণা করিত। উক্ত ঘটনাসমূহ, ‘ক’ যে সরল বিশ্বাসে ‘গ’ কে স্বচ্ছল বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক।

(ছ) ঠিকাদার ‘গ’ এর নির্দেশক্রমে ‘ক’ এর বাড়িতে ‘খ’ যে কার্য সম্পাদন করিয়াছিল তাহার পারিশ্রমিক দাবি করিয়া ‘ক’ এর বিরুদ্ধে ‘খ’ একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। ‘ক’ এর আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক দাবি এই যে সংশ্লিষ্ট চুক্তিটি ‘খ’ এর সহিত ‘গ’ এর হইয়াছিল, ‘ক’ এর সহিত নহে।

‘ক’ উক্ত কাজের খরচাদি ‘গ’ কে পরিশোধ করিয়াছিল, ইহা প্রাসঙ্গিক ঘটনা ; কারণ ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ‘ক’ সরল বিশ্বাসে ‘গ’ এর উপর উক্ত কার্য সুসম্পন্ন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করায় ‘গ’ তাহার নিজ দায়িত্বে ‘খ’ এর সহিত চুক্তি করিয়াছিল, ‘ক’ এর প্রতিনিধি হিসেবে নহে।

(জ) ‘ক’ কুড়াইয়া পাওয়া দ্রব্য অসাধুভাবে আত্মসাৎ করিবার দায়ে অভিযুক্ত। প্রশ্ন এই যে, আত্মসাৎ করিবার সময় উক্ত দ্রব্যটির প্রকৃত মালিককে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না বলিয়া সে সরল বিশ্বাসে মনে করিয়াছিল কিনা।

‘ক’ যেই স্থানে ছিল সেইখানে দ্রব্যটি হারানো সম্পর্কিত গণবিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছিল, এই ঘটনা, প্রকৃত মালিককে আর পাওয়া যাইবে না বলিয়া ‘ক’ সরল বিশ্বাসে ধারণা করে নাই মর্মে প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক।

উক্ত দ্রব্যটি হারাইয়া যাইবার কথা শুনিয়া মিথ্যা দাবি উত্থাপনের উদ্দেশ্যে ‘গ’ প্রতারণামূলকভাবে উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি প্রদান করিয়াছিল মর্মে ‘ক’ অবগত ছিল অথবা তাহার এইরূপ অবগত থাকিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল, এই ঘটনা, বিজ্ঞপ্তিটি সম্পর্কে ‘ক’ এর অবগত থাকিবার বিষয়টি দ্বারা তাহার সরল বিশ্বাস অপ্রমাণিত করিবে না বলিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক।

(ঝ) ‘খ’ কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে গুলি করিবার দায়ে ‘ক’ অভিযুক্ত।

‘ক’ ইতিপূর্বেও ‘খ’ কে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছিল, এই ঘটনা ‘ক’ এর উদ্দেশ্য প্রদর্শন করিবার জন্য প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(ঞ) ‘খ’ এর নিকট হুমকি প্রদর্শনমূলক পত্র প্রেরণের দায়ে ‘ক’ অভিযুক্ত।

উক্ত পত্রের উদ্দেশ্য প্রদর্শন করিবার জন্য ইতিপূর্বে ‘ক’ কর্তৃক ‘খ’ কে হুমকি প্রদান করিয়া প্রেরিত পত্রসমূহ প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(ট) প্রশ্ন এই যে, ‘ক’ তাহার স্ত্রী ‘খ’ এর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের দায়ে দোষী কিনা।

উক্ত নিষ্ঠুর আচরণের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে তাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রকাশিত অভিব্যক্তি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(ঠ) প্রশ্ন এই যে, ‘ক’ এর মৃত্যু বিষক্রিয়ায় হইয়াছে কিনা।

অসুস্থতাকালীন সময়ে রোগের লক্ষণ সম্পর্কিত ‘ক’ এর বক্তব্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(ড) প্রশ্ন এই যে, জীবনবীমা করিবার সময় ‘ক’ এর শারীরিক অবস্থা কীরূপ ছিল।

উক্ত সময় বা উহার নিকটবর্তী সময় নিজের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে প্রদানকৃত ‘ক’ এর বক্তব্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(ঢ) সাধারণভাবে ব্যবহারোপযোগী নহে ‘খ’ এইরূপ একটি গাড়ি ‘ক’ কে ভাড়ায় সরবরাহ করে। ‘ক’ উক্ত গাড়ি ব্যবহার করিবার কালে আহত হওয়ায় অবহেলার দায়ে ‘খ’ এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে।

গাড়ীটির ত্রুটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময় ‘খ’ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল, তাহা প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

‘খ’ তাহার ভাড়ায় চালিত গাড়ীসমূহ সম্পর্কে স্বভাবতঃ অবহেলা প্রদর্শন করিত, তাহা প্রাসঙ্গিক নহে।

(ণ) ‘খ’ কে হত্যার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করিয়া খুন করিবার দায়ে ‘ক’ এর বিচার চলিতেছে। ‘ক’ ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময় ‘খ’ কে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছিল, এই ঘটনা, ‘খ’ কে গুলি করিবার উদ্দেশ্য প্রদর্শনের জন্য প্রাসঙ্গিক।

হত্যার উদ্দেশ্যে লোকজনকে গুলি করা ‘ক’ এর স্বভাব ছিল, তাহা প্রাসঙ্গিক নহে।

(ত) একটি অপরাধের দায়ে ‘ক’ এর বিচার চলিতেছে।

‘ক’ সুনির্দিষ্টভাবে ঐ অপরাধটি সংঘটন করিবার অভিপ্রায়সূচক কোনো কিছু বলিয়াছিল, ইহা প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

‘ক’ ঐ ধরণের অপরাধ সংঘটন করিবার ব্যাপারে সচরাচর বলিয়া থাকিত, তাহা অপ্রাসঙ্গিক।

সংশ্লিষ্ট কার্যটি দৈবিক বা ইচ্ছাকৃত কিনা এই প্রশ্নের সহিত সম্পর্কযুক্ত ঘটনাসমূহ

১৩। যেক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, কোনো একটি কার্য দৈবিক না ইচ্ছাকৃত, অথবা জ্ঞাতসারে বা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল কিনা, সেইক্ষেত্রে উক্ত কার্যটি যে অনুরূপ একাধিক ঘটনাবলির অংশ, যাহার প্রত্যেকটিতে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তিটি সংশ্লিষ্ট ছিল, এই ঘটনা প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণসমূহ –

(ক) ‘ক’ অর্থ দাবির উদ্দেশ্যে তাহার বীমাকৃত গৃহটি পোড়াইয়া দিবার দায়ে অভিযুক্ত।

‘ক’ পর্যায়ক্রমে একাধিক গৃহে বসবাস করিয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি গৃহই বীমাকৃত ছিল এবং প্রত্যেকটিতেই অগ্নিকান্ডের পর ‘ক’ বিভিন্ন বীমা অফিস হইতে বীমাকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল, এই সকল ঘটনা, অগ্নিকান্ডগুলি দৈবক্রমে ঘটিত ছিল না, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক।

(খ) ‘খ’ এর দেনাদারদের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্য ‘ক’ নিযুক্ত হয়। ‘ক’ এর দায়িত্ব হইল তাহার আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ একটি হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ করা। একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে গৃহীত অর্থ অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ অর্থ গ্রহণ দেখাইয়া সে হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ করে।

প্রশ্ন এই যে, উক্ত মিথ্যা লিপি দৈবক্রমে ঘটিত নাকি ইচ্ছাকৃত।

উক্ত বহিতে 'ক' কর্তৃক লিখিত অন্যান্য লিপিগুলিও মিথ্যা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উক্ত মিথ্যা লিপিগুলি 'ক' এর অনুকূলে যায়, এই ঘটনাসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(গ) 'ক' প্রতারণামূলকভাবে 'খ' কে একটি জাল টাকা প্রদানের দায়ে অভিযুক্ত।

প্রশ্ন এই যে, তর্কিত জাল টাকা প্রদান দৈবক্রমে ঘটিয়াছিল ছিল কিনা।

'খ' কে উক্ত জাল টাকা প্রদানের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে 'ক' অনুরূপ জাল টাকা 'গ', 'ঘ' ও 'ঙ' কে প্রদান করিয়াছিল, এই ঘটনাবলি, 'খ' এর নিকট উক্ত টাকা প্রদান দৈবিক ছিল না তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক।

যখন কার্যধারার অস্তিত্ব প্রাসঙ্গিক

১৪। যখন প্রশ্ন এই যে, একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল কিনা, তখন যে কার্যধারাতে উক্ত কার্যটি স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হইত, উহার অস্তিত্ব একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

উদাহরণসমূহ –

(ক) প্রশ্ন এই যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট পত্র প্রেরিত হইয়াছিল কিনা।

ডাকযোগে প্রেরণ করিবার জন্য যে নির্দিষ্ট স্থানে সকল পত্র রাখা সাধারণ কার্যধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল, ঐ নির্দিষ্ট পত্রটি সেই স্থানে রাখা হইয়াছিল, উক্ত ঘটনাবলি প্রাসঙ্গিক।

(খ) প্রশ্ন এই যে, কোনো একটি পত্র 'ক' প্রাপ্ত হইয়াছিল কিনা।

পত্রটি যথারীতি ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং তাহা 'অবিলিকৃত পত্রসমূহের কার্যালয়' এর মাধ্যমে ফেরত আসে নাই, উক্ত ঘটনাবলি প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বীকৃতি

স্বীকৃতির সংজ্ঞা

১৫। স্বীকৃতি হইতেছে মৌখিক বা লিখিত বা ডিজিটাল রেকর্ডে বিদ্যমান একটি বিবৃতি যাহা কোনো বিচার্য বিষয় বা প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে কোনো ধারণা প্রদান করে, এবং যাহা পরবর্তী ধারাসমূহে বর্ণিত উল্লিখিত ব্যক্তিগণের কাহারও দ্বারা বর্ণিত অবস্থাধীনে প্রদত্ত হয়।

উদাহরণ –

'খ' কে বিবাদী করিয়া 'ক' একটি স্বত্ব ঘোষণার মোকদ্দমা দায়ের করে।

ইতিপূর্বে 'ক' কর্তৃক দায়েরকৃত অপর একটি মোকদ্দমার আরজিতে 'ক' নালিশী ভূমিতে 'খ' এর পূর্ববর্তীদের স্বত্ব-দখল স্বীকার করিয়াছিল। 'ক' কর্তৃক দায়েরকৃত পূর্ববর্তী মোকদ্দমার আরজি বর্তমান মোকদ্দমায় সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

স্বীকৃতি-
বৈচারিক কার্যধারার পক্ষ বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক ;

১৬। কোনো বৈচারিক কার্যধারার কোনো পক্ষ বা কোনো পক্ষের প্রতিনিধি, আদালত যাহাকে বর্ণিত অবস্থাধীনে, উক্ত পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য প্রদানের জন্য প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদের প্রদত্ত বক্তব্য হইতেছে স্বীকৃতি।

স্বীকৃতি-
প্রতিনিধিত্বমূলক মোকদ্দমা দায়েরকারী কর্তৃক ;

প্রতিনিধিত্বমূলক মোকদ্দমা দায়েরকারী বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য স্বীকৃতি নহে, যদি না উহা তাহার প্রতিনিধিত্বমূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণকালে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

স্বীকৃতি-
বিষয়বস্তুতে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক ;

এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য -

(১) সংশ্লিষ্ট বৈচারিক কার্যক্রমের বিষয়বস্তুতে যাহার স্বত্ব-স্বার্থ বা আর্থিক স্বার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং যে অনুরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে বক্তব্যটি প্রদান করে, অথবা,

স্বীকৃতি-
যাহার নিকট হইতে স্বার্থের প্রাপ্তি ঘটিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক।

(২) যাহার নিকট হইতে মোকদ্দমার পক্ষগণ মোকদ্দমার বিষয়বস্তুতে স্বত্ব-স্বার্থ লাভ করিয়াছে,

তাহা স্বীকৃতি, যদি উহা বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের স্বত্ব-স্বার্থ বিদ্যমান থাকাবস্থায় প্রদত্ত হয়।

কোনো মোকদ্দমায় বিরুদ্ধ পক্ষ হিসেবে যেই সকল ব্যক্তির অবস্থান প্রমাণ করিতে হইবে তাহাদের প্রদত্ত স্বীকৃতি

১৭। মোকদ্দমার কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তির অবস্থান বা দায় প্রমাণ করা আবশ্যক, তাহাদের প্রদত্ত বক্তব্য হইতেছে স্বীকৃতি -

(ক) যদি তাহাদের দ্বারা বা তাহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মোকদ্দমায় উক্ত অবস্থান বা দায় সম্পর্কে সেই বক্তব্যসমূহ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক হইত ; এবং

(খ) যদি বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তি বক্তব্য প্রদানকালে সেই অবস্থানে বিদ্যমান থাকে বা উক্ত দায়ে দায়বদ্ধ থাকে।

উদাহরণ –

‘খ’ এর পক্ষে ‘ক’ ভাড়া আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

‘গ’ এর নিকট হইতে ‘খ’ এর প্রাপ্য ভাড়া আদায় না করায় ‘ক’ এর বিরুদ্ধে ‘খ’ মোকদ্দমা দায়ের করে।

‘গ’ এর নিকট হইতে ‘খ’ এর ভাড়া পাওনা থাকার বিষয়টি ‘ক’ অস্বীকার করে।

‘গ’ এই মর্মে বক্তব্য দেয় যে ‘ক’ তাহার নিকট ভাড়া পাইবে, ইহা স্বীকৃতি এবং ‘ক’ যদি অস্বীকার করে যে, ‘গ’ এর নিকট ‘খ’ এর ভাড়া পাওনা আছে, তবে ‘গ’ এর বক্তব্য ‘ক’ এর বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক।

মোকদ্দমার পক্ষ কর্তৃক সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত ব্যক্তির স্বীকৃতি

১৮। মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কিত তথ্যের প্রয়োজনে কোনো পক্ষ কর্তৃক সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বক্তব্য হইতেছে স্বীকৃতি।

উদাহরণ –

প্রশ্ন এই যে, 'ক' কর্তৃক 'খ'- এর নিকট বিক্রয়কৃত মোটর গাড়িটি ভালো অবস্থায় আছে কিনা।

'ক', 'খ' কে বলিয়াছিল, "এই বিষয়ে 'গ' কে জিজ্ঞাসা কর, গাড়িটি সম্পর্কে 'গ' সম্যক অবগত আছে।" এইক্ষেত্রে 'গ' এর বক্তব্য একটি স্বীকৃতি।

স্বীকৃতি চূড়ান্ত প্রমাণ নহে, তবে স্বকার্যজনিত বাধা হইতে পারে

১৯। স্বীকৃতি সাধারণভাবে স্বীকৃতিদাতার অনুকূলে নহে বরং তাহার প্রতিকূলে এবং তাহার বিরুদ্ধে স্বকার্যজনিত বাধা (estoppel) হিসেবে ব্যবহৃত হইতে পারে, তবে তাহা স্বীকৃত ঘটনার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে নহে।

স্বীকৃতিদাতা বা তাহার পক্ষ হইতে যে স্বীকৃতি প্রদান করে তাহাদের বিরুদ্ধে স্বীকৃতির প্রমাণ

২০। স্বীকৃতিসমূহ প্রাসঙ্গিক এবং উহা স্বীকৃতিদাতা বা তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাইতে পারে ; কিন্তু উক্তরূপ স্বীকৃতি স্বীকৃতিদাতা বা তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির অনুকূলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিরেকে প্রমাণ করা যাইবে না ঃ-

(১) যদি স্বীকৃতি এইরূপ প্রকৃতির হয় যে, স্বীকৃতিকারীর মৃত্যু হইলে তাহা ৩১ ধারার অধীনে তৃতীয় পক্ষদের জন্য প্রাসঙ্গিক হইবে, সেইক্ষেত্রে স্বীকৃতিদাতা বা তাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি বা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কাহারও দ্বারা উহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(২) যদি স্বীকৃতিতে মানসিক বা দৈহিক এমন কোনো অবস্থার অস্তিত্ব বিষয়ক বক্তব্য থাকে, যাহা প্রাসঙ্গিক বা বিচার্য বিষয় এবং যদি সেইরূপ বক্তব্য উক্ত মানসিক বা দৈহিক অবস্থা বিদ্যমান থাকাকালে প্রদান করা হইয়া থাকে, এবং তৎসহ যদি এইরূপ আচরণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে যাহার ফলে উক্ত বক্তব্যকে অবিশ্বাস করা অসম্ভাব্য হইয়া পড়ে ; সেইক্ষেত্রে স্বীকৃতিদাতা বা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কাহারও দ্বারা উহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(৩) কোনো স্বীকৃতি যদি স্বীকৃতি হিসেবে না হইয়া অন্য কোনোভাবে প্রাসঙ্গিক হয়, তবে স্বীকৃতিদাতা বা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কাহারও দ্বারা উহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে প্রশ্ন উঠে যে সংশ্লিষ্ট দলিলটি জাল কিনা। 'ক' নিশ্চিত করে যে, দলিলটি সঠিক ; 'খ' নিশ্চিত করে যে, এটি জাল।

দলিলটি সঠিক এই মর্মে 'খ' এর বক্তব্য 'ক' প্রমাণ করিতে পারে এবং দলিলটি জাল এই মর্মে 'ক' এর বক্তব্য 'খ' প্রমাণ করিতে পারে ; কিন্তু দলিলটি সঠিক এই মর্মে 'ক' তাহার নিজের বক্তব্য এবং দলিলটি জাল এই মর্মে 'খ' তাহার নিজের বক্তব্য প্রমাণ করিতে পারে না।

(খ) জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিযোগে জাহাজের কাপ্তান 'ক' এর বিচার হইতেছে। জাহাজটিকে ইহার স্বাভাবিক গতিপথ হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা হয়।

সাধারণ কার্যধারায় ‘ক’ কর্তৃক রক্ষিত একটি বহি তাহার প্রতিদিনের কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণসমূহ প্রদর্শনের নিমিত্ত উপস্থাপন করে, এবং জাহাজটিকে উহার স্বাভাবিক গতিপথ হইতে ভিন্নপথে লইয়া যাওয়া হয় নাই মর্মে উহা প্রদর্শন করে। ‘ক’ উক্ত বক্তব্যসমূহ প্রমাণ করিতে পারে, কারণ তিনি যদি মৃত্যুবরণ করিতেন, তাহা হইলে ৩১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বক্তব্যসমূহ তৃতীয় পক্ষগণের মধ্যে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইত।

(গ) চট্টগ্রামে একটি অপরাধ সংঘটনের দায়ে ‘ক’ অভিযুক্ত।

সে ঢাকা হইতে তাহার লিখিত এবং একই তারিখে ঢাকায় দিনাঙ্কিত ও ঢাকার ডাক চিহ্ন সম্বলিত একটি

পত্র উপস্থাপন করে।

পত্রটির তারিখের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য, কারণ ‘ক’ যদি মৃত্যুবরণ করিত, তাহা হইলে ৩১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী উহা তৃতীয় পক্ষগণের মধ্যে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইত।

(ঘ) চোরাই বলিয়া জানা সত্ত্বেও চোরাই দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিবার দায়ে ‘ক’ অভিযুক্ত।

সে প্রমাণ করিবার প্রয়াস লয় যে, উক্ত দ্রব্যসমূহ প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করিতে সে অস্বীকার করিয়াছিল।

স্বীকৃতি হওয়া সত্ত্বেও ‘ক’ উক্ত বক্তব্যসমূহ প্রমাণ করিতে পারে, কারণ, উক্ত বক্তব্যের মধ্যে বিচার্য বিষয় সম্পর্কে তাহার আচরণের ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

(ঙ) নকল বলিয়া জানা সত্ত্বেও প্রতারণামূলকভাবে জাল মুদ্রা রাখিবার দায়ে ‘ক’ অভিযুক্ত।

সে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে যে, জাল বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় মুদ্রাটি জাল কিনা তাহা সে একজন দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা করায় এবং সে উহা আসল বলিয়া তাহাকে জানায়।

‘ক’ সর্বশেষ দৃষ্টান্তে বিবৃত কারণসমূহের জন্য এই ঘটনাসমূহ প্রমাণ করিতে পারে।

দলিলের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু সংক্রান্তে মৌখিক স্বীকৃতি যখন প্রাসঙ্গিক

২১। দলিলের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু সংক্রান্তে মৌখিক স্বীকৃতি সাধারণভাবে প্রাসঙ্গিক নহে, তবে যে পক্ষ দলিলের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু প্রমাণে আগ্রহী সেই পক্ষের যদি অত্র আইনে বর্ণিত বিধানানুসারে সংশ্লিষ্ট দলিলের বিষয়বস্তু সংক্রান্তে দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য (secondary evidence) প্রদানের অধিকার থাকে, অথবা যদি দাখিলকৃত দলিলটির অকৃত্রিমতা বা শুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, সেই সকলক্ষেত্রে দলিলের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে মৌখিক স্বীকৃতি প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

ডিজিটাল রেকর্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য যখন প্রাসঙ্গিক

২২। মোকদ্দমায় উপস্থাপিত ডিজিটাল রেকর্ডের শুদ্ধতা যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ডিজিটাল রেকর্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক হইবে না, তবে মোকদ্দমায় উপস্থাপিত ডিজিটাল রেকর্ডের শুদ্ধতা যদি প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ডিজিটাল রেকর্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক হইবে।

দেওয়ানি মোকদ্দমায় স্বীকৃতি যখন প্রাসঙ্গিক

২৩। দেওয়ানি মোকদ্দমায় কোনো স্বীকৃতি প্রাসঙ্গিক নহে, যদি উহা এইরূপ প্রকাশ্য শর্তাধীনে করা হয় যে, উহা সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য প্রদান করা হইবে না, অথবা উহা এইরূপ পরিস্থিতিতে করা হইয়াছে যাহা হইতে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে যে, পক্ষদ্বয় উক্ত স্বীকৃতি সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য প্রদান করিবে না বলিয়া একমত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা –

কোনো আইনজীবী অত্র আইনের ১৩৯ ধারার অধীন কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিলে এই ধারার কোনো কিছুই তাহাকে সেই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

উদাহরণ –

'ক' এর নিকট 'খ' এক লক্ষ টাকা পাইবে মর্মে দাবি করিলে উক্ত দাবির প্রেক্ষিতে 'ক' "স্বার্থ ক্ষুন্ন না করিয়া" (without prejudice) শিরোনামযুক্ত একটি পত্র মারফত 'খ' কে জানায় যে সে তাহাকে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে সম্মত আছে। কিন্তু 'খ' উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া 'ক' এর বিরুদ্ধে সমুদয় টাকার দাবিতে একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। এইক্ষেত্রে 'খ' কে 'ক' চল্লিশ হাজার টাকা প্রদান করিতে সম্মত আছে মর্মে উক্ত পত্রে উল্লিখিত 'ক' এর বক্তব্যটি 'খ' এর দায়েরকৃত মোকদ্দমায় 'ক' এর স্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ফৌজদারি কার্যক্রমে প্রলোভন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, নির্যাতন বা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে আদায়কৃত দোষস্বীকারোক্তি যখন অপ্রাসঙ্গিক

২৪। কোনো ফৌজদারি কার্যক্রমে যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্তের দোষ স্বীকারোক্তি সংশ্লিষ্ট কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সংক্রান্তে কোনো প্রলোভন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে আদায় করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে আদালত ধারণা করে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি কার্যক্রমে সে কোনো সুবিধা পাইবে বা অন্য কোনো অসুবিধা এড়াইতে পারিবে বলিয়া উক্ত অভিযুক্তের ধারণা হওয়ার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে অভিযুক্তের দোষ স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হওয়ায় উহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'চ' কে হত্যার অভিযোগে 'ক' অভিযুক্ত। 'ক' কে পুলিশ ধৃত করিবার পর তাহার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করিবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করিলে 'ক' দোষ স্বীকার করিতে অস্বীকার করে। অতঃপর পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে 'ক' কে ০৩ (তিন) দিনের জন্য রিমান্ডে প্রেরণ করা হয়। রিমান্ড শেষে 'ক' কে তাহার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করিবার উদ্দেশ্যে পুনরায় সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাহার প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করে। পরবর্তীতে 'ক' উক্ত জবানবন্দি প্রত্যাহার (retract) করিবার আবেদন করে।

এইক্ষেত্রে 'ক' এর প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মর্মে প্রতীয়মান না হওয়ায় উহা সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(খ) একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত 'ক' জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাহার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে। পরবর্তীতে তাহাকে বৈচারিক আদালতে উপস্থিত করিলে 'ক' তাহার জবানবন্দিটি

প্রত্যাহার (retract) করিবার আবেদন করে। উক্ত আবেদন পত্রে 'ক' নিবেদন করে যে পুলিশ তাহাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করিবার কারণে সে উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটি প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটি সত্য নহে।

এইক্ষেত্রে তাহার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি গ্রহণযোগ্য হইবে না। তবে বৈচারিক আদালত অন্যান্য সাক্ষ্য ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় লইয়া মামলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(গ) একটি ধর্ষণ মামলায় 'ক' জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাহার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে। বিচার চলাকালীন সময়ে 'ক' তাহার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটি প্রত্যাহার (retract) করে নাই বা তাহার স্বপক্ষে কোনো সাক্ষ্য প্রদান করে নাই।

এইক্ষেত্রে বৈচারিক আদালতের নিকট তাহার দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় উহা গ্রহণযোগ্য হইবে।

পুলিশ বা অন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তার নিকটে প্রদত্ত দোষস্বীকারোক্তি প্রমাণযোগ্য নহে

২৫। পুলিশ বা অন্য কোনো আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তার নিকট প্রদত্ত দোষস্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

উদাহরণ –

'ক' ও 'খ' একটি শ্যালো মেশিন চুরির দায়ে অভিযুক্ত। থানায় পুলিশ কর্মকর্তার সম্মুখে 'ক' দোষস্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য প্রদান করে।

এইক্ষেত্রে 'ক' এর দোষস্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যটি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

পুলিশ বা অন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকাকালে অভিযুক্তের প্রদত্ত দোষস্বীকারোক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য হইবে না

২৬। কোনো জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে প্রদত্ত না হইলে, পুলিশ বা অন্য কোনো আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকাকালে কোনো ব্যক্তির দোষস্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

অভিযুক্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের কতখানি প্রমাণ করা যাইতে পারে

২৭। পূর্ববর্তী ধারাসমূহে যাহাই থাকুক না কেনো, পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে থাকাকালীন কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো কিছু উদ্‌ঘাটনের প্রেক্ষিতে কোনো ঘটনা সম্পর্কে যখন সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তখন, উহা দোষস্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য হউক বা না হউক, উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাহা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহা প্রমাণযোগ্য।

উদাহরণ –

‘খ’ কে হত্যা করিবার পর তাহার মস্তকহীন দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ কর্মকর্তার নিকট ‘ক’ এর বর্ণনামতে ও সনাক্তমতে ‘খ’ এর বিচ্ছিন্ন মাথা উদ্ধার করা হয়। পুলিশের নিকট ‘ক’ এর প্রদত্ত বক্তব্য প্রমাণযোগ্য না হইলেও ‘ক’ এর সনাক্তমতে ‘খ’ এর বিচ্ছিন্ন মাথা উদ্ধারের ঘটনা প্রমাণযোগ্য হইবে।

প্রলোভন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, নির্যাতন বা প্রতিশ্রুতির প্রভাবমুক্ত হইয়া প্রদত্ত দোষস্বীকারোক্তি, প্রাসঙ্গিক

২৮। কোনো দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ২৪ ধারায় উল্লিখিত কোনো প্রলোভন, ভয়ভীতি, শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন বা কোনো প্রতিশ্রুতি হইতে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হইয়া প্রদান করা হইয়াছে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হইলে, উহা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে।

অন্যভাবে প্রাসঙ্গিক দোষস্বীকারোক্তি, গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি, ইত্যাদির কারণে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না

২৯। যদি দোষস্বীকারোক্তি অন্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়, তবে উহা একটি গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতিতে প্রদত্ত হইয়াছিল, বা উহা আদায় করিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত প্রতারণা করা হইয়াছিল, বা মদ্যপ অবস্থায় উহা প্রদত্ত হইয়াছিল, বা উহা এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই প্রশ্নের ধরণ যেমনই হোক না কেনো, যাহার উত্তর তাহার প্রদান করিবার প্রয়োজন ছিল না, বা সে উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য প্রদান করিতে বাধ্য ছিল না এবং তাহার বিরুদ্ধে উহা সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া তাহাকে সতর্ক করা হয় নাই, কেবল এই সকল কারণে উক্ত দোষস্বীকারোক্তি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

একই অপরাধে একত্রে বিচারাধীন অন্যান্য আসামিদের সহিত নিজেকে জড়িত করিয়া কোন ব্যক্তির প্রমাণিত দোষস্বীকারোক্তি বিবেচনা

৩০। যখন একই অপরাধে একাধিক ব্যক্তির একত্রে বিচার হয়, এবং তাহাদের মধ্যে একজন নিজেকে ও তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে সম্পৃক্ত করিয়া প্রমাণিত দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে, তখন দোষ স্বীকারোক্তিকারীসহ অন্যান্য সহ-অভিযুক্তগণের বিরুদ্ধে উক্ত প্রমাণিত দোষস্বীকারোক্তি আদালত বিবেচনায় লইতে পারিবে, তবে সমর্থনমূলক সাক্ষ্য ব্যতীত উহা সহ-অভিযুক্তগণের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা –

এই ধারায় “অপরাধ” বলিতে অপরাধের প্ররোচনা বা প্রচেষ্টাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) ‘গ’ কে হত্যার দায়ে ‘ক’ ও ‘খ’ এর একত্রে বিচার চলিতেছে।

ইহা প্রমাণিত যে ‘ক’ বলিয়াছিল, “ ‘গ’ কে আমি এবং ‘খ’ হত্যা করিয়াছি।” আদালত অন্যান্য সমর্থনমূলক সাক্ষ্য সাপেক্ষে এই দোষস্বীকারোক্তির প্রভাব ‘খ’ এর বিরুদ্ধেও বিবেচনায় লইতে পারে।

(খ) ‘গ’ কে হত্যার দায়ে শুধু ‘ক’ এর বিচার চলিতেছে। ইহা প্রদর্শন করিবার মতো সাক্ষ্য রহিয়াছে যে ‘গ’ কে ‘ক’ ও ‘খ’ হত্যা করিয়াছিল, এবং ‘খ’ বলিয়াছিল, “ ‘ক’ এবং আমি ‘গ’ কে হত্যা করিয়াছিলাম।” আদালত এই বিবৃতিটি ‘ক’ এর বিরুদ্ধে বিবেচনায় লইতে পারিবে না, কারণ ‘খ’ এর বিচার ‘ক’ এর সহিত একত্রে হইতেছে না।

(গ) 'ক' ও 'খ' এর বিরুদ্ধে 'গ' কে হত্যার অভিযোগ। 'ক' তাহার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে হত্যাকান্ডে 'খ' এর সম্পৃক্ত থাকিবার কথা উল্লেখ করিলেও 'গ' এর হত্যাকাণ্ডের সাথে 'খ' এর সম্পৃক্ত থাকিবার অভিযোগ অপর কোনো সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটি 'খ' এর বিরুদ্ধে আদালত বিবেচনায় লইতে পারিবে না।

(ঘ) 'চ' কে হত্যার অভিযোগে 'ক', 'খ' ও 'গ' অভিযুক্ত। 'ক' সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করিয়া বলে যে 'চ' কে হত্যার উদ্দেশ্যে সে ও 'খ', পেশাদার খুনি 'গ' কে ভাড়া করে এবং তাহাকে লইয়া 'চ' এর গ্রামে যাইয়া 'চ' কে চিনাইয়া দেয়। 'গ' পরদিন 'চ' কে হত্যা করে। সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, 'ক' ও 'খ' এর সহিত 'চ' এর পূর্বশত্রুতা ছিল ; 'ক' ও 'খ' অনেকের উপস্থিতিতে 'চ' এর ক্ষতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল ; 'ক' ও 'খ' পূর্বেও 'চ' কে হত্যার উদ্দেশ্যে পেশাদার খুনি ভাড়া করিয়াছিল ; 'ক' ও 'খ' ঘটনার পূর্বের দিন 'গ' কে লইয়া 'চ' এর গ্রামে গিয়াছিল। এইক্ষেত্রে কতিপয় সাক্ষ্য দ্বারা 'ক' এর প্রদত্ত জবানবন্দি সমর্থিত হওয়ায় আদালত 'খ' ও 'গ' এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনায় লইতে পারিবে, তবে সমর্থনমূলক সাক্ষ্য ব্যতীত উহা 'খ' ও 'গ' এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গ্রহনযোগ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা যায় না এমন ব্যক্তিগণের বক্তব্য

যে সকল ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে মৃত বা নিখোঁজ, ইত্যাদি ব্যক্তির বক্তব্য প্রাসঙ্গিক।

৩১। মৃত বা নিখোঁজ, বা সাক্ষ্য প্রদানে অক্ষম, বা মামলার পরিস্থিতি বিবেচনায় আদালতের মতে যাহার উপস্থিতি এইরূপ সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ যাহা অযৌক্তিক, প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে সেইরূপ ব্যক্তির লিখিত বা মৌখিক বক্তব্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে প্রাসঙ্গিক ঃ-

যখন উহা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত ;

(১) যখন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে, তখন উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক তাহার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত অথবা যে অবস্থার প্রেক্ষিতে তাহার মৃত্যু আসন্ন, সেই সম্পর্কিত কোনো বক্তব্য প্রদান করা হয়।

উক্ত ব্যক্তি যদি তাহার আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা করে এবং উক্ত আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা হইতেই যদি সে বক্তব্যটি প্রদান করে তাহা হইলে যে মামলার কার্যধারায় তাহার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে তাহার প্রকৃতি যেমনই হোক না কেনো, সেই বক্তব্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

বা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় প্রদত্ত;

(২) যখন বক্তব্যটি কোনো স্বাভাবিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং বিশেষ করিয়া যখন উহা তাহার স্বাভাবিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় অথবা পেশাগত কর্তব্য সম্পাদনকালে রক্ষিত কোনো বহিতে তাহার প্রদত্ত লিখন বা স্মারকপত্র; অথবা কোনো অর্থ, পণ্য, ঋণপত্র বা কোনো সম্পত্তির প্রাপ্তি সংক্রান্তে তাহার লিখিত বা স্বাক্ষরিত প্রাপ্তিস্বীকারপত্র; অথবা ব্যবসায়ে ব্যবহৃত তাহার লিখিত বা স্বাক্ষরিত একটি দলিল; অথবা একটি পত্র বা অন্য কোনো দলিলের তারিখ যাহা স্বাভাবিক নিয়মে তাহার দ্বারা দিনাঙ্কিত, লিখিত বা স্বাক্ষরিত।

বা প্রদানকারীর স্বার্থের পরিপন্থী ;

(৩) যখন বক্তব্যটি বক্তব্য প্রদানকারীর আর্থিক বা স্বত্বস্বার্থের পরিপন্থী হয়, অথবা সত্য হইলে উহা তাহাকে ফৌজদারি মামলা বা ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় জড়িত করিত বা করিতে পারিত।

বা জনসাধারণের অধিকার বা প্রথা, বা সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে অভিমত প্রদান করে ;

(৪) যখন বক্তব্যটি জনসাধারণের কোনো অধিকার বা প্রথা অথবা জনসাধারণ বা সাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তির অভিমত প্রদান করে, যাহার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিলে উহা তাহার অবগতিতে থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত, এবং যখন বক্তব্যটি উক্ত অধিকার, প্রথা বা বিষয় সম্পর্কে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হইবার পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছিল।

বা সম্বন্ধের অস্তিত্ব সম্পর্কিত ;

(৫) যখন বক্তব্যটি এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক সূত্রে, বৈবাহিক সূত্রে বা দত্তক গ্রহণ সূত্রে কোনো সম্বন্ধের অস্তিত্বের সহিত সর্ম্পর্কিত হয়, যাহাদের রক্তের সম্পর্ক সূত্রে, বৈবাহিক সূত্রে বা দত্তক গ্রহণ সূত্রে সম্বন্ধের অস্তিত্ব সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানকারীর অবগতির বিশেষ উপায় ছিল, এবং যখন বক্তব্যটি বিরোধীয় প্রশ্নটি উত্থাপিত হইবার পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছিল।

বা পারিবারিক বিষয়াদি সম্পর্কিত উইল বা দলিলে প্রদত্ত ;

(৬) যখন বক্তব্যটি মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক সূত্রে, বৈবাহিক সূত্রে বা দত্তক গ্রহণ সূত্রে কোনো সম্বন্ধের অস্তিত্বের সহিত সম্পর্কিত, এবং উহা উক্ত মৃত ব্যক্তিগণের পারিবারিক বিষয়াদি সংক্রান্ত কোনো উইল বা দলিলে, বা কোনো পারিবারিক বংশ পরিচয়ে বা সমাধিফলকে, পারিবারিক প্রতিকৃতি (family portrait) তে বা উক্তরূপ বক্তব্য সাধারণত লিপিবদ্ধ করা হয় এইরূপ অন্য কোনো বস্তুতে প্রদত্ত হয়, এবং যখন বক্তব্যটি বিরোধীয় প্রশ্নটি উত্থাপিত হইবার পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছিল।

বা ১১ ধারার (ক) দফায় উল্লিখিত লেনদেন সর্ম্পকিত দলিলে প্রদত্ত ;

(৭) যখন বক্তব্যটি ১১ ধারার (ক) দফায় উল্লিখিত লেনদেন সর্ম্পকিত কোনো দলিল, উইল বা অন্যান্য দলিলে অর্ন্তভুক্ত রহিয়াছে।

বা কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত এবং তর্কিত বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অনুভূতি প্রকাশ করে।

(৮) যখন বক্তব্যটি কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয়, এবং তর্কিত বিষয়ে তাহাদের প্রাসঙ্গিক নিজস্ব অনুভূতি বা ধারণা প্রকাশ করে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) প্রশ্ন এই যে, 'ক' কে 'খ' হত্যা করিয়াছিল কিনা ;

অথবা ধর্ষণকালে প্রাপ্ত আঘাতের ফলে 'ক' এর মৃত্যু হইয়াছিল কিনা।

প্রশ্ন এই যে, 'ক' কে 'খ' ধর্ষণ করিয়াছিল কিনা ; বা

প্রশ্ন এই যে, 'ক' কে 'খ' এমন পারিপার্শ্বিকতায় হত্যা করিয়াছিল কিনা যাহাতে 'ক' এর বিধবা স্ত্রী, 'খ' এর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের একটি মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারে।

‘ক’ কর্তৃক তাহার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে যথাক্রমে উল্লিখিত হত্যা, ধর্ষণ এবং নালিশযোগ্য ক্ষতি উল্লেখ করিয়া প্রদত্ত বক্তব্য প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(খ) ‘ক’ এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

একজন প্রয়াত ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞের দৈনন্দিন কার্যাদি প্রসঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে রক্ষিত দিনলিপির একটি ভুক্তিতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, একটি নির্দিষ্ট তারিখে তিনি ‘ক’ এর মাতার নিকট উপস্থিত থাকিয়া একটি কন্যা সন্তান প্রসব করাইয়াছিলেন, ইহা প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(গ) প্রশ্ন এই যে, সংশ্লিষ্ট তারিখে ‘ক’ চট্টগ্রামে ছিল কিনা।

একজন প্রয়াত আইনজীবীর দৈনন্দিন কার্যাদি প্রসঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে রক্ষিত দিনলিপিতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট তারিখে তিনি চট্টগ্রামের একটি স্থানে ‘ক’ এর সহিত নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে পরামর্শের জন্য উপস্থিত ছিলেন, ইহা একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(ঘ) প্রশ্ন এই যে, একটি জাহাজ একটি নির্দিষ্ট দিনে চট্টগ্রাম বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিল কিনা।

একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের একজন প্রয়াত সদস্য কর্তৃক, তাহাদের লন্ডনস্থ যে প্রতিনিধির জন্য জাহাজটি ভাড়া করিয়া মালামাল প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহার নিকট লিখিত একটি পত্রে উল্লেখ আছে যে, জাহাজটি একটি নির্দিষ্ট দিনে চট্টগ্রাম বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিল, ইহা একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(ঙ) প্রশ্ন এই যে, ‘ক’ এর মালিকানাধীন গৃহের ভাড়া ‘ক’ কে পরিশোধ করা হইয়াছিল কিনা।

‘ক’ বরাবর তাহার প্রয়াত প্রতিনিধির লিখিত একটি পত্রে উল্লেখ রহিয়াছে যে, সে ‘ক’ এর পক্ষ হইতে উক্ত ভাড়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং ‘ক’ এর নির্দেশে উহা নিজ হেফাজতে রাখিয়াছিল, ইহা একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(চ) প্রশ্ন এই যে, ‘ক’ এবং ‘খ’ আইনানুগভাবে বিবাহিত ছিল কিনা।

একজন প্রয়াত ধর্মযাজকের একটি বিবৃতি ছিল যে, এমন পরিস্থিতিতে সে তাহাদের বিবাহ দিয়াছিল যাহা প্রকাশ্যে উদ্‌যাপিত হইলে অপরাধ হইত, ইহা প্রাসঙ্গিক।

(ছ) প্রশ্ন এই যে, নিখোঁজ ব্যক্তি, ‘ক’ সংশ্লিষ্ট তারিখে একটি পত্র লিখিয়াছিল কিনা।

তাহার লিখিত পত্রে উল্লিখিত তারিখ প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(জ) প্রশ্ন এই যে, জাহাজটি কি কারণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

উক্ত জাহাজের কাপ্তান, যাহাকে উপস্থিত করা সম্ভব হয় নাই, তাহার উত্থাপিত প্রতিবাদ লিপিটি একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(ঝ) প্রশ্ন এই যে, সংশ্লিষ্ট সড়কটি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কিনা।

উক্ত সড়কটি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ছিল বলিয়া প্রয়াত গ্রাম প্রধান ‘ক’ প্রদত্ত বিবৃতি, একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(ঞ) প্রশ্ন এই যে, একটি নির্দিষ্ট বাজারে কোন একটি দিনে খাদ্যশস্যের বাজারদর কত ছিল।

দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যপদ্ধতির ধারাবাহিকতায় বাজারদর সম্পর্কে একজন প্রয়াত ব্যবসায়ীর হিসাব খাতায় প্রদত্ত বর্ণনা প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(ট) প্রশ্ন এই যে, প্রয়াত 'ক', 'খ' এর পিতা ছিল কিনা।

'খ' তাহার পুত্র উল্লেখ করিয়া 'ক' এর প্রদত্ত বিবৃতি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(ঠ) প্রশ্ন এই যে, 'ক' এর জন্ম তারিখ কবে ছিল।

সংশ্লিষ্ট তারিখে 'ক' এর জন্মের কথা জানাইয়া একজন বন্ধুর নিকট 'ক' এর প্রয়াত পিতার লিখিত পত্র, একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(ড) প্রশ্ন এই যে, 'ক' ও 'খ' এর বিবাহ হইয়াছিল কিনা এবং কবে হইয়াছিল।

'ক' এর সহিত সংশ্লিষ্ট দিনে 'খ' এর বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া 'খ' এর প্রয়াত পিতা 'গ' এর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

(ঢ) একটি দোকানের জানালায় অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রে প্রকাশিত কুৎসামূলক অঙ্কনের দায়ে 'খ' এর বিরুদ্ধে 'ক' মামলা দায়ের করে। প্রশ্ন এই যে, উক্ত ব্যঙ্গচিত্রটি কুৎসামূলক কিনা।

এইক্ষেত্রে ব্যঙ্গচিত্রটি সম্বন্ধে দর্শকদের মন্তব্য প্রমাণযোগ্য।

(ণ) 'খ' কে হত্যার অভিযোগে 'ক' অভিযুক্ত।

ঘটনা এই যে, 'ক' এর বাড়ি হইতে 'খ' কে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে লওয়া হইলে চিকিৎসকের উপস্থিতিতে 'খ' বলে যে, 'ক' তাহাকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া তাহার শরীরে কার্বলিক এসিড ছুড়িয়া দিয়াছে। উক্ত বক্তব্য প্রদানের অব্যবহিত পরে 'খ' মৃত্যুবরণ করে। জবানবন্দিটি 'খ' এর মৃত্যুর কারণ সংক্রান্ত হওয়ায়, উহা প্রদানকালে 'খ' এর মনে মৃত্যুর আশঙ্কা বিদ্যমান থাকায় জবানবন্দিটি প্রাসঙ্গিক।

(ত) অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে 'খ' কে গুরুতরভাবে আহত করিবার অভিযোগে 'ক' অভিযুক্ত। 'খ' চিকিৎসকের নিকট গুরুতর আহত অবস্থায় বলে যে ঘটনার রাত্রে 'ক' তাহার শরীরে অগ্নি সংযোগ করে। পরবর্তীতে 'খ' চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে।

চিকিৎসকের নিকট তাহার উপরিউক্ত বক্তব্য অত্র ধারার অধীনে প্রাসঙ্গিক হইবে না।

(থ) 'খ' কে হত্যার অভিযোগে 'ক' অভিযুক্ত। হত্যাকান্ডের কিছু দিন পূর্বে 'ক' এর সহিত 'খ' এর বিরোধের কথা 'খ', তাহার ভগ্নি 'গ' কে জানায় মর্মে 'গ' দাবি করে।

এইক্ষেত্রে 'খ' এর মনে আসন্ন মৃত্যুর কোন আশঙ্কা না থাকায় অত্র ধারার অধীনে 'খ' এর প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্যটি সাক্ষ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক হইবে না।

কতিপয় সাক্ষ্যে বিবৃত ঘটনার সত্যতা, পরবর্তী কোন বৈচারিক কার্যধারায় প্রমাণের জন্য, উক্ত সাক্ষ্যের প্রাসঙ্গিকতা

৩২। কোনো বৈচারিক কার্যধারায় বা আইনসম্মতভাবে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির সম্মুখে কোনো সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্য, উহাতে বর্ণিত কোনো ঘটনার সত্যতা পরবর্তী কোনো বৈচারিক কার্যধারায় বা একই বৈচারিক কার্যধারার পরবর্তী পর্যায়ে প্রমাণের জন্য প্রাসঙ্গিক, যেইক্ষেত্রে উক্ত সাক্ষী মৃত, বা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বা সাক্ষ্য প্রদানে অসমর্থ, বা প্রতিপক্ষ তাহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, বা সময় ও ব্যয় বিবেচনায় তাহাকে হাজির করা যুক্তিযুক্ত নয় মর্মে আদালত বিবেচনা করে ;

তবে শর্ত এই যে -

(ক) কার্যধারাটি একই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অথবা তাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিল ;

(খ) প্রথমোক্ত কার্যধারার সাক্ষীকে বিরুদ্ধপক্ষের জেরা করিবার অধিকার ও সুযোগ ছিল ;

(গ) দ্বিতীয় কার্যধারার বিচার্য বিষয়সমূহ মূলত প্রথমোক্ত কার্যধারার অনুরূপ ছিল।

ব্যাখ্যা –

এই ধারার অর্থ অনুসারে একটি ফৌজদারি বিচারকার্য বা অনুসন্ধান, অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত সম্পর্কিত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রদত্ত বিবৃতি

ডিজিটাল হিসাব বহিসহ যাবতীয় হিসাব বহির ভুক্তি যখন প্রাসঙ্গিক

৩৩। স্বাভাবিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় নিয়মিতভাবে রক্ষিত ডিজিটাল হিসাব বহি ও অন্যান্য হিসাব বহির ভুক্তিসমূহে যদি এইরূপ বিবৃতি থাকে যাহা আদালতকে অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা প্রাসঙ্গিক হইবে, কিন্তু কেবল উক্তরূপ বিবৃতি কোনো ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ করিবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হইবে না।

উদাহরণ –

'ক' দশ লক্ষ টাকার জন্য 'খ' এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে, এবং 'খ' তাহার নিকট উক্ত পরিমান টাকা ঋণী আছে দেখাইবার জন্য হিসাব বহির ভুক্তি প্রদর্শন করে। ভুক্তিসমূহ প্রাসঙ্গিক হইলেও সমর্থিত সাক্ষ্য (corroborative evidence) ব্যতিরেকে ঋণটি প্রমাণের জন্য উহা যথেষ্ট নহে।

কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারি নথিতে বা ডিজিটাল রেকর্ডে লিপিবদ্ধ ভুক্তির **(entry)** প্রাসঙ্গিকতা

৩৪। কোনো দাপ্তরিক বহি বা কোনো সরকারি রেজিস্টার অথবা নথি বা ডিজিটাল রেকর্ডের কোনো ভুক্তি (entry) যখন একটি বিচার্য ঘটনা বা প্রাসঙ্গিক ঘটনা বিবৃত করে, এবং যাহা কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তৃক তাহার দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনকালে প্রস্তুতকৃত অথবা যেই দেশে উক্ত বহি, রেজিস্টার, নথি বা ডিজিটাল রেকর্ড রক্ষিত হয় উক্ত দেশের আইন দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, উক্ত ভুক্তিটিই একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

মানচিত্র, নকশা, পরিকল্পনা এবং ডিজিটাল রেকর্ডে বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা

৩৫। সাধারণভাবে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত মানচিত্র বা নকশা বা ডিজিটাল রেকর্ডে অথবা সরকারের কর্তৃত্বাধীনে প্রণীত মানচিত্র বা পরিকল্পনা বা ডিজিটাল রেকর্ডে সাধারণভাবে প্রদর্শিত বা বর্ণিত বিচার্য বিষয় বা প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কিত বক্তব্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

নির্দিষ্ট আইন বা প্রজ্ঞাপনসমূহে অর্ন্তভুক্ত সার্বজনিক প্রকৃতির ঘটনা সম্পর্কিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা

৩৬। যখন একটি সার্বজনিক প্রকৃতির কোনো ঘটনার অস্তিত্ব সম্পর্কে আদালতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, এইরূপ ক্ষেত্রে যে সকল দেশের সহিত বাংলাদেশের দ্বি-পক্ষীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি (treaty) বা সমঝোতা রহিয়াছে সেই সকল দেশের সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের বা কোনো একটি সরকারি প্রজ্ঞাপনের মুখবন্ধে বর্ণিত উহার কোনো বিবৃতি, একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

আইনগ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত কোনো আইন সম্পর্কিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা

৩৭। যখন কোনো দেশের আইন সম্পর্কে আদালতকে অভিমত গ্রহণ করিতে হয়, তখন উক্ত দেশের সরকারের কর্তৃত্বাধীনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত আইন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত উক্ত আইন সম্পর্কে বিবৃতি এবং উক্ত দেশের আদালতসমূহের প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত নজিরও প্রাসঙ্গিক।

কোনো বিবৃতির কতকাংশ প্রমাণযোগ্য

যখন বিবৃতি কোনো কথোপকথন, দলিল, গ্রন্থ, ডিজিটাল রেকর্ড অথবা পত্রাদি বা কাগজাদির অংশবিশেষ হয় তখন উহার কতকাংশ সাক্ষ্য প্রদানযোগ্য হইবে

৩৮। যখন কোনো বিবৃতি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় যাহা -

(ক) একটি দীর্ঘ বিবৃতি, বা কোনো কথোপকথন বা পৃথক কোনো দলিলের অংশবিশেষ, বা

(খ) এমন একটি দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে যাহা একটি গ্রন্থের অংশ, বা

(গ) সম্পর্কযুক্ত পত্রাদি বা কাগজাদির বা ডিজিটাল রেকর্ডের অংশবিশেষ,

তখন উক্ত বিবৃতি, কথোপকথন, দলিল, ডিজিটাল রেকর্ড, গ্রন্থ, পত্রাদি বা কাগজাদির শুধুমাত্র অনধিক সেই অংশ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানযোগ্য হইবে, যাহা আদালত সংশ্লিষ্ট মামলায় উক্ত বিবৃতির প্রকৃতি ও প্রভাব এবং যে পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিবৃতিটি প্রদত্ত হইয়াছিল, উহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে।

উদাহরণ –

প্রশ্ন এই যে, একটি মামলার তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা একটি নির্দিষ্ট তারিখে ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন কিনা।

এইক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট রক্ষিত সংশ্লিষ্ট মামলার কেস ডায়েরী (CD) উল্লিখিত উক্ত নির্দিষ্ট তারিখের কার্যক্রম সম্বলিত অংশটুকুই কেবল সাক্ষ্য হিসেবে প্রদান করা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আদালতের রায় যখন প্রাসঙ্গিক

পরবর্তী মোকদ্দমা বা বিচার বারিত করিবার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রায়ের প্রাসঙ্গিকতা

৩৯। যেক্ষেত্রে কোনো আদালত একটি ফৌজদারি মামলা আমলে লইতে বা দেওয়ানি মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে বা কোনো বিরোধ মিমাংসার জন্য বিচার করিতে পারিবে কিনা এই মর্মে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেইক্ষেত্রে রায়, আদেশ বা ডিক্রির অস্তিত্ব, যাহা আইন অনুসারে কোনো আদালতকে উক্ত ফৌজদারি মামলা আমলে লইতে বা দেওয়ানি মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে বা কোনো বিরোধের বিচার করিতে নিবৃত্ত করে, উহা একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা ।

প্রবেট, ইত্যাদি, এখতিয়ারে নির্দিষ্ট রায়ের প্রাসঙ্গিকতা

৪০। কোনো উপযুক্ত অধিক্ষেত্র সম্পন্ন আদালতের প্রবেট, বিবাহ সম্পর্কিত, অ্যাডমিরালটি বা দেওলিয়া বিষয়ক এখতিয়ার প্রয়োগকালে কোনো আদালতের চূড়ান্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রি যাহা কোনো ব্যক্তির উপর কোনো আইনি চরিত্র আরোপ করে, বা উহা হরণ করে, অথবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় বরং সর্বাত্মকভাবে কোনো ব্যক্তিকে অনুরূপ চরিত্রের অধিকারী বা সুনির্দিষ্ট কোনো কিছুর অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করে, উহা প্রাসঙ্গিক হইবে, যখন উক্তরূপ কোনো আইনি চরিত্রের অস্তিত্ব, বা উক্ত কোনো কিছুর উপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বত্বের অস্তিত্ব প্রাসঙ্গিক হয়।

উক্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে,

(ক) উহা যে আইনি চরিত্র আরোপ করে, উক্ত আইনি চরিত্র রায়, আদেশ বা ডিক্রি বলবৎ হওয়ার সময় হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল ;

(খ) উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যে আইনি চরিত্রের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করে, উক্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রি ঘোষণার সময় হইতেই তাহা সেই ব্যক্তির অনুকূলে উদ্ভূত হইয়াছিল ;

(গ) উহা উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে যে আইনি চরিত্র হরণ করে, উক্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রিমূলে তাহা যে সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছিল বা হওয়া উচিৎ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা সেই সময় হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছিল ; এবং

(ঘ) উহা যে ব্যক্তিকে যাহা কিছুর অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা যে সময় হইতে উক্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রিমূলে তাহার সম্পত্তি হইয়াছে বা হওয়া উচিৎ বলিয়া ঘোষণা করে, সেই সময় হইতেই তাহার সম্পত্তি ছিল।

৪০ ধারায় উল্লিখিত কোনো রায়, আদেশ বা ডিক্রি ব্যাতিরেকে অন্য কোনো রায়, আদেশ বা ডিক্রির প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা

৪১। ৪০ ধারায় উল্লিখিত কোনো রায়, আদেশ বা ডিক্রি ব্যাতিরেকে অন্য কোনো রায়, আদেশ বা ডিক্রি সংশ্লিষ্ট সার্বজনীন প্রকৃতির অনুসন্ধান সম্পর্কিত হইলে উহা প্রাসঙ্গিক ; তবে উহা উক্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রিতে বর্ণিত বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ নহে।

উদাহরণ –

'ক' তাহার ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করিবার অভিযোগে 'খ' এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে। উক্ত ভূমিতে জনসাধারণের চলাচলের অধিকারের অস্তিত্ব রহিয়াছে মর্মে 'খ' দাবি করে। এই দাবি 'ক' অস্বীকার করে।

একই ভূমিতে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে 'গ' এর বিরুদ্ধে 'ক' এর দায়েরকৃত অপর একটি মোকদ্দমায় বিবাদী 'গ' উক্ত একই ভূমিতে জনসাধারনের চলাচলের অধিকার রহিয়াছে মর্মে দাবী করে ; বিবাদী 'গ' এর অনুকূলে প্রদত্ত রায়ের অস্তিত্ব প্রাসঙ্গিক, তবে উহা উক্ত চলাচলের অধিকারের অস্তিত্ব থাকার চূড়ান্ত প্রমাণ নহে।

৩৯ হইতে ৪১ ধারায় উল্লিখিত কোনো রায়, আদেশ বা ডিক্রি ব্যাতিরেকে অন্য কোনো রায়, আদেশ বা ডিক্রি যখন প্রাসঙ্গিক

৪২। ৩৯, ৪০ ও ৪১ ধারায় উল্লিখিত কোন রায়, আদেশ বা ডিক্রি ব্যাতিরেকে অন্যান্য রায়, আদেশ বা ডিক্রি অপ্রাসঙ্গিক, যদি না উক্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রির অস্তিত্ব বিচার্য বিষয়, বা এই আইনের অপর কোনো বিধান অনুসারে প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' ও 'খ' কে জড়িত করিয়া একটি কুৎসামূলক লিখনের অভিযোগে 'গ' এর বিরুদ্ধে তাহারা উভয়ই পৃথকভাবে মানহানির মামলা দায়ের করে। 'গ' উভয় মামলাতেই দাবি করে যে, কুৎসামূলক বিষয়টি সত্য, এবং প্রেক্ষাপট এইরূপ যে, ইহা সম্ভবত উভয় মামলাতেই সত্য অথবা কোনোটিতেই সত্য নহে।

'গ' তাহার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হওয়ায় 'ক' তাহার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের ডিক্রি প্রাপ্ত হয়। 'খ' এবং 'গ' এর মধ্যে উক্ত ডিক্রি প্রাপ্তির ঘটনাটি অপ্রাসঙ্গিক।

(খ) 'ক' তাহার স্ত্রী 'গ' এর সহিত ব্যভিচারের অভিযোগে 'খ' এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তবে 'গ' যে 'ক' এর স্ত্রী তাহা 'খ' অস্বীকার করে, কিন্তু আদালত 'খ' কে ব্যভিচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে।

পরবর্তীতে, 'ক' এর জীবদ্দশায় 'খ' কে বিবাহ করিবার কারণে 'গ' এর বিরুদ্ধে বহুগামিতার অভিযোগে মামলা হয়। 'গ' দাবি করে যে, সে কখনোই 'ক' এর স্ত্রী ছিল না।

'খ' এর বিরুদ্ধে পূর্বের মামলার প্রদত্ত রায়টি 'গ' এর বিরুদ্ধে অপ্রাসঙ্গিক।

(গ) গোরু চুরির অভিযোগে 'খ' এর বিরুদ্ধে 'ক' মামলা দায়ের করে। 'খ' দোষী সাব্যস্ত হয়।

উপরোক্ত মামলায় দোষী সাব্যস্ত হইবার পূর্বেই 'খ' গোরুটি 'গ' এর নিকট বিক্রয় করিয়াছিল।

'ক' পরবর্তীতে উক্ত গোরুর জন্য 'গ' এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে।

'খ' এর বিরুদ্ধে প্রদত্ত পূর্বের মামলার রায় 'ক' ও 'গ' এর মধ্যে আনীত মোকদ্দমায় অপ্রাসঙ্গিক।

(ঘ) 'খ' এর বিরুদ্ধে আনীত একটি জমি দখলের মোকদ্দমায় 'ক' ডিক্রি প্রাপ্ত হয়। ইহার প্রেক্ষিতে 'ক' কে 'খ' এর পুত্র 'গ' হত্যা করে।

অপরাধের অভিসন্ধি প্রমাণের জন্য উপরোক্ত রায়টি প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) 'ক' চুরির দায়ে অভিযুক্ত। ইতিপূর্বে 'ক' চুরির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, বর্তমান মামলায় 'ক' দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে তাহা প্রাসঙ্গিক হইবে।

(চ) 'খ' কে খুনের দায়ে 'ক' অভিযুক্ত। কুৎসা রটনার দায়ে 'ক' এর বিরুদ্ধে 'খ' ইতিপূর্বে একটি মামলা দায়ের করিয়াছিল এবং 'ক' উক্ত মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এই ঘটনাটি খুনের অভিসন্ধি প্রমাণ করিবার জন্য অন্যতম বিচার্য বিষয় হিসেবে ৬ ধারার আওতায় প্রাসঙ্গিক।

(ছ) 'ক' নালিশী সম্পত্তি তাহার পৈতৃক সম্পত্তি দাবি করিয়া 'খ' এর বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। 'খ' দাবি করে 'ক' নালিশী সম্পত্তির প্রকৃত মালিকের পুত্র নয়। ইতিপূর্বে 'গ' এই মর্মে অপর একটি মোকদ্দমার রায় ও ডিক্রি প্রাপ্ত হয় যে,'ক' পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি 'গ' এর নিকট বিক্রয় করিয়াছে। 'গ' কর্তৃক দায়েরকৃত মোকদ্দমায় 'ক' মোকাবেলা বিবাদী থাকিলেও সে উক্ত মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজেকে নালিশী সম্পত্তির পৈতৃক ওয়ারিশ প্রকাশ না করায় এবং নালিশী সম্পত্তিতে 'ক' পৈতৃক ওয়ারিশ কিনা এই মর্মে বিচার্য বিষয় না থাকায় পূর্বের মোকদ্দমার রায় বর্তমান মোকদ্দমায় 'খ' এর বিরুদ্ধে অপ্রাসঙ্গিক।

রায় প্রাপ্তির জন্য প্রতারণা বা যোগসাজশ, বা আদালতের এখতিয়ারহীনতা প্রমাণ করা যাইতে পারে

৪৩। কোনো মোকদ্দমা বা অন্য কোনো কার্যধারার কোনো পক্ষ প্রকাশ করিতে পারে যে, কোনো রায়, আদেশ বা ডিক্রি, যাহা ৩৯, ৪০ বা ৪১ ধারার অধীনে প্রাসঙ্গিক, এবং বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক প্রমাণিত, উহা এইরূপ একটি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল যাহার উক্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিবার এখতিয়ার ছিল না, বা উহা প্রতারণা বা যোগসাজশের মাধ্যমে হাসিল করা হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়

তৃতীয় পক্ষের অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক

বিশেষজ্ঞের অভিমত

৪৪। যেক্ষেত্রে আদালতকে কোনো বিদেশি আইন, অথবা বিজ্ঞান, শারীরিক বা ফরেনসিক সাক্ষ্য বা ডিজিটাল রেকর্ড বা কলা (art) বিষয়ে, অথবা হস্তাক্ষর, বা টিপসহি বা পায়ের পাতার ছাপ বা তালুর ছাপ বা চোখের আইরিসের ছাপ (iris impression) বা মুদ্রিত লিখন বা বাণিজ্যিক বা প্রায়োগিক শব্দের ব্যবহার বা কোনো ব্যক্তি বা প্রাণির পরিচয় সনাক্তকরণে কোনো অভিমতে পৌঁছাইতে হয়, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদেশী আইন, অথবা বিজ্ঞান, বা শারীরিক বা ফরেনসিক সাক্ষ্য বা ডিজিটাল রেকর্ড বা কলা বিষয়ে, অথবা হস্তাক্ষর, বা টিপসহি বা পায়ের পাতার ছাপ বা তালুর ছাপ বা চোখের আইরিসের ছাপ (iris impression) বা মুদ্রিত লিখন বা বাণিজ্যিক বা প্রায়োগিক শব্দের ব্যবহার বা কোনো ব্যক্তি বা

প্রাণির পরিচয় সনাক্তকরণে যে সকল ব্যক্তির বিশেষ পারদর্শিতা রহিয়াছে, তাহাদের অভিমত প্রাসঙ্গিক এবং ঐ সকল ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ বলা হয়।

তবে, বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন অবশ্যই -

(ক) বিশেষজ্ঞের যোগ্যতা সর্ম্পকে বিশদ বর্ণনা প্রদান করিবে ;

(খ) বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদনটি যে সকল তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করিয়া এবং কি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার বর্ণনা প্রদান করিবে ;

(গ) যে ব্যক্তি বা যাহার তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞ-প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করিবার জন্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাহার সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করিবে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) প্রশ্ন এই যে, 'ক' এর মৃত্যু বিষ প্রয়োগে হইয়াছিল কিনা।

যে বিষ দ্বারা 'ক' এর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে, উহার উপসর্গ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত প্রাসঙ্গিক।

(খ) প্রশ্ন এই যে, 'ক' একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনকালে মানসিক অসুস্থতার দরুণ উক্ত কার্যের ধরণ বা প্রকৃতি, অথবা সে যাহা করিতেছিল তাহা অন্যায় বা আইন বিরোধী উহা অনুধাবনে অপারগ ছিল কিনা।

'ক' এর মধ্যে যেই সকল উপসর্গ পরিলক্ষিত হইয়াছিল উহা সাধারণভাবে মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ কিনা, এবং অনুরূপ মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার ফলে কেহ তাহার কাজের ধরণ বা প্রকৃতি অনুধাবন করিতে, অথবা সে যাহা করে উহা অন্যায় বা আইন বিরোধী, উহা অনুধাবন করিতে অপারগ ছিল কিনা, সেই প্রশ্নে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত প্রাসঙ্গিক।

(গ) প্রশ্ন এই যে, সংশ্লিষ্ট দলিলটি 'ক' কর্তৃক লিখিত কিনা। 'ক' কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রমাণিত বা স্বীকৃত অপর একটি দলিল উপস্থাপন করা হয়।

দলিল দুইটি একই ব্যক্তি অথবা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত কিনা, সেই প্রশ্নে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) 'ক' একটি দলিল বাতিলের প্রার্থনায় 'খ' এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে। 'ক' দাবি করে যে, দলিলটিতে তাহাকে দাতা দেখানো হইলেও তিনি উক্তরূপ কোনো দলিল 'খ' বরাবর সম্পাদন করিয়া দেন নাই। 'ক' এর আবেদনের প্রেক্ষিতে দলিলে প্রদত্ত 'ক' এর স্বাক্ষরটি হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করা হইলে বিশেষজ্ঞ এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, 'ক' এর স্বাক্ষরের সহিত তর্কিত দলিলে প্রদত্ত 'ক' এর নামীয় স্বাক্ষরে কিছু অমিল পরিলক্ষিত হয়। 'খ' দাবি করে যে 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবে দলিলটিতে ভিন্নভাবে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছে এবং 'খ' দলিলটির সঠিকতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে দলিলটি সম্পাদন করার সময় উপস্থিত সাক্ষী, দাতার সনাক্তকারী সাক্ষীসহ গুরুত্বপূর্ণ আরও সাক্ষীদের সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করে। এইরূপক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য অপরাপর গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যের সহিত কেবল অন্যতম সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হইবে।

(ঙ) প্রশ্ন এই যে, একটি ডিজিটাল রেকর্ড বিকৃত করিয়া সৃজিত হইয়াছে কিনা।

এইক্ষেত্রে তর্কিত ডিজিটাল রেকর্ডটির সঠিকতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রাসঙ্গিক।

ডিজিটাল সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত

৪৫। যখন কোনো বৈচারিক কার্যক্রমে আদালতকে কোনো কম্পিউটারের মাধ্যমে অথবা কোনো ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রেরিত বা সঞ্চিত কোনো তথ্য উপাত্ত সম্পর্কিত কোনো ঘটনা বিষয়ে অভিমতে উপনীত হইতে হয়, তখন উক্ত ডিজিটাল সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের অভিমত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শারীরিক বা ফরেনসিক সাক্ষ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভিমত

৪৬। (১) আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো সাক্ষী শারীরিক বা ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করিবে না যদি না, (২) উপ-ধারার বিধান অনুসারে, তাহার প্রতিবেদনের একটি কপি সকল পক্ষকে প্রদান করা হয়।

(২) একজন বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন, যে পক্ষের আবেদনক্রমে তাহাকে পরীক্ষা করা হয়, সেইপক্ষ বরাবর নহে বরং আদালতে দাখিল করিতে হইবে এবং তাহার দায়িত্ব হইবে আদালতকে সহায়তা করা।

বিশেষজ্ঞদের অভিমতের উপর নির্ভরশীল ঘটনাসমূহ

৪৭। যখন বিশেষজ্ঞগণের মতামতসমূহ প্রাসঙ্গিক, তখন কোনো ঘটনা অন্যভাবে প্রাসঙ্গিক না হইলেও প্রাসঙ্গিক হয় যদি উহা বিশেষজ্ঞের অভিমতকে সমর্থন করে বা উক্ত অভিমতের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

উদাহরণসমূহ –

(ক) প্রশ্ন এই যে, ‘ক’ কে বিশেষ কোনো বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল কিনা। অন্যান্য যাহাদেরকে উক্ত বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়াছিল যেইগুলিকে বিশেষজ্ঞগণ উক্ত বিষের উপসর্গ বলিয়া নিশ্চিত করে বা নাকচ করে, উহা প্রাসঙ্গিক।

(খ) প্রশ্ন এই যে, একটি নির্দিষ্ট সামুদ্রিক প্রাচীর দ্বারা একটি পোতাশ্রয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইয়াছে কিনা।

ঘটনা এই যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে একইভাবে সৃষ্ট অন্যান্য পোতাশ্রয়, যেইখানে উক্তরূপ কোনো সামুদ্রিক প্রাচীর নাই, সেইখানেও একই সময়ে একই রকম প্রতিবন্ধকতা শুরু হইয়াছিল, উহা প্রাসঙ্গিক।

হস্তাক্ষর সংক্রান্ত অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক

৪৮। একটি দলিল কোন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত বা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেই সম্পর্কে আদালতকে যখন কোনো অভিমতে উপনীত হইতে হয়, তখন যে ব্যক্তি কর্তৃক উহা লিখিত বা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা হয়, উহা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত বা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বা হয় নাই বলিয়া উক্ত ব্যক্তির হস্তাক্ষরের সহিত পরিচিত কোনো ব্যক্তির অভিমত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা-১

কোনো ব্যক্তিকে অপর কোনো ব্যক্তির হস্তাক্ষরের সহিত পরিচিত বলিয়া গণ্য করা হইবে -

(ক) যখন উক্ত ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিয়াছে, বা

(খ) যখন উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বাধীনে এবং সেই ব্যক্তির ঠিকানায় প্রেরিত লিখিত কোনো দলিলের প্রতিউত্তরে সেই ব্যক্তির লিখিত কোনো দলিল গ্রহণ করিয়াছে, বা

(গ) যখন স্বাভাবিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সেই ব্যক্তির লিখিত দলিল উক্ত ব্যক্তির নিকট নিয়মিতভাবে দাখিল করা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা-২

হস্তাক্ষর বলিতে স্বাক্ষর ও লেখনিকেও বুঝাইবে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) প্রশ্ন এই যে, সংশ্লিষ্ট পত্রটি লন্ডনস্থ বণিক ‘ক’ এর হস্তলিখিত কিনা।

‘খ’ চট্টগ্রামের একজন বণিক, যিনি ‘ক’ এর ঠিকানায় পত্রাদি লিখিয়াছিলেন এবং ‘ক’ এর দ্বারা লিখিত বলিয়া প্রতিভাত পত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ‘খ’ এর করণিক ‘গ’, যাহার দায়িত্ব ছিল ‘খ’ এর নিকট আদান প্রদানকৃত পত্রাদি পরীক্ষা ও নথিভুক্ত করা। ‘খ’ এর দালাল (broker) ‘ঘ’, যাহার সহিত পরামর্শের উদ্দেশ্যে ‘ক’ কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রতিভাত পত্রাদি ‘খ’ নিয়মিতভাবে দাখিল করিত।

পত্রটি ‘ক’ এর লিখিত কিনা সেই প্রশ্নে ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ এর অভিমত প্রাসঙ্গিক, যদিও ‘খ’, ‘গ’ বা ‘ঘ’ কেহই কখনো ‘ক’ কে লিখিতে দেখে নাই।

(খ) কোনো এক ব্যক্তি ‘ক’ তাহার স্ত্রী ‘খ’, পুত্র ‘গ’, কন্যা ‘ঘ’ কে রাখিয়া মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পূর্বে ‘ক’ একটি অছিয়তনামা সম্পাদন ও স্বাক্ষর করিয়া গিয়াছিল। ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ এর নিকট ‘ক’ এর হস্তাক্ষর পরিচিত ছিল।

এইক্ষেত্রে অছিয়তনামাতে ‘ক’ এর হস্তাক্ষর ও দস্তখত সম্পর্কে ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ এর অভিমত প্রাসঙ্গিক।

ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্পর্কিত অভিমত যেই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক

৪৯। যখন আদালতকে কোনো ব্যক্তির ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্পর্কিত কোনো অভিমতে উপনীত হইতে হয়, সেই ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী বা প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের অভিমত প্রাসঙ্গিক।

অধিকার বা প্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কিত মতামত, যখন প্রাসঙ্গিক

৫০। কোনো সাধারণ প্রথা বা অধিকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে আদালতকে যখন কোনো অভিমতে উপনীত হইতে হয়, তখন উক্তরূপ প্রথা বা অধিকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিলে, যাহাদের ঐরূপ অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব ছিল, তাহাদের মতামত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা –

“সাধারণ প্রথা বা অধিকার” অভিব্যক্তিটি যেকোনো উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীর যৌথ প্রথা বা অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে।

উদাহরণ –

কোন গ্রামের অধিবাসীদের একটি নির্দিষ্ট জলাশয়ের পানি ব্যবহার করিবার অধিকার এই ধারার অর্থ অনুযায়ী একটি সাধারণ অধিকার।

রীতি, মতবাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত মতামত যখন প্রাসঙ্গিক

৫১। যখন আদালতকে,

(ক) কোনো জনগোষ্ঠী বা পরিবারের রীতি এবং মতবাদ সংক্রান্তে, বা

(খ) কোনো ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং পরিচালনা সংক্রান্তে, বা,

(গ) কোনো বিশেষ জেলায় বা বিশেষ জনগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ বা পরিভাষার অর্থ সংক্রান্তে,

কোনো অভিমত গ্রহণ করিতে হয়, তখন উহা সম্পর্কে যাহাদের জ্ঞানলাভের বা জ্ঞাত হইবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে তাহাদের মতামত প্রাসঙ্গিক।

সম্পর্ক বিষয়ক মতামত যখন প্রাসঙ্গিক

৫২। কোনো এক ব্যক্তির সহিত অপর কোনো ব্যক্তির সম্পর্ক বিষয়ে আদালতকে যখন কোনো অভিমতে উপনীত হইতে হয়, তখন এইরূপ কোনো ব্যক্তি যাহার, পরিবারের সদস্যরূপে বা অন্য কোনভাবে সেই বিষয়ে জ্ঞাত হইবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে, তাহার ঐরূপ সম্পর্কের অস্তিত্ব বিষয়ে, আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত মতামত, একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা ;

তবে শর্ত এই যে, উক্ত অভিমত The Divorce Act এর অধীনে আনীত কোনো কার্যধারায়, অথবা Penal Code এর ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৭ বা ৪৯৮ ধারার অধীনে আনীত কোনো ফৌজদারি কার্যক্রমে, বিবাহ প্রমাণের জন্য পর্যাপ্ত হইবে না।

উদাহরণসমূহ –

(ক) প্রশ্ন এই যে, 'ক' ও 'খ' পরস্পর বিবাহিত ছিল কিনা।

সাধারণভাবে তাহাদের বন্ধুবান্ধব তাহাদেরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে অভ্যর্থনা প্রদান করিত ও আপ্যায়ন করিত, এই সকল আচরণ প্রাসঙ্গিক।

(খ) প্রশ্ন এই যে, 'ক', 'খ' এর বৈধ পুত্র ছিল কিনা।

পরিবারের সদস্যগণ 'ক' কে সর্বদাই 'খ' এর পুত্র গণ্য করিত, এই ঘটনা প্রাসঙ্গিক।

অভিমতের কারণসমূহ যখন প্রাসঙ্গিক

৫৩। যখন কোনো জীবিত ব্যক্তির অভিমত প্রাসঙ্গিক, তখন যেই কারণ বা হেতুর উপর উক্ত অভিমত প্রতিষ্ঠিত, তাহাও প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ –

একজন বিশেষজ্ঞ তাহার অভিমতে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে তাহার সম্পাদিত পরীক্ষাসমূহের বিবরণ প্রদান করিতে পারেন।

চরিত্র যখন প্রাসঙ্গিক

দেওয়ানি মোকদ্দমায় আরোপিত আচরণ প্রমাণে চরিত্র,অপ্রাসঙ্গিক

৫৪ । অন্যভাবে প্রাসঙ্গিক ঘটনা হইতে কোন ব্যক্তির চরিত্র যতখানি প্রতীয়মান হয়, ততখানি ব্যতিরেকে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র এমন যাহা তাহার উপর আরোপিত কোনো আচরণকে সম্ভাব্য বা অসম্ভাব্য করিয়া তোলে এইরূপ ঘটনা দেওয়ানি মোকদ্দমায় অপ্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ –

প্রতারণা করিয়া দলিল সম্পাদন করা হইয়াছে এইরূপ দাবিতে 'খ' এর বিরুদ্ধে 'ক' সংশ্লিষ্ট দলিলটি বাতিলের মোকদ্দমা দায়ের করে। ইতিপূর্বে 'খ' আরও প্রতারণা করিয়াছিল এবং সে একজন প্রতারক এই মর্মে 'ক' এর পূর্বতন আচরণ বর্তমান মোকদ্দমায় প্রাসঙ্গিক হইবে না।

ফৌজদারি মামলায়, পূর্ববর্তী সৎ চরিত্র প্রাসঙ্গিক

৫৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি সৎ চরিত্রের অধিকারী, ইহা ফৌজদারি মামলায় প্রাসঙ্গিক।

পূর্ববর্তী মন্দ চরিত্র, উত্তরদান ব্যতীত অপ্রাসঙ্গিক

৫৬। অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্বতন মন্দ চরিত্র ফৌজদারি মামলায় অপ্রাসঙ্গিক, তবে তাহার চরিত্র ভালো প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা হইলে, তাহা প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা ১

যে মামলায় কোনো ব্যক্তির চরিত্র মন্দ কিনা তাহাই বিচার্য বিষয়, সেইক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য নহে।

ব্যাখ্যা ২

মন্দ চরিত্রের সাক্ষ্য হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্বতন দণ্ডাদেশ, প্রাসঙ্গিক।

ক্ষতিপূরণের প্রভাবক হিসেবে চরিত্র

৫৭। দেওয়ানি মোকদ্দমায় কোনো ব্যক্তির চরিত্র তাহার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণকে প্রভাবিত করিবার সম্ভাবনা থাকিলে উহা প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

ব্যাখ্যা –

অত্র আইনের ৫৪, ৫৫, ৫৬ এবং ৫৭ ধারায় "চরিত্র" শব্দটি খ্যাতি ও স্বভাব উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে ; তবে, ৫৬ ধারায় যেইরূপ বিধান করা হইয়াছে উহা ব্যতিরেকে, কেবল সাধারণ খ্যাতি ও স্বভাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে, তবে খ্যাতি বা স্বভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল যেই বিশেষ কার্যের মাধ্যমে সেই সম্পর্কে নহে।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রমাণ সম্পর্কিত

অষ্টম অধ্যায়

যে সকল ঘটনা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন

বৈচারিকভাবে অবগতিযোগ্য ঘটনা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন

৫৮। আদালত যেই ঘটনা বৈচারিক অবগতিতে (judicial notice) লইবে উহা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

আদালত যেই সকল ঘটনা আবশ্যিকভাবে বৈচারিক অবগতিতে লইবে

৫৯। আদালত নিম্নলিখিত ঘটনাবলি বৈচারিক অবগতিতে লইবে ঃ

(১) বাংলাদেশের সকল আইন ;

(২) সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধ সম্পর্কিত বিধিসমূহ ;

(৩) জাতীয় সংসদ এবং বর্তমানে যেই ভূখণ্ড লইয়া বাংলাদেশ গঠিত সেই সংক্রান্তে আইন প্রণয়নের জন্য যেই আইনসভার ক্ষমতা ছিল উহার কার্যধারা ;

(৪) (ক) বাংলাদেশের সকল আদালতের সিলমোহর,

(খ) নৌ ও সামুদ্রিক এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত এবং নোটারি পাবলিকের সিলমোহর, এবং

(গ) বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত সকল সিলমোহর ;

(৫) বাংলাদেশের কোনো সরকারি দপ্তরে সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য কোনো ব্যক্তির পদ প্রাপ্তি, উপাধি, খেতাব প্রাপ্তি, বৃত্তি প্রাপ্তি ও স্বাক্ষর, যদি উক্ত দপ্তরে তাহার নিয়োগের ঘটনাটি সরকারি প্রজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয় ;

(৬) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রত্যেক রাষ্ট্র বা সার্বভৌমত্বের অস্তিত্ব, উপাধি এবং জাতীয় পতাকা ;

(৭) সময়ের বিভাজন, বিশ্বের ভৌগোলিক বিভাজন, এবং সর্বসাধারণের উৎসব, রোজা বা উপবাস ও সরকারি প্রজ্ঞাপনে প্রকাশিত ছুটিসমূহ ;

(৮) বাংলাদেশের ভূখন্ড ;

(৯) বাংলাদেশ এবং অন্য যেকোনো রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈরিতার সূচনা, ধারাবাহিকতা এবং পরিসমাপ্তি ;

(১০) কোনো আদালতের বিচারকবৃন্দ ও কর্মচারী, তাহাদের সহযোগী এবং অধস্তন কর্মচারী ও সহকারী, এবং আদালতের আদেশ তামিলকারি সকল কর্মচারী, এবং সকল আইনজীবী এবং ইহার সম্মুখে হাজির হইয়া কার্য সম্পাদনে আইনানুগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম ;

(১১) স্থলপথ বা সমুদ্রপথ বা আকাশপথে চলাচলের নিয়মকানুন।

উপর্যুক্ত সকল ক্ষেত্রে এবং সার্বজনীন ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্যিক বিষয়ে আদালত উহার সহায়তার জন্য যথাযথ নির্দেশক বহি বা দলিল বিবেচনায় লইতে পারিবে।

কোনো ঘটনা বৈচারিক অবগতিতে লইবার জন্য যদি কোনো ব্যক্তি আদালতের নিকট আবেদন করে, তবে আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করে, উক্ত ব্যক্তি সেইরূপ বহি বা দলিল উপস্থাপন না করা পর্যন্ত আদালত উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারে।

উদাহরণ –

'ক' একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত। 'ক' কে নির্দোষ প্রমাণ করিতে 'ক' এর আইনজীবী একজন অপরিচিত লেখকের ফৌজদারি বিচার সম্পর্কিত একটি বুকলেটের কিছু বক্তব্য আদালতে দাখিল করেন। কথিত বুকলেটটি ইতিপূর্বে দেশের কোনো আদালত কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় উহা আদালত বিচারের ক্ষেত্রে গ্রহণ করিবে না।

স্বীকৃত ঘটনা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন

৬০। কোনো মোকদ্দমার শুনানির সময় পক্ষগণ বা তাহাদের প্রতিনিধিগণ যেই ঘটনা স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হয়, বা শুনানির পূর্বেই তাহারা লিখিতভাবে যাহা স্বীকার করিতে সম্মত হয়, বা সংশ্লিষ্ট সময়ে বলবৎ কোনো পক্ষ সমর্থনমূলক নিয়ম অনুসারে আরজি বা জবাবের মাধ্যমে তাহারা যাহা স্বীকার করিয়াছে বলিয়া গণ্য হয়, উহা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন ;

তবে শর্ত এই যে, আদালত, স্বীয় বিবেচনায়, এইরূপ স্বীকৃত ঘটনা উক্তরূপ স্বীকৃতি ভিন্ন অন্যভাবে প্রমাণের আদেশ দিতে পারে।

নবম অধ্যায়

মৌখিক সাক্ষ্য সম্পর্কিত

মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা ঘটনা প্রমাণ

৬১। দলিলের বিষয়বস্তু ব্যতিরেকে সকল ঘটনা মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

মৌখিক সাক্ষ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবে

৬২। মৌখিক সাক্ষ্য, সকল ক্ষেত্রে, অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইতে হইবে ; অর্থাৎ -

(ক) যদি ইহা এমন ঘটনার উল্লেখ করে যাহা দেখা যাইতে পারিত, তবে ইহা অবশ্যই এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য হইবে, যে বলে যে, সে উহা দেখিয়াছিল ;

(খ) যদি ইহা এমন ঘটনার উল্লেখ করে যাহা শোনা যাইতে পারিত, তবে ইহা অবশ্যই এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য হইবে, যে বলে যে, সে উহা শুনিয়াছিল ;

(গ) যদি ইহা এমন ঘটনার উল্লেখ করে যাহা অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ে অনুভব করা যাইতে পারিত, তবে ইহা অবশ্যই এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য হইবে, যে বলে যে, সে উক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বা সেই উপায়ে উহা অনুভব করিয়াছিল ;

(ঘ) যদি ইহা একটি মতামত বা যেই সকল হেতুতে উক্ত মতামত পোষণ করা হইয়াছে সেই সকল হেতুর উল্লেখ করে, তবে ইহা অবশ্যই এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য হইবে, যে সেই সকল হেতুতে উক্ত মতামত পোষণ করিয়াছিল ;

তবে শর্ত এই যে, সর্বসাধারণের নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো বিশেষজ্ঞের অভিমত, এবং যেই সকল হেতুতে উক্ত মতামত পোষণ করা হয়, উক্ত গ্রন্থ সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ করা যাইতে পারে, যদি উক্ত গ্রন্থের প্রণেতা মৃত বা নিখোঁজ বা সাক্ষ্য প্রদানে অপারগ হয়, অথবা যাহাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিতকরণ এইরূপ সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ, যাহা আদালত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করে ;

আরও শর্ত এই যে, যদি মৌখিক সাক্ষ্য দলিল ভিন্ন অপর কোনো বস্তুর অস্তিত্ব বা অবস্থার উল্লেখ করে, সেই ক্ষেত্রে আদালত, উপযুক্ত মনে করিলে, স্বীয় পরিদর্শনের জন্য উক্ত বস্তু উপস্থাপনের আদেশ প্রদান করিতে পারে।

উদাহরণ –

‘ক’ একটি হত্যা মামলার আসামি। ‘ক’ কে নির্দোষ প্রমাণ করিতে ‘ক’ এর আইনজীবী আদালত কর্তৃক স্বীকৃত একজন বিখ্যাত লেখকের চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কিত একটি গ্রন্থের বক্তব্য আদালতে উপস্থাপন করে।

বক্তব্যটি স্বীকৃত চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞের বক্তব্য হওয়ায় এবং উক্ত লেখক মৃত হওয়ায় তাহা অত্র ধারার আওতায় মৌখিক সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যাইবে।

দশম অধ্যায়

দালিলিক সাক্ষ্য সম্পর্কিত

দলিলসমূহের বিষয়বস্তুর প্রমাণ

৬৩। দলিলসমূহের বিষয়বস্তু প্রাথমিক বা দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

উদাহরণ –

‘ক’ নালিশী ভূমিতে তাহার স্বত্ব দাবি করিয়া স্বত্বের সমর্থনে একটি দানপত্র দলিলের সইমুহুরী নকল দাখিল করে। ‘ক’ আদালতে দাবি করে যে মূল দানপত্র দলিলটি পুড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু ‘ক’ এর এইরূপ দাবি অন্যান্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত নহে।

এইক্ষেত্রে, ‘ক’ এর দাখিলকৃত সইমুহুরী দলিলটি দ্বারা মোকদ্দমায় ‘ক’ এর স্বত্বের দাবি প্রমাণ হইবে না।

প্রাথমিক সাক্ষ্য (primary evidence)

৬৪। প্রাথমিক সাক্ষ্য অর্থ, সংশ্লিষ্ট দলিলটিই আদালতের পর্যবেক্ষণের জন্য উপস্থাপন করা।

ব্যাখ্যা- ১

যেক্ষেত্রে একটি দলিল কয়েকটি অংশে সম্পাদিত হয়, সেইক্ষেত্রে দলিলটির প্রত্যেক অংশই প্রাথমিক সাক্ষ্য।

যেক্ষেত্রে একটি দলিল প্রতিলিপিসহ সম্পাদিত হয়, যাহার প্রতিটি প্রতিলিপি পক্ষগণের কেবল এক বা একাধিক পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রত্যেকটি প্রতিলিপি হইল সম্পাদনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সাক্ষ্য।

ব্যাখ্যা- ২

যেক্ষেত্রে কয়েকটি দলিল একটি অভিন্ন পদ্ধতিতে, যেমন- মুদ্রণ, লিথোগ্রাফি, ফটোকপি, ফটোগ্রাফি বা ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দলিল সংশ্লিষ্ট দলিলগুলির বিষয়বস্তুর প্রাথমিক সাক্ষ্য ; তবে যেক্ষেত্রে উহার সবগুলিই একটি সাধারণ মূল দলিলের অনুলিপি, সেইক্ষেত্রে ঐগুলি মূল দলিলটির বিষয়বস্তুর প্রাথমিক সাক্ষ্য নহে।

উদাহরণ –

একজন ব্যক্তির দখলে কয়েকটি প্রচারপত্র পাওয়া যায়, যেগুলো একটি মূল প্রচারপত্র হইতে একই সময়ে মুদ্রিত। প্রচারপত্রগুলির প্রত্যেকটি একটি অন্যটির বিষয়বস্তুর প্রাথমিক সাক্ষ্য, তবে সেইগুলির কোনোটিই মূল প্রচারপত্রটির বিষয়বস্তুর প্রাথমিক সাক্ষ্য নহে।

দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য **(secondary evidence)**

৬৫। দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য বলিতে বুঝায় ও অন্তর্ভুক্ত করে -

(১) এই আইনে পরবর্তীতে বর্ণিত বিধানের অধীনে প্রদত্ত সহিমোহরকৃত অনুলিপি ;

(২) মূল (original) হইতে যান্ত্রিক বা ইলেকট্রিকাল বা ডিজিটাল উপায়ে প্রস্তুতকৃত অনুলিপি যাহা স্বয়ং অনুলিপিটির নির্ভুলতা নিশ্চিত করে, এবং উক্ত অনুলিপির সহিত তুলনাকৃত অনুলিপি ;

(৩) মূল (original) হইতে প্রস্তুতকৃত বা মূল (original) এর সহিত তুলনাকৃত অনুলিপি ;

(৪) কোনো দলিলের প্রতিলিপি যে পক্ষ সম্পাদন করে নাই, তাহার বিরুদ্ধে উহা ব্যবহারের ক্ষেত্র ;

(৫) যে ব্যক্তি নিজে সংশ্লিষ্ট দলিলটির বিষয়বস্তু দেখিয়াছে, উক্ত দলিলের বিষয়বস্তু সর্ম্পকে সেই ব্যক্তির প্রদত্ত মৌখিক বিবরণ।

উদাহরণসমূহ –

(ক) যেক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, একটি আলোকচিত্র মূল বস্তুরই আলোকচিত্র, সেক্ষেত্রে তুলনাকৃত না হইলেও উক্ত আলোকচিত্রটি উহার মূল বিষয়বস্তুর দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য।

(খ) একটি অনুলিপিকারী যন্ত্রের দ্বারা প্রস্তুতকৃত একটি চিঠির অনুলিপির সাথে তুলনাকৃত একটি অনুলিপি চিঠিটির বিষয়বস্তুর দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য, যদি প্রতীয়মান হয় যে, অনুলিপিকারী যন্ত্রের দ্বারা প্রস্তুতকৃত অনুলিপিটি মূল (original) হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

(গ) একটি অনুলিপি হইতে প্রতিলিপিকৃত, কিন্তু পরবর্তীতে মূল (original) এর সহিত তুলনাকৃত, কোন অনুলিপি দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য ; তবে উক্তভাবে তুলনাকৃত না হইলে অনুলিপিটি মূল (original) এর দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য নহে, যদিও যেই অনুলিপি হইতে উহা প্রতিলিপিকৃত হইয়াছিল তাহা মূল (original) এর সহিত তুলনাকৃত হইয়াছিল।

(ঘ) মূল দলিলের সহিত তুলনাকৃত কোনো অনুলিপির মৌখিক বিবরণ, বা মূল দলিলের আলোকচিত্র বা যান্ত্রিক-অনুলিপির মৌখিক বিবরণ, কোনোটিই মূল দলিলের দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য নহে।

(ঙ) 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে ঠিকাদারি ব্যবসার সম্পর্ক। 'খ' এর বিরুদ্ধে 'ক' টাকা আদায়ের মামলা করে। 'ক' এর দাবি প্রমাণ করিতে 'ক' ঠিকাদারি ব্যবসায় দাখিলকৃত টেন্ডার কাগজাদির ফটোকপি দাখিল করে। টেন্ডার সম্পর্কিত মূল কাগজাদি 'খ' এর হেফাজতে থাকায় এবং 'ক' এর দাখিলকৃত টেন্ডার

কাগজাদির ফটোকপির সত্যতা লইয়া 'খ' এর আপত্তি না থাকায় 'ক' এর দাখিলকৃত টেন্ডার কাগজাদির এইরূপ ফটোকপিসমূহ আদালতে দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে।

(চ) মামলার রেকর্ড হইতে এজাহার বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (FIR) এর মূল কপি হারাইয়া গেলে উহার অবিকল নকল আদালতে দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হইবে যদি উহা যে ব্যক্তি প্রস্তুত করিয়াছিলো সে স্বয়ং উহার প্রস্তুতের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া মূল কপি হারাইয়া যাওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং মূল এজাহার বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (FIR) এর অবিকল নকল আদালতে সনাক্ত করে।

প্রাথমিক সাক্ষ্য দ্বারা দলিল প্রমাণ

৬৬। পরবর্তীতে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিরেকে যেকোনো দলিল অবশ্যই প্রাথমিক সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে।

যেই সকল ক্ষেত্রে দলিল সম্পর্কে দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে

৬৭। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে একটি দলিলের অস্তিত্ব, অবস্থা বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে ঃ-

(ক) যেক্ষেত্রে দেখানো হয় বা দেখা যায় যে দলিলটি এমন ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে -

(অ) যাহার বিরুদ্ধে দলিলটি প্রমাণ করিতে চাওয়া হয়, বা,

(আ) যে ব্যক্তি আদালতের এখতিয়ারাধীন নহে এবং আদালতের সমনের আওতার বাহিরে রহিয়াছে, বা

(ই) যিনি উহা উপস্থাপন করিতে আইনত বাধ্য, কিন্তু যখন, ৭০ ধারায় উল্লিখিত নোটিশের পরও, সেই ব্যক্তি উহা উপস্থাপন করে নাই ;

(খ) যেক্ষেত্রে মূল দলিলটি যাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা হয়, সেই ব্যক্তি বা তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত দলিলটির অস্তিত্ব, অবস্থা বা বিষয়বস্তু লিখিতভাবে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে;

(গ) যেক্ষেত্রে মূল দলিলটি বিনষ্ট হইয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে, বা যেক্ষেত্রে উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানকারী পক্ষ, তাহার নিজের ত্রুটি বা অবহেলা হইতে উদ্ভূত নহে, এইরূপ অন্য কোনো কারণে, যুক্তিসঙ্গত সময়ে উহা উপস্থাপন করিতে পারে না ;

(ঘ) যেক্ষেত্রে মূল দলিলটি এমন প্রকৃতির যাহা সহজে স্থানান্তরযোগ্য নহে ;

(ঙ) যেক্ষেত্রে মূল দলিলটি ৮৩ ধারার অর্থ অনুসারে একটি সরকারি দলিল ;

(চ) যেক্ষেত্রে মূল দলিলটি এইরূপ, যাহার প্রত্যয়িত অনুলিপি অত্র আইন, বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য যেকোন আইন অনুসারে সাক্ষ্য হিসেবে প্রদানের জন্য অনুমোদিত ;

(ছ) যেক্ষেত্রে মূল দলিলসমূহ বহুসংখ্যক বিবরণী বা অন্যান্য দলিলের সমন্বয়ে গঠিত যাহা আদালতে পরীক্ষা করা সুবিধাজনক নহে, এবং প্রমাণীতব্য ঘটনাটি সামগ্রিক সংগ্রহের সাধারণ ফলস্বরূপ।

(ক), (গ) ও (ঘ) এর ক্ষেত্রে দলিলটির বিষয়বস্তু সর্ম্পকে যেকোনো দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

(খ) এর ক্ষেত্রে লিখিত স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য।

(ঙ) বা (চ) এর ক্ষেত্রে দলিলটির প্রত্যয়িত অনুলিপি ব্যতিরেকে অন্য কোন ধরনের দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে।

(ছ) এর ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি দলিলসমূহ পরীক্ষা করিয়াছে, এবং যিনি উক্তরূপ দলিল পরীক্ষায় দক্ষ, সেই ব্যক্তি দলিলগুলির সার্বিক ফলাফল সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে।

উদাহরণ –

(ক) 'ক' তাহার দাবির সমর্থনে একটি দলিলের ফটোকপি দাখিল করে যাহার মূলকপি বিবাদী 'খ' এর হেফাজতে রহিয়াছে এবং আদালত 'ক' এর আবেদনের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত মূল দলিলটি দাখিল করিতে 'খ' কে নির্দেশ প্রদান করে। 'ক' এর দাখিলকৃত দলিলের ফটোকপি সম্পর্কে 'খ' এইরূপ কোন দাবি করে নাই যে দাখিলকৃত উক্ত ফটোকপি তাহার দ্বারা সরবরাহকৃত নয় বা ফটোকপিটি মূল দলিলের ফটোকপি নয়।
এইক্ষেত্রে 'ক' এর দাখিলকৃত দলিলের ফটোকপি আদালতে দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

(খ) 'ক' তাহার স্বত্বের সমর্থনে একটি দলিলের ফটোকপি আদালতে দাখিল করে। উক্ত ফটোকপির বিরুদ্ধে অপর পক্ষ কোনো আপত্তি উত্থাপন করে নাই। 'ক' মূল দলিলটি তাহার কাছে না থাকিবার পর্যাপ্ত কারণ যদি আদালতে প্রদর্শন করিতে পারে তবে সেইক্ষেত্রে 'ক' এর দাখিলকৃত দলিলের ফটোকপি দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হইবে।

ডিজিটাল রেকর্ড সম্পর্কিত সাক্ষ্যের বিধানাবলি

৬৮। কোনো ডিজিটাল রেকর্ডের বিষয়বস্তু ৬৯ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রমাণ করা যাইতে পারে।

ডিজিটাল রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা

৬৯। (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এই ধারার শর্তসমূহ পূরণ হইলে, ডিজিটাল রেকর্ডে থাকা কোনো তথ্য যাহা কাগজে মুদ্রিত বা কম্পিউটারের মাধ্যমে সৃজিত অপটিক্যাল বা ম্যাগনেটিক মাধ্যমে সংরক্ষিত, ধারণকৃত বা নকলকৃত (অতঃপর কম্পিউটার আউটপুট বলিয়া উল্লিখিত) উহা দলিল বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোনো অতিরিক্ত প্রমাণ বা মূল উপস্থাপন ব্যতিরেকেই কোনো কার্যধারায় মূল বিষয়বস্তুর বা উহাতে বর্ণিত কোনো ঘটনার, যাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, উহার সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(২) কম্পিউটার আউটপুট বিষয়ে (১) উপ-ধারায় উল্লিখিত শর্তসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) তথ্য সম্বলিত কম্পিউটার আউটপুটটি এমন সময়কালে সৃজিত হইয়াছিল যখন কম্পিউটারটি ব্যবহার বিষয়ে আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কার্যের উদ্দেশ্যে তথ্য সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াকরণের জন্য কম্পিউটারটি নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হইত ;

(খ) সংশ্লিষ্ট সময়কালে, ডিজিটাল রেকর্ডে সংরক্ষিত তথ্য বা যে তথ্য হইতে সেই তথ্য উদ্ভূত, যাহা উক্ত কার্যের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে নিয়মিতভাবে কম্পিউটারে সংরক্ষিত হইত ;

(গ) সংশ্লিষ্ট সময়কালের অধিকাংশ সময়ব্যাপী, কম্পিউটারটি ঠিকভাবে কাজ করিত অথবা, যদি নাও করিয়া থাকে, তবে, সেই সময়কালের যে অংশে তাহা ঠিকভাবে কাজ করিত না বা অকেজো ছিল, তাহা ডিজিটাল রেকর্ড বা ইহার বিষয়বস্তুর সঠিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার মতো যথেষ্ট ছিল না ; এবং

(ঘ) যে ধরণের তথ্যাদি স্বাভাবিক কর্ম প্রক্রিয়াতে কম্পিউটারে সরবরাহ করা হইয়াছে, ডিজিটাল রেকর্ডে থাকা সেই সকল রক্ষিত তথ্য হইতে যে তথ্য পুনরূৎপাদিত হয় বা উদ্ভূত হয়।

(৩) যে ক্ষেত্রে (২) উপ-ধারার (ক) দফায় উল্লিখিত সময়কালে নিয়মিতভাবে পরিচালিত কার্যের উদ্দেশ্যে তথ্য সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াকরণের কর্মটি এমন কম্পিউটারগুলির মাধ্যমে সম্পাদিত হইয়াছিল কিনা, যাহা–

(ক) সংশ্লিষ্ট সময়কালে সক্রিয় একাধিক কম্পিউটারের সমাহার ; বা

(খ) সংশ্লিষ্ট সময়কালে ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় বিভিন্ন কম্পিউটার ; বা

(গ) সংশ্লিষ্ট সময়কালে ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় বিভিন্ন কম্পিউটারের সমাহার ; বা

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সময়কালে অন্য যেকোনো উপায়ে, যেকোনো ক্রমে, ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় এক বা একাধিক কম্পিউটার এবং এক বা একাধিক কম্পিউটারের সমাহার,

সেইক্ষেত্রে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সেই সময়কালে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার একটি কম্পিউটার বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং এই ধারায় নির্দেশিত কম্পিউটার শব্দটি সেইভাবে ব্যাখ্যায়িত হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো কার্যধারায় এই ধারাবলে কোন বক্তব্য সাক্ষ্য হিসেবে প্রদান করিতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়, সেই ক্ষেত্রে একটি প্রত্যয়নপত্র যাহাতে নিম্নলিখিত যেকোনো বিষয় উল্লেখ থাকে, যথা –

(ক) বক্তব্য সম্বলিত ডিজিটাল রেকর্ড সনাক্তকরণ এবং যে পন্থায় উহা সৃজিত হইয়াছিল উহার বিবরণ ;

(খ) উক্ত ডিজিটাল রেকর্ড সৃজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো যন্ত্রের সেইরূপ বিবরণ প্রদান, যাহা উক্ত ডিজিটাল রেকর্ডটি যে একটি কম্পিউটারের মাধ্যমে সৃজিত হইয়াছিল, উহা প্রদর্শনের জন্য যথোপযুক্ত হইতে পারে;

(গ) (২) উপ-ধারায় বর্ণিত শর্তাবলি অনুসারে যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ,

এবং যাহা সংশ্লিষ্ট যন্ত্র পরিচালনা বা সংশ্লিষ্ট কার্যের ব্যবস্থাপনায় (যাহা প্রযোজ্য) সম্পৃক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় ; উহা প্রত্যয়নপত্রে বর্ণিত যেকোনো বিষয়ের সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হইবে ; এবং এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উহা প্রত্যয়নকারী ব্যক্তির যথার্থ জ্ঞান ও বিশ্বাসযোগ্য হইবার জন্য যথেষ্ট হইবে।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে –

(ক) যদি কম্পিউটারে যেকোন উপযুক্ত আকারে এবং সরাসরি বা (কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপসহ বা ব্যতিরেকে) যেকোনো উপযুক্ত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা হইয়া থাকুক না কেন, তবে উক্ত কম্পিউটারে তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(খ) যেক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারি তাহার কার্য সম্পাদনকালে, সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে কোন তথ্য কম্পিউটারে সরবরাহ করে এবং তাহা উক্ত কার্য বহির্ভূতভাবে পরিচালনা করে, তবে যদি যথাযথভাবে উক্ত কম্পিউটারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত কার্যকালে সেই তথ্য উক্ত কম্পিউটারেই সরবরাহ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(গ) একটি কম্পিউটার প্রদত্ত তথ্য (output) কম্পিউটারের মাধ্যমে সৃজিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে যদি উহা, কম্পিউটারের মাধ্যমে সরাসরি বা (কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপসহ বা ব্যতিরেকে) যেকোনো উপযুক্ত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সৃজিত হয়।

ব্যাখ্যা –

এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য তথ্য হইতে উদ্ভূত কোনো তথ্য বলিতে সেই তথ্য হইতে গণনা, তুলনা বা অন্য যেকোনো উপায়ে উদ্ভূত তথ্য নির্দেশ করিবে বা বুঝাইবে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) ‘ক’ কে ‘খ’ প্রহার করিয়া গুরুতরভাবে জখম করে। কিন্তু পূর্বশত্রুতার জের ধরিয়া ‘ক’, ‘খ’ এর বিরুদ্ধে মামলা না করিয়া ‘গ’ এর বিরুদ্ধে মামলা করে। বিচার চলাকালে ‘গ’ ঘটনাস্থলে থাকা একটি ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন (CCTV) এর ফুটেজ উপস্থাপন করে যেখানে দেখা যায় যে ‘ক’ কে ‘খ’ প্রহার করিতেছে। উক্ত ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন (CCTV) ফুটেজটি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

(খ) নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী ‘ক’ বিজয়ী প্রার্থী ‘খ’ এর বিরুদ্ধে অসাধু উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভের অভিযোগ আনয়ন করে। ‘ক’ দাবি করে যে, নির্বাচনি প্রচারণা চলাকালে ‘খ’ এর বিভিন্ন নির্বাচনি সমাবেশে ‘ক’ খুনের মামলার আসামি বলিয়া অসত্য বক্তব্য ও ঘোষণা প্রদান করা হয় এবং প্যারোডি গান বাজানো হয়। ‘ক’ তাহার দাবির সমর্থনে উল্লিখিত বক্তব্য, ঘোষণা ও প্যারোডি গান ধারণকৃত সিডি (compact disk / CD) আদালতে উপস্থাপন করিলেও উহার সহিত কোনো প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হয়। যেহেতু উক্ত বক্তব্য, ঘোষণা ও গান অন্য যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করিয়া একটি কম্পিউটারের মাধ্যমে সিডি (CD) তে প্রবিষ্ট করাইয়া উক্ত সিডি (CD) প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেইহেতু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র ব্যতিরেকে উহা আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য উপস্থাপন করিবার নোটিশ সংক্রান্ত নিয়মাবলি

৭০। ধারা ৬৭ এর (ক) দফায় উল্লিখিত দলিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য প্রদানে ইচ্ছুক পক্ষ দলিলটি যাহার হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে সেই পক্ষকে বা তাহার আইনজীবীকে পূর্বেই উহা উপস্থাপনের জন্য আইনে নির্ধারিত নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে উক্ত দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে

না, তবে যদি আইনে কোনো নির্ধারিত নোটিশের বিধান না থাকে, সেইক্ষেত্রে মোকদ্দমার পরিস্থিতি বিবেচনায় আদালত যেইরূপ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নলিখিত যেকোন ক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবার জন্য উক্তরূপ নোটিশের প্রয়োজন হইবে না ঃ–

(ক) যখন প্রমাণীতব্য দলিলটিই একটি নোটিশ ;

(খ) যখন মামলার ধরণ হইতে বিরুদ্ধপক্ষ অবশ্যই বুঝিতে পারে যে, তাহাকে উহা উপস্থাপন করিতে হইবে ;

(গ) যখন ইহা প্রতীয়মান বা প্রমাণিত যে, বিরুদ্ধপক্ষ প্রতারণা বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মূল দলিলটির হেফাজত গ্রহণ করিয়াছে ;

(ঘ) যখন বিরুদ্ধপক্ষ বা তাহার প্রতিনিধি আদালতে মূল দলিলটি দাখিল করিয়াছে ;

(ঙ) যখন বিরুদ্ধপক্ষ বা তাহার প্রতিনিধি দলিলটি হারাইয়া যাইবার কথা স্বীকার করিয়াছে ;

(চ) যখন যে ব্যক্তির হেফাজতে দলিলটি রহিয়াছে সে আদালতের এখতিয়ারের বাহিরে অবস্থান করে বা ইহার সমনের আওতাধীন নহে ;

আরো শর্ত থাকে যে, অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে যখন আদালত উক্তরূপ নোটিশ প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে বলিয়া উপযুক্ত মনে করে, সেইক্ষেত্রেও দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবার জন্য উক্তরূপ নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

উদাহরণ –

'ক' নালিশী সম্পত্তিতে তাহার দাবি প্রমাণ করিতে একটি কবুলিয়তের সইমুহুরী নকল দাখিল করে। উক্ত কবুলিয়তের সইমুহুরী নকল প্রমাণ করিতে অপর পক্ষ হইতে কোনো দাবি না করায় এবং সইমুহুরী নকলের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন না করায় কবুলিয়তের সইমুহুরী নকল আদালতে প্রদশর্নী হিসেবে চিহ্নিত হয়। এইক্ষেত্রে কবুলিয়তের মূল কপি তলব করা না হইলেও কবুলিয়তের এইরূপ সইমুহুরী নকল আদালতে দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

বৃহদাকারের বা জটিল প্রকৃতির সাক্ষ্য উপস্থাপনের পদ্ধতি

৭১। (১) চার্ট, সারাংশ বা অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক উপাদান বা বিষয়াদি, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যমে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা যাইতে পারে, যদি আদালতের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে -

(ক) অত্র আইনের বিধান অনুসারে প্রাসঙ্গিক এবং গ্রহণযোগ্য অন্যান্য সাক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আদালতের বোধগম্যতার জন্য সহায়ক হইবে এইরূপ উপাদান বা বিষয়াদি ;

(খ) কোন পক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষ্য এতই বৃহদাকারের বা জটিল প্রকৃতির যে উক্ত উপাদানসমূহ বা বিষয়াদি উল্লেখে আদালত সাক্ষ্য বিবেচনা ও মূল্যায়ন করা উপযুক্ত মর্মে বিবেচনা করে।

(২) (১) উপ-ধারা অনুসারে কোন উপাদান বা বিষয়াদির মাধ্যমে উপস্থাপিত ঘটনা বা মতামত, অবশ্যই প্রাসঙ্গিক এবং গ্রহনযোগ্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইতে হইবে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা বা মতামত শুধুমাত্র অন্য কোন ঘটনা বা মতামত প্রমাণের পরে গ্রহণযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে পরবর্তীতে উল্লিখিত ঘটনা বা মতামত অবশ্যই, প্রথমে উল্লিখিত ঘটনা বা মতামতের উপর সাক্ষ্য উপস্থাপনের পূর্বে প্রমাণ করিতে হইবে, যদি না সংশ্লিষ্ট পক্ষ উক্ত ঘটনা বা মতামত সংক্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য আদালতের সন্তুষ্টিমতে অঙ্গীকার প্রদান করে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন বৈচারিক কার্যধারায় (১) উপ-ধারায় উল্লিখিত কোন উপাদান বা বিষয়াদি সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত -

(ক) পক্ষকে উক্ত উপাদান বা বিষয়াদি, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক বা অন্য কোন মাধ্যমে সরবরাহ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারে ;

(খ) পক্ষগণকে উপাদান বা বিষয়াদি প্রস্তুতকারী ব্যক্তির পরিচয় এবং ঠিকানাসহ উক্ত উপাদান বা বিষয়াদি বা উহার অনুলিপি বা নমুনা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে ;

(গ) একটি সময়কাল নির্দিষ্টপূর্বক উক্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে উপাদান বা বিষয়াদি প্রস্তুতকারী ব্যক্তির পরিচয় এবং ঠিকানাসহ উক্ত উপাদান বা বিষয়াদি বা উহার অনুলিপি বা নমুনা অবশ্যই বৈচারিক কার্যধারার সকল পক্ষকে সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

দালিলিক সাক্ষ্যের প্রমাণ

উপস্থাপিত দলিলের স্বাক্ষরকারী বা লেখক বলিয়া দাবিকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর ও হস্তাক্ষর প্রমাণ

৭২। যদি একটি দলিল কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক লিখিত হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত স্বাক্ষর, বা দলিলটির যতটুকু তাহার লিখিত বলিয়া দাবি করা হয়, ততটুকুই উক্ত ব্যক্তির হস্তাক্ষর বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে।

উদাহরণ –

'ক' ও 'খ' কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি দলিল 'ক' আদালতে দাখিল করে। দলিলে বর্ণিত 'চ' ও 'ছ' তফসিলভুক্ত জমির মালিক যথাক্রমে 'ক' ও 'খ'। 'ক' তাহার স্বাক্ষর প্রমাণে সাক্ষ্য প্রদান করে, কিন্তু 'খ' আদালতে অনুপস্থিত থাকে। বিরোধীয় পক্ষ 'গ' দলিলটির গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে আপত্তি উত্থাপন করে। যেহেতু শুধুমাত্র 'ক' আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার স্বাক্ষর প্রমাণ করিয়াছে, সেইহেতু দলিলটি সর্ম্পকে 'ক' এর মালিকানাধীন 'চ' তফসিলে বর্ণিত জমিতে 'ক' এর মালিকানা গ্রহণযোগ্য হইবে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর সর্ম্পকিত প্রমাণ

৭৩। নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি কোনো ডিজিটাল রেকর্ডে কোনো স্বাক্ষরকারীর ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়, তবে উক্ত ডিজিটাল স্বাক্ষরটি উক্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রদত্ত, তাহা অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

আইনত প্রত্যয়ন (attestation) আবশ্যক এমন দলিলের সম্পাদন প্রমাণ

৭৪। যেক্ষেত্রে একটি দলিল আইন অনুযায়ী প্রত্যয়ন (attested) করা আবশ্যক হয়, সেইক্ষেত্রে যদি প্রত্যয়নকারী সাক্ষী জীবিত থাকে, আদালতের এখতিয়ারাধীন হয় এবং সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম হয়, তবে দলিলের সম্পাদন প্রমাণের জন্য অন্ততঃ একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে তলব না করা পর্যন্ত উহা সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হইবে না ;

তবে শর্ত এই যে, উইল ব্যতীত অন্য কোন দলিল যাহা The Registration Act, 1908 এর বিধান অনুসারে নিবন্ধিত হইয়াছে উহার সম্পাদন প্রমাণের জন্য প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে তলবের প্রয়োজন

হইবে না, যদি না যে ব্যক্তি কর্তৃক উহা সম্পাদিত বলিয়া দাবি করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি কর্তৃক তাহার কথিত সম্পাদন সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়।

উদাহরণ –

(ক) ‘ক’ নালিশী সম্পত্তিতে তাহার দাবি প্রমাণ করিতে একটি বিক্রয় দলিল দাখিল করে। অপর পক্ষ মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উক্ত দলিলের সঠিকতার বিষয়ে কোনো আপত্তি দাখিল করে নাই। দাখিলকৃত বিক্রয় দলিলটি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধানমতে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল, যাহার বৈধতা লইয়া কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই।

এইক্ষেত্রে ‘ক’ এর দাখিলকৃত বিক্রয় দলিলটি সঠিক মর্মে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(খ) ‘ক’ নালিশী সম্পত্তিতে তাহার দাবি প্রমাণ করিতে একটি বিক্রয় দলিল দাখিল করে। অপর পক্ষ ‘খ’ দলিলের সম্পাদন লইয়া আপত্তি উত্থাপন করে।

যেহেতু দলিলটির সঠিকতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে এবং যেহেতু দলিলটি প্রমাণের জন্য কোনো প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে উপস্থাপন করা হয় নাই, সেইহেতু দলিলটি সঠিক মর্মে আদালতে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

প্রত্যয়নকারী সাক্ষী (attesting witness) খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে সেইক্ষেত্রে প্রমাণ

৭৫। যদি উক্তরূপ প্রত্যয়নকারী সাক্ষী (attesting witness) নিখোঁজ থাকে, বা, যদি দলিলটি বিদেশে সম্পাদিত হয়, সেইক্ষেত্রে দলিল সম্পাদন সংক্রান্তে যেসকল দেশের সহিত বাংলাদেশের দ্বি-পক্ষীয় আর্ন্তজাতিক চুক্তি (treaty) বা সমঝোতা রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে ইহা অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে, কমপক্ষে একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষী তাহার নিজ হস্তাক্ষরে প্রত্যয়ন করিয়াছে, এবং দলিল সম্পাদনকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর তাহার স্বহস্তে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রত্যয়িত (attested) দলিলের পক্ষ কর্তৃক সম্পাদনের স্বীকৃতি

৭৬। একটি প্রত্যয়িত (attested) দলিলের একপক্ষ কর্তৃক স্বয়ং উহার সম্পাদনের স্বীকৃতি তাহার বিরুদ্ধে উহা সম্পাদনের যথেষ্ট প্রমাণ হইবে, যদিও উহার প্রত্যয়ন আইন অনুযায়ী আবশ্যক।

প্রত্যয়নকারী (attesting) সাক্ষী, সম্পাদন অস্বীকার করিলে সেইক্ষেত্রে প্রমাণ

৭৭। যদি প্রত্যয়নকারী (attesting) সাক্ষী দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করে বা উহার সম্পাদন স্মরণ করিতে না পারে, সেইক্ষেত্রে অন্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে উহার সম্পাদন প্রমাণ করা যাইতে পারে।

আইনত প্রত্যয়ন (attestation) আবশ্যক নহে, এইরূপ দলিলের প্রমাণ

৭৮। আইনত প্রত্যয়ন (attestation) আবশ্যক নহে, এইরূপ প্রত্যয়িত দলিল অপ্রত্যয়িত দলিলের ন্যায় প্রমাণ করা যাইতে পারে।

স্বাক্ষর, লিখন বা সিলমোহরের সহিত

৭৯। (১) কোনো স্বাক্ষর, লিখন বা সিলমোহর, যে ব্যক্তির লিখিত বা কৃত বলিয়া দাবি করা হয় উহা তাহারই কিনা, তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য অন্য কোনো স্বাক্ষর, লিখন বা সিলমোহর যাহা ঐ ব্যক্তির দ্বারা

অন্য স্বীকৃত বা প্রমাণিত স্বাক্ষর, লিখন বা সিলমোহরের তুলনা

লিখিত বা কৃত বলিয়া স্বীকৃত অথবা আদালতের সন্তুষ্টিতে প্রমাণিত, উহার সহিত যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহার তুলনা করা যাইতে পারে, যদিও সেই স্বাক্ষর, লিখন বা সিলমোহর অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত বা প্রমাণিত হয় নাই।

(২) কোনো শব্দাবলি বা সংখ্যাসমূহ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত বলিয়া দাবি করা হইলে আদালত সেই শব্দাবলি বা সংখ্যার সহিত তুলনা করিবার উদ্দেশ্যে আদালতে উপস্থিত সেই ব্যক্তিকে যেকোনো শব্দাবলি বা সংখ্যাসমূহ লিখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

(৩) অত্র ধারা, প্রয়োজনীয় যেকোনো পরিমার্জন সহকারে, আঙ্গুলের ছাপের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' নালিশী সম্পত্তিতে তাহার দখল প্রমাণ করিতে বিবাদী 'খ' এর স্বাক্ষরিত অপর একটি মামলার দরখাস্ত আদালতে প্রদর্শনী হিসেবে দাখিল করে। উক্ত দরখাস্তে 'খ' নালিশী সম্পত্তিতে 'ক' এর দখল স্বীকার করিয়াছে। বর্তমান মোকদ্দমায় 'খ' তাহার তর্কিত দরখাস্তের স্বাক্ষরটি তাহার নহে মর্মে দাবি করে। 'ক' উক্ত স্বাক্ষরটি হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ দ্বারা তুলনা করিবার প্রার্থণা করে। প্রশ্ন এই যে, আদালত 'খ' এর তর্কিত স্বাক্ষর এবং বর্তমান মোকদ্দমায় তাহার দাখিলকৃত ওকালতনামা ও লিখিত জবাবে প্রদত্ত স্বীকৃত স্বাক্ষরের তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত লইতে পারে কিনা।
এইক্ষেত্রে আদালত স্বয়ং 'খ' এর তর্কিত স্বাক্ষরের সহিত বর্তমান মোকদ্দমায় স্বীকৃত স্বাক্ষর তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(খ) 'ক' অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে 'খ' এর বিরুদ্ধে মামলা করে। 'খ' অর্থ গ্রহণের রশিদে স্বাক্ষর করিয়া 'ক' এর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে। 'খ' উক্ত রশিদে তাহার স্বাক্ষর অস্বীকার করিয়া তাহা হস্তলিপি বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষার আবেদন করে। আদালত 'খ' এর উক্ত স্বাক্ষর স্বয়ং তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(গ) 'ক' দাবি করে 'খ' তাহার প্রয়াত পিতা 'গ' এর মাসিক ভাড়াটিয়া ছিল এবং মাসিক ভাড়াটিয়া হিসেবে 'খ' ও 'গ' এর মধ্যে ভাড়াটিয়া চুক্তি রহিয়াছে। 'খ' নিজেকে 'গ' এর ভাড়াটিয়া হিসেবে অস্বীকার করে। 'ক' এর দায়েরকৃত মোকদ্দমায় 'খ' ও 'গ' এর মধ্যে সম্পাদিত ভাড়াটিয়া চুক্তিতে থাকা 'খ' এর স্বাক্ষর এবং অত্র মোকদ্দমায় 'খ এর লিখিত জবাবে প্রদত্ত 'খ' এর স্বাক্ষর আদালত তুলনা করিতে পারিবে।

(ঘ) 'ক' দাবি করে 'খ' নামক ব্যক্তি টাকার রশিদে অনুস্বাক্ষর (initial) করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়াছে এবং অন্যান্য কাগজাদিও স্বাক্ষর করিয়াছে। 'খ' আদালতে অনুপস্থিত এবং 'খ' এর অস্তিত্ব লইয়া সন্দেহ রহিয়াছে। 'খ' এর স্বাক্ষরযুক্ত স্বীকৃত কাগজাদির স্বাক্ষরের সহিত টাকার রশিদের স্বাক্ষরের তুলনা করিয়া টাকার রশিদে থাকা প্রাথমিক অনুস্বাক্ষর 'খ' এর কিনা সেই মর্মে আদালত হস্তরেখা বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর যাচাইকরণ সম্পর্কিত প্রমাণ

৮০। একটি ডিজিটাল স্বাক্ষর যে ব্যক্তির বলিয়া দাবি করা হয় উহা তাহারই স্বাক্ষরিত কিনা, তাহা যাচাই করিবার জন্য -

ক) সেই ব্যক্তিকে বা নিয়ন্ত্রক বা সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট উপস্থাপন করিবার জন্য ; বা,

খ) অন্য যেকোন ব্যক্তিকে উক্ত ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটে তালিকাবদ্ধ পাবলিক কী (public key) প্রয়োগ করিবার জন্য এবং তাহার সংযুক্ত ডিজিটাল স্বাক্ষর যাচাই করিবার জন্য ;

আদালত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

শারীরিক বা ফরেনসিক সাক্ষ্যের সহিত অন্যান্য স্বীকৃত বা প্রমাণিত সাক্ষ্যের তুলনা

৮১। (১) কোনো রক্ত, বীর্য, চুল, ডিএনএ নমুনা, অন্য কোনো জৈবিক উপাদান, অঙ্গ বা অঙ্গের কোনো অংশ, আঙ্গুলের ছাপ, তালুর ছাপ, বা, চোখের আইরিসের ছাপ (iris impression) বা পায়ের পাতার ছাপ যে ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হয় উহা প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির বা তাহার দ্বারা সৃজিত কিনা তাহা নিশ্চিত হইবার জন্য আদালত তাহার সন্তুষ্টিতে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত বা তাহার দ্বারা সৃজিত বলিয়া স্বীকৃত বা প্রমাণিত নমুনার সহিত তুলনা করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারে, যদিও সেই সকল নমুনা বা অন্য কোনো উপাদান অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত বা প্রমাণিত হয় নাই।

(২) যদি দাবি করা হয় যে, কোনো রক্ত, বীর্য, চুল, ডিএনএ নমুনা, অন্য কোনো জৈবিক উপাদান, অঙ্গ বা অঙ্গের কোনো অংশ, আঙ্গুলের ছাপ, তালুর ছাপ বা চোখের আইরিসের ছাপ (iris impression) বা পায়ের পাতার ছাপ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বা তাহার দ্বারা সৃজিত, তবে আদালত উক্ত নমুনা তুলনা করিবার উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

(৩) শারীরিক বা ফরেনসিক সাক্ষ্যের সঠিকতা প্রমাণের ক্ষেত্রে ৬২ ও ১৭৮ ধারার কোনো কিছুই উহা প্রদর্শনী হিসেবে আদালতে উপস্থাপন করিবার জন্য এবং উহার সনাক্তকরণ সংক্রান্ত অন্য কোনো প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য উপস্থাপন করিবার জন্য আদেশ প্রদানে আদালতকে বারিত করিবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারি দলিলসমূহ

সরকারি দলিলসমূহ

৮২। নিম্নলিখিত দলিলসমূহ সরকারি দলিল:

(১) কোনো দলিল যাহা-

(i)সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের,

(ii)সরকারি সংস্থা এবং ট্রাইব্যুনালের, এবং

(iii)বাংলাদেশ বা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের যেকোনো অংশের সংসদ, বিচার বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগে কর্মরত কর্মচারিগণের,

কোনো কার্য বা কার্যের লিপিবদ্ধ বিবরণ ;

(২) বাংলাদেশে সরকারিভাবে রক্ষিত বেসরকারি দলিলের লিপিবদ্ধ বিবরণ ।

বেসরকারি দলিলসমূহ

৮৩। যে দলিল সরকারি নহে তাহাই বেসরকারি দলিল।

সরকারি দলিলের সহিমোহরকৃত অনুলিপি

৮৪। সরকারী দলিলের তত্ত্বাবধায়ক (custodian) সরকারি কর্মচারী উক্ত দলিল পরিদর্শনের অধিকারী যেকোনো ব্যক্তির চাহিদা মোতাবেক, আইনে নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে-

(ক) অনুলিপি প্রদান করিবে যাহার নিম্নভাগে এই মর্মে লিখিত একটি প্রত্যয়ন (certified) থাকিবে যে উহা উক্ত মূল দলিলের বা ক্ষেত্রমতে উহার অংশবিশেষের অবিকল নকল (true copy) ; এবং

(খ) উক্ত প্রত্যয়ন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নাম, দাপ্তরিক পদবি ও তারিখসহ স্বাক্ষরিত হইবে ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সিলমোহর ব্যবহারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, সিলমোহরযুক্ত হইবে এবং উক্তরূপ অনুলিপি সহিমোহরকৃত অনুলিপি (certified copy) বলিয়া অভিহিত হইবে ।

ব্যাখ্যা –

এই ধারার অর্থ অনুসারে কোনো সরকারি কর্মচারি যে তাহার স্বাভাবিক দাপ্তরিক দায়িত্ব অনুসারে, উক্তরূপ অনুলিপি সরবরাহের ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সে উক্তরূপ দলিল তত্ত্বাবধায়ন (custody) এর দায়িত্বপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

সহিমোহরকৃত অনুলিপি উপস্থাপনের দ্বারা দলিলের প্রমাণ

৮৫। কোনো সরকারি দলিল বা উহার অংশবিশেষের বিষয়বস্তুর প্রমাণ হিসেবে অনুলিপি বলিয়া দাবিকৃত উহার উক্তরূপ সহিমোহরকৃত অনুলিপি উপস্থাপন করা যাইবে।

উদাহরণ –

বাদী 'ক' তাহার দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ইতালির নাগরিক 'চ' মৃত্যুবরণ করিয়াছে মর্মে দাবী করে। বিবাদী 'খ', 'চ' এর মৃত্যুর ঘটনা স্বীকার করে। 'চ' এর মৃত্যুর তারিখ 'ক' উল্লেখ করিতে পারে নাই। 'খ' ইতালি সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঠিকভাবে সরবরাহকৃত 'চ' এর মৃত্যুর তারিখ সংবলিত কাগজাদির সহিমোহরকৃত নকল দাখিল করে। দাখিলকৃত এইরূপ সহিমোহরকৃত নকলের বিরুদ্ধে 'ক' কোনো আপত্তি উত্থাপন করে নাই।

এইক্ষেত্রে 'চ' এর মুত্যুর তারিখ সম্পর্কে 'ক' ভিন্ন কিছু প্রমাণ করিতে না পারিলে 'চ' এর মৃত্যুর তারিখ 'খ' এর দাখিলকৃত সহিমোহরকৃত নকল দ্বারা প্রমাণ করা যাইবে।

অন্যান্য দাপ্তরিক দলিলের প্রমাণ

৮৬। নিম্নোক্ত সরকারি দলিলসমূহ নিম্নবর্ণিত উপায়ে প্রমাণ করা যাইবেঃ

(১) সরকার বা সরকারের যেকোনো বিভাগের বা বর্তমানে যে ভূখণ্ড লইয়া বাংলাদেশ গঠিত সেইস্থানে কার্য পরিচালনা করিয়াছে এইরূপ অন্য কোনো পূর্বতন সরকারের আইন, আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি, সংশ্লিষ্ট বিভাগ-প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়িত (certified) নথি, বা উক্তরূপ সরকারের আদেশক্রমে মুদ্রিত বলিয়া গণ্য হয় এইরূপ দলিল দ্বারা ;

(২) জাতীয় সংসদ এবং বর্তমানে যে ভূখণ্ড লইয়া বাংলাদেশ গঠিত সেইস্থানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল এইরূপ কোনো আইনসভার কার্যধারা,

যথাক্রমে উক্ত সংস্থার সাময়িকী, বা প্রকাশিত আইন বা সারসংক্ষেপ, বা সরকারি আদেশে মুদ্রিত গণ্যে অনুলিপি দ্বারা ;

(৩) কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের আইনসভার কার্যধারা,
উহার কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত বা সেই দেশে সাধারণভাবে উক্তরূপে গৃহীত সাময়িকী, বা সেই দেশের সিলমোহরযুক্ত প্রত্যয়িত অনুলিপি, বা সংসদের কোনো আইনে উহার স্বীকৃতি দ্বারা ;

(৪) বাংলাদেশের কোনো পৌরসভা বা কর্পোরেশন এর কার্যধারা,
উহার আইনানুগ হেফাজতকারী কর্তৃক প্রত্যয়িত অনুলিপি, বা সেই সংস্থার কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত গণ্যে মুদ্রিত পুস্তক দ্বারা;

(৫) একটি বিদেশি রাষ্ট্রের অন্য যেকোনো ধরণের সরকারি দলিলাদি,
ইহার মূল দলিল , বা নোটারি পাবলিক, বা বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বা কূটনৈতিক প্রতিনিধির সিলমোহরযুক্ত প্রত্যয়নপত্রসহ মূল দলিলটির আইনানুগ হেফাজতকারী কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়িত এবং বিদেশি রাষ্ট্রটির আইন অনুসারে দলিলটির প্রকৃতি প্রমাণ সাপেক্ষে, উহার আইনানুগ হেফাজতকারী কর্তৃক প্রত্যয়িত অনুলিপির দ্বারা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দলিল সম্পর্কে অনুমান

সহিমোহরকৃত অনুলিপির সঠিকতা সম্পর্কিত অনুমান

৮৭। (১) কোনো প্রত্যয়নপত্র, সহিমোহরকৃত অনুলিপি গণ্যে অন্য কোনো দলিল যাহা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলিয়া আইন অনুযায়ী ঘোষিত এবং সরকারের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়িত, ঐ সকল দলিলকে আদালত সঠিক বলিয়া অনুমান করিবে;

তবে শর্ত এই যে, দলিলটি প্রায় যথাযথ আকারে (substantially) গঠিত এবং সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা নির্দেশিত পদ্ধতিতে সম্পাদিত গণ্যে দাবি করা হয়।

(২) আদালত আরও অনুমান করিবে যে, যে কর্মকর্তা দ্বারা সংশ্লিষ্ট দলিলটি স্বাক্ষরিত বা প্রত্যয়িত হইয়াছে মর্মে গণ্য, উহা স্বাক্ষরের সময় সেই দাপ্তরিক ক্ষমতা তাহার ছিল।

উদাহরণ –

‘ক’ বিনিময় দলিলমূলে নালিশী ভূমিতে স্বত্ব ও দখল পাইয়াছে দাবি করিয়া একটি রেজিস্ট্রি দলিল তাহার দায়েরকৃত মোকদ্দমায় দাখিল করে। বিবাদী ‘খ’ দাবি করে বিনিময় দলিলটি ভুয়া, জাল ও সৃজিত। কিন্তু এই দাবির সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হয়।

‘ক’ এর দাখিলকৃত বিনিময় দলিলটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত হওয়ায় উক্ত দলিলটি সঠিক মর্মে আদালত অনুমান করিতে পারিবে।

সাক্ষ্যের লিখিত বিবরণী হিসেবে

৮৮। যেক্ষেত্রে কোনো সাক্ষী কর্তৃক কোনো বৈচারিক কার্যধারায় বা সাক্ষ্য গ্রহণে আইনানুগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার সম্মুখে প্রদত্ত সাক্ষ্যের লিখিত বিবরণ বা স্মারক হিসেবে দাবিকৃত কোনো দলিল, বা

উপস্থাপিত দলিল সংক্রান্তে অনুমান

উক্ত সাক্ষ্যের অংশবিশেষ, বা কোনো কারাবন্দি বা অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি বা দোষ স্বীকারোক্তি যাহা আইনসম্মতভাবে গৃহীত এবং যাহা কোনো বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট বা উক্তরূপ কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া দাবিকৃত দলিল, আদালতের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত অনুমান করিবে যে-

(ক) দলিলটি আসল বা সঠিক ;

(খ) যে পরিস্থিতিতে বা প্রেক্ষাপটে উহা গৃহীত হইয়াছিল সেই সম্পর্কে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির বলিয়া দাবিকৃত বিবৃতি সত্য, এবং সেই সাক্ষ্য, বিবৃতি বা দোষ স্বীকারোক্তি যথাযথভাবে গৃহীত হইয়াছিল।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত। দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করিয়া 'ক' ঘটনার সাথে তাহার সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে। 'ক' এর আইনজীবী দাবি করেন যে, 'ক' এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি বিধি মোতাবেক রেকর্ড করা হয় নাই। উক্ত মামলায় জবানবন্দি রেকর্ডকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে আদালতে উপস্থিত করা সম্ভব হয় নাই।

এইক্ষেত্রে 'ক' এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদালতে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(খ) 'ক' এর বিরুদ্ধে গ্রেনেড সরবরাহ করিয়া 'খ', 'গ', ও 'ঘ' - কে হত্যা করিবার অভিযোগ। অপর একটি মামলায় 'ক' উক্ত গ্রেনেড সরবরাহ করার কথা স্বীকার করিয়া দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে। জবানবন্দি রেকর্ডকারী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থিত হইয়া 'ক' এর প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রমাণ করে।

এইক্ষেত্রে অপর মামলাটিতে প্রদত্ত 'ক' এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি বর্তমান মামলায় বিবেচনাযোগ্য হইবে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন সম্পর্কিত অনুমান

৮৯। সরকারি প্রজ্ঞাপন বলিয়া দাবিকৃত সকল ডিজিটাল রেকর্ড, বা কোনো আইন দ্বারা নির্দেশিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিত বলিয়া দাবিকৃত ডিজিটাল রেকর্ড, যেক্ষেত্রে তাহা আইনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে রক্ষিত এবং যথাযথ হেফাজত হইতে উপস্থাপিত হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত উহাকে সঠিক বলিয়া অনুমান করিবে।

ব্যাখ্যা –

কোনো ডিজিটাল রেকর্ড স্বাভাবিকরূপে যে স্থানে ও যে ব্যক্তির হেফাজতে থাকা বাঞ্ছনীয়, উহা যদি সেই স্থানে এবং সেই ব্যক্তির হেফাজতে রক্ষিত থাকে, তবে তাহা উপযুক্ত হেফাজতে আছে বলিয়া গণ্য হইবে; তবে আইনত বৈধ কোনো উৎস, অথবা সংশ্লিষ্ট মামলার ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে অনুরূপ উৎসের উপস্থিতি সম্ভাব্য বিবেচিত হইলে উক্তরূপ হেফাজত অনুপযুক্ত হেফাজত বলিয়া গণ্য হইবে না।

সীলমোহর ও স্বাক্ষরের প্রমাণ ব্যতিরেকে আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা পারস্পরিক

৯০। যেক্ষেত্রে কোনো আদালতের সম্মুখে এমন কোনো দলিল উপস্থাপন করা হয় যাহা বিদেশি কোনো রাষ্ট্রে বলবৎ আইন অনুযায়ী, এই বিষয়ে বাংলাদেশের সহিত আন্তর্জাতিক চুক্তি বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে, উহার প্রমাণীকৃত সিলমোহর বা স্ট্যাম্প বা স্বাক্ষর, বা উহার স্বাক্ষরকারী যেই বৈচারিক বা দাপ্তরিক ক্ষমতা দাবি করে, উহার প্রমাণ ব্যতিরেকেই কোনো বিশেষ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে সেই দেশে গ্রহণযোগ্য হয়,

সম্পর্কিত রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য দলিল সম্পর্কে অনুমান

সেইক্ষেত্রে আদালত অবশ্যই অনুমান করিবে যে, উক্ত সিলমোহর, স্ট্যাম্প বা স্বাক্ষর সঠিক, এবং যেই ব্যক্তি উহা স্বাক্ষর করিয়াছে, স্বাক্ষরের সময় তাহার দাবিকৃত সেই বিচার বিভাগীয় বা দাপ্তরিক ক্ষমতা ছিল, এবং বিদেশি রাষ্ট্রে দলিলটি যেই উদ্দেশ্যে গ্রহণযোগ্য হইত সেই একই উদ্দেশ্যে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে।

সরকারি কর্তৃত্বাধীনে প্রস্তুতকৃত মানচিত্র বা নকশা সম্পর্কিত অনুমান

৯১। আদালত অনুমান করিবে যে, সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বলিয়া দাবিকৃত মানচিত্র বা নকশা যথাযথভাবেই প্রস্তুত হইয়াছিল এবং সেইগুলি সঠিক ; তবে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত মানচিত্র বা নকশা যে সঠিক তাহা অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

আইন সংকলন এবং আদালতের সিদ্ধান্ত সম্বলিত রিপোর্ট সম্পর্কিত অনুমান

৯২। কোনো দেশের সরকারের কর্তৃত্বাধীনে মুদ্রিত বা প্রকাশিত বলিয়া দাবিকৃত প্রত্যেক গ্রন্থ বা প্রজ্ঞাপন, যাহাতে সেই দেশের কোনো আইন অর্ন্তভুক্ত রহিয়াছে, এবং সেই দেশের আদালতের সিদ্ধান্ত সম্বলিত রিপোর্ট ধারণকারী বলিয়া দাবিকৃত প্রত্যেক গ্রন্থ বা প্রজ্ঞাপন সঠিক বলিয়া আদালত অনুমান করিবে।

আমমোক্তারনামা সম্পর্কিত অনুমান

৯৩। কোনো নোটারি পাবলিক, বা আদালত, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট, বাংলাদেশের কনসাল বা উপ-কনসাল, বা বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধির সম্মুখে সম্পাদিত ও প্রমাণীকৃত আমমোক্তারনামা বলিয়া দাবিকৃত প্রতিটি দলিল বর্ণিতরূপে সম্পাদিত এবং প্রমাণীকৃত হইয়াছে বলিয়া আদালত অনুমান করিবে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কিত অনুমান

৯৪। সকল ডিজিটাল রেকর্ড যাহা পক্ষগণের ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্বলিত ডিজিটাল চুক্তি বলিয়া দাবিকৃত, উহা পক্ষগণের ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্তির মাধ্যমে যথানিয়মেই সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া আদালত অনুমান করিবে।

ডিজিটাল রেকর্ড ও ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্পর্কিত অনুমান

৯৫। (১) সুরক্ষিত ডিজিটাল রেকর্ড সংক্রান্ত কোনো কার্যধারায়, ভিন্নরূপ কোনোকিছু প্রমাণিত না হইলে, আদালত অনুমান করিবে যে, যেই নির্দিষ্ট সময় হইতে সুরক্ষা অবস্থা বিরাজমান, সেই সময় হইতে উক্ত সুরক্ষিত ডিজিটাল রেকর্ড পরিবর্তন করা হয় নাই।

(২) সুরক্ষিত ডিজিটাল স্বাক্ষর সংক্রান্ত কোনো কার্যধারায়, ভিন্নরূপ কোনোকিছু প্রমাণিত না হইলে, আদালত অনুমান করিবে যে –

(ক) ডিজিটাল রেকর্ডটি স্বাক্ষর করা বা অনুমোদনের উদ্দেশ্যেই স্বাক্ষরকারী উহাতে তাহার সুরক্ষিত ডিজিটাল স্বাক্ষরটি সংযুক্ত করিয়াছে ;

(খ) সুরক্ষিত ডিজিটাল রেকর্ড বা সুরক্ষিত ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যতিরেকে, অন্য কোনো ডিজিটাল রেকর্ড বা ডিজিটাল স্বাক্ষরের সঠিকতা এবং শুদ্ধতা সম্পর্কে অত্র ধারার কোনো কিছুই কোনো অনুমান সৃষ্টি করিবে না।

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সম্পর্কিত অনুমান

৯৬। যেক্ষেত্রে কোনো ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্বলিত সার্টিফিকেট, স্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত হয়, সেইক্ষেত্রে ভিন্নরূপ কোনো কিছু প্রমাণিত না হইলে, আদালত অবশ্যই অনুমান করিবে যে, স্বাক্ষরকারী যে সকল তথ্য যাচাই করে নাই তাহা ব্যতিরেকে সার্টিফিকেটটিতে তালিকাভুক্ত অন্যান্য তথ্যসমূহ সঠিক।

বিদেশি বৈচারিক নথির সহিমোহরকৃত

৯৭। বাংলাদেশের অংশ নহে এমন কোনো দেশের কোনো বৈচারিক নথির সহিমোহরকৃত বলিয়া গণ্যে অনুলিপিকে আদালত সঠিক ও নির্ভুল হিসেবে অনুমান করিতে পারে, যদি সেই দেশে বৈচারিক নথির

অনুলিপি সম্পর্কিত অনুমান — অনুলিপি সহিমোহরের জন্য সাধারণভাবে প্রচলিত বলিয়া দাবিকৃত পদ্ধতিতে উহা উক্ত দেশে অবস্থিত বা সেই দেশে নিযুক্ত সরকারের যেকোনো প্রতিনিধি কর্তৃক সহিমোহরকৃত হয়।

গ্রন্থ, মানচিত্র ও চার্ট সম্পর্কিত অনুমান

৯৮। জনস্বার্থ বা সাধারণ স্বার্থ বিষয়ক তথ্যের জন্য আদালত কর্তৃক উল্লেখকৃত কোনো গ্রন্থ, এবং আদালতের পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপিত কোনো প্রকাশিত মানচিত্র বা চার্ট, যাহার বর্ণনা প্রাসঙ্গিক ঘটনা, এবং উহা যে ব্যক্তি কর্তৃক যে সময় ও স্থানে লিখিত বা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়, তাহা সেই ব্যক্তি কর্তৃক এবং সেই সময় ও স্থানে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আদালত অনুমান করিতে পারে।

তারবার্তা সম্পর্কিত অনুমান

৯৯। আদালত অনুমান করিতে পারে যে, কোনো তারবার্তা, টেলেক্স বা ফ্যাক্স যে কার্যালয় হইতে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ঠিকানায় প্রেরিত বার্তা, প্রেরণকারী কার্যালয়ে দাখিলকৃত প্রেরিতব্য বার্তার অনুরূপ ; তবে বার্তাটি প্রেরণের জন্য কে দাখিল করিয়াছিল সেই সংক্রান্তে আদালত কোনো অনুমান করিবে না।

ডিজিটাল যোগাযোগ সম্পর্কিত অনুমান

১০০। আদালত অনুমান করিতে পারে যে, কোনো ডিজিটাল যোগাযোগ বা মেসেজ সার্ভার (message server) এর মাধ্যমে প্রাপকের ঠিকানায় প্রেরিত বার্তা উহার প্রেরক কর্তৃক তাহার কম্পিউটার বা অন্য কোনো ধরণের ডিজিটাল যন্ত্র হইতে প্রেরিত বার্তার অনুরূপ ; তবে বার্তাটি কে প্রেরণ করিয়াছিল সেই সম্পর্কে আদালত কোনো অনুমান করিবে না।

ব্যাখ্যা – এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'প্রাপক' ও 'প্রেরক' শব্দগুলির অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ২ ধারার ১ উপ-ধারার যথাক্রমে (২২) ও (২৪) দফায় সংজ্ঞায়িত 'প্রাপক' ও 'প্রেরক' এর অর্থের অনুরূপ হইবে, যাহা নিম্নরূপ –

"প্রাপক" (addressee) অর্থ উপাত্ত-বার্তার ক্ষেত্রে, প্রেরকের ইচ্ছানুসারে উপাত্ত-বার্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কিন্তু উপাত্ত-বার্তা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কর্মরত কোনো ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না ;

"প্রেরক (orginator)" অর্থ কোনো উপাত্ত-বার্তার ক্ষেত্রে, কোনো উপাত্ত-বার্তা যিনি প্রেরণ করেন বা সংরক্ষণের পূর্বে প্রস্তুতকারী ব্যক্তি, কিন্তু উপাত্ত-বার্তার যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

উপস্থাপিত হয় নাই এইরূপ দলিলের যথাযথ সম্পাদন ইত্যাদি সম্পর্কিত অনুমান

১০১। আদালত অনুমান করিবে যে, তলবকৃত প্রতিটি দলিল যাহা নোটিশ প্রদানের পরও উপস্থাপিত হয় নাই, তাহা আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যয়িত, সিলমোহরকৃত এবং সম্পাদিত হইয়াছিল।

শারীরিক বা ফরেনসিক সাক্ষ্য সম্পর্কে অনুমান

১০২। ভিন্নরূপ কোনো কিছু প্রমাণিত না হইলে আদালত অনুমান করিতে পারে যে, শারীরিক বা ফরেনসিক সাক্ষ্য যে ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়, উহা তাহারই বা তাহার কর্তৃক সৃজিত।

ত্রিশ বৎসরের পুরাতন দলিল সম্পর্কিত অনুমান

১০৩। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করে এইরূপ কোনো হেফাজত হইতে ত্রিশ বৎসরের পুরাতন বলিয়া দাবিকৃত বা প্রমাণিত কোনো দলিল উপস্থাপন করা হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত অনুমান করিতে পারে যে, সেই দলিলের স্বাক্ষর এবং দলিলটির অন্যান্য সকল অংশ যে বিশেষ ব্যক্তির

হস্তে লিখিত বলিয়া দাবি করা হয় উহা সেই ব্যক্তির হস্তেই লিখিত, এবং সম্পাদিত বা প্রত্যয়িত কোনো দলিলের ক্ষেত্রে, তাহা যে ব্যক্তিগণ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রত্যয়িত বলিয়া দাবি করা হয় উহা তাহাদের দ্বারাই যথাযথভাবে সম্পাদিত ও সত্যায়িত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা –

কোনো দলিল স্বাভাবিকভাবে যে স্থানে ও যে ব্যক্তির হেফাজতে থাকা বাঞ্ছনীয়, উহা যদি সেই স্থানে এবং সেই ব্যক্তির হেফাজতে রক্ষিত থাকে, তবে তাহা উপযুক্ত হেফাজতে আছে বলিয়া গণ্য হইবে ; তবে উক্তরূপ হেফাজত অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না যদি উহার উৎস বৈধ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়, বা যদি সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির প্রেক্ষাপট অনুরূপ উৎসের উপস্থিতিকে সম্ভাব্য করিয়া তোলে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' দীর্ঘকাল যাবৎ একটি ভূসম্পত্তির দখলে আছে। মালিকানা প্রদর্শন করিবার জন্য সে তাহার হেফাজত হইতে উক্ত ভূমি সংক্রান্ত দলিলাদি উপস্থাপন করে।

হেফাজতটি উপযুক্ত।

(খ) বন্ধকগ্রহীতা 'ক' তাহার নিকট বন্ধককৃত ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলাদি উপস্থাপন করে।

বন্ধকদাতা ভূসম্পত্তিটির দখলে আছে।

হেফাজতটি উপযুক্ত।

(গ) 'খ' এর একজন আত্মীয় 'ক', 'খ' এর দখলে থাকা জমি সংক্রান্ত দলিলাদি 'ক' উপস্থাপন করে যাহা নিরাপদ হেফাজতের জন্য 'খ' তাহার নিকট রাখিয়াছিল।

হেফাজতটি উপযুক্ত।

(ঘ) 'ক' Bengal Tenancy Act এর আওতায় প্রাপ্ত ৩০ বছরের পুরাতন সেল সার্টিফিকেট (sale certificate) মূলে স্বত্বের দাবিতে ঘোষণামূলক মোকদ্দমা দায়ের করে। বিবাদী 'খ', 'ক' এর দাবি অস্বীকার করে।

'ক' এর সেল সার্টিফিকেটটি ৩০ বছরের পুরাতন দলিল হওয়ায় এবং বিবাদী 'খ' ইহার বিপরীতে অন্য কোনো সাক্ষ্য উপস্থাপন করিতে না পারায় বাদি 'ক' এর দাবি প্রমাণের ক্ষেত্রে তাহার ৩০ বছরের পুরাতন সেল সার্টিফিকেটটি আদালত সঠিক মর্মে অনুমান করিতে পারিবে।

(ঙ) নালিশী ভূমিতে স্বত্ব ঘোষণার প্রার্থনায় 'ক' একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। নালিশী ভূমিতে তাহার স্বত্ব-স্বার্থ প্রমাণ করিতে সে ৩০ বৎসরের অধিক পুরাতন একটি বাটোয়ারা দলিলের সহিমুহুরী নকল দাখিল করে। দাখিলকৃত দলিলটি 'ক' এর পূর্ববর্তীর নামীয় দলিল, যাহা উত্তরাধিকার সূত্রে 'ক' এর হেফাজতে ছিল। দাখিলকৃত সহিমুহুরী নকলটি ৩০ বৎসরের অধিক পুরাতন এবং উপযুক্ত হেফাজত হইতে উপস্থাপিত হওয়া সত্বেও আনুষ্ঠানিক প্রমাণ ব্যতিরেকে আদালত দলিলটির সঠিকতা বিষয়ে কোনো অনুমান করিবে না।

পাঁচ বৎসরের পুরাতন ডিজিটাল রেকর্ড সম্পর্কিত অনুমান

১০৪। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করে এইরূপ কোনো হেফাজত হইতে পাঁচ বৎসরের পুরাতন বলিয়া দাবিকৃত বা প্রমাণিত কোনো ডিজিটাল দলিল উপস্থাপন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে আদালত অনুমান করিতে পারে যে, কোনো বিশেষ ব্যক্তির স্বাক্ষর বলিয়া দাবিকৃত স্বাক্ষর, উক্ত ব্যক্তি বা তাহার অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক উহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা –

কোনো ডিজিটাল রেকর্ড স্বাভাবিকভাবে যে স্থানে এবং যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিত, উহা যদি সেই স্থানে এবং সেই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকে, তবে উহাকে উপযুক্ত হেফাজত বলা হইবে ; তবে উক্তরূপ হেফাজত অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না যদি উহার উৎস বৈধ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়, বা যদি সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির প্রেক্ষাপট অনুরূপ উৎসের উপস্থিতিকে সম্ভাব্য করিয়া তোলে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিপণন কর্মকর্তা হিসেবে ২০১০ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। নিয়োগপত্রটি তাহার ই-মেইলে প্রেরণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়। 'ক' উহা তাহার ই-মেইল আর্কাইভ এবং পেনড্রাইভ এ সংরক্ষণ করে।

এই ক্ষেত্রে 'ক' এর নিয়োগপত্র সংক্রান্ত ই-মেইলটির উল্লিখিত হেফাজতসমূহ উপযুক্ত বলিয়া আদালত অনুমান করিতে পারে।

(খ) 'ক' তাহার বসত ভিটার আর.এস খতিয়ানটির সহিমোহরকৃত নকল পাইবার জন্য ডিজিটাল মাধ্যমে আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত খতিয়ানের সফট কপি তাহার ই-মেইলে প্রেরণ করে এবং হার্ড কপি তাহার ঠিকানায় ডাকযোগে প্রেরণ করে। নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য 'ক' উক্ত সফট কপি সংক্রান্ত ই-মেইলটি আর্কাইভে রাখে এবং তাহার বন্ধু 'খ' এর ই-মেইলে প্রেরণ করে। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের সফট কপি সংক্রান্ত মেইলটির উল্লিখিত হেফাজতসমূহ উপযুক্ত বলিয়া আদালত অনুমান করিতে পারে।

চতুর্দশ অধ্যায়

দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা মৌখিক সাক্ষ্য পরিহার সংক্রান্ত

দলিল আকারে লিপিবদ্ধ চুক্তি, অনুদান এবং অন্যবিধ সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা সম্পর্কিত শর্তাবলির সাক্ষ্য

১০৫। যেক্ষেত্রে একটি চুক্তি, বা একটি অনুদান, বা অন্য কোনো সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার শর্ত দলিল আকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে যখন কোনো বিষয় আইন অনুযায়ী দলিল আকারে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক, সেইক্ষেত্রে উক্ত চুক্তি, অনুদান বা সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার শর্ত, বা সংশ্লিষ্ট বিষয় প্রমাণের জন্য উক্ত দলিলটি, বা যেক্ষেত্রে ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধান অনুসারে দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উহার বিষয়বস্তুর দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য ব্যতিরেকে অন্য কোনো সাক্ষ্য প্রদান করা যাইবে না।

ব্যতিক্রম- ১

যেক্ষেত্রে একজন সরকারি কর্মকর্তাকে আইন অনুযায়ী লিখিতভাবে নিয়োগ প্রদান করা আবশ্যক, এবং যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি সেইরূপ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করিয়াছে বলিয়া প্রদর্শিত হয়,

সেইক্ষেত্রে যে লিখিত পত্রের মাধ্যমে তাহার নিয়োগ প্রদান করা হইয়াছিল উহা প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই।

ব্যতিক্রম- ২

বাংলাদেশে প্রবেটকৃত উইল, প্রবেটের মাধ্যমে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা-১

কোনো চুক্তি, অনুদান বা সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা একটি দলিলে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে সেই ক্ষেত্রে এবং উহা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ থাকিলে সেই ক্ষেত্রেও অত্র ধারা সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

ব্যাখ্যা-২

যেক্ষেত্রে একাধিক মূল দলিল রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে একটি মূল দলিল প্রমাণ করাই যথেষ্ট হইবে।

ব্যাখ্যা-৩

এই ধারায় উল্লিখিত ঘটনা ব্যতিরেকে অন্য কোনো ঘটনা বিষয়ে কোনো দলিলের বর্ণনা, ঐ একই ঘটনা সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণকে বারিত করিবে না।

উদাহরণসমূহ –

(ক) যদি একটি চুক্তি একাধিক পত্রে লিপিবদ্ধ থাকে, উহা যে সকল পত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহার সবগুলি অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

খ) যদি একটি চুক্তি বিনিময় পত্রে (bill of exchange) অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে বিনিময় পত্রটি (bill of exchange) অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

গ) যদি একটি বিনিময়পত্র তিন গুচ্ছে (set) প্রণীত হইয়া থাকে, উহার যেকোনো একটি প্রমাণ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

(ঘ) 'ক' নির্দিষ্ট শর্তাধীনে ১০ বান্ডিল সুতা সরবরাহ করিবার জন্য 'খ' এর সহিত লিখিত চুক্তিবদ্ধ হয় । চুক্তিটিতে উল্লেখ আছে যে, 'খ' মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে ইতিপূর্বে সরবরাহকৃত সুতার পূর্বের চালান মূল্য পরিশোধ করিয়াছে। সরবরাহকৃত সুতার মূল্য পরিশোধ করা হয় নাই বলিয়া মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করা হয়।

সাক্ষ্যটি গ্রহণযোগ্য।

(ঙ) 'খ' কর্তৃক পরিশোধিত টাকা বাবদ 'খ' কে 'ক' একটি রশিদ প্রদান করে।

এই মূল্য পরিশোধ বিষয়ে 'ক' এর মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে।

মৌখিক চুক্তি (oral agreement)

১০৬। কোনো চুক্তি, অনুদান, বা অন্যবিধ সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার শর্ত, বা আইন অনুযায়ী দলিল আকারে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক, এইরূপ কোনো বিষয় যখন ১০৫ ধারা অনুসারে প্রমাণিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উহার শর্তাবলি পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজনের বা বিরোধিতার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ দলিলের পক্ষগণ বা

সম্পর্কিত সাক্ষ্য পরিহার

তাহাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণের মধ্যে কোনো মৌখিক সম্মতি বা বিবৃতি সংক্রান্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে না ঃ

শর্ত -১

প্রতারণা, ভীতি প্রদর্শন, বেআইনি কার্য, যথাযথ সম্পাদনের অভাব, চুক্তি সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষের যোগ্যতার অভাব, প্রতিদানের অভাব বা ব্যর্থতা অথবা ঘটনাগত বা আইনগত কোনো ভুল যেক্ষেত্রে কোনো দলিলকে অকার্যকর করে বা সেই সম্পর্কে কোনো ব্যক্তিকে কোনো ডিক্রি বা আদেশ লাভের অধিকারী করে, সেইক্ষেত্রে সেই ঘটনা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

শর্ত -২

কোনো বিষয়ে কোনো পৃথক মৌখিক চুক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দলিলটি নিরব থাকিলে, এবং উহা দলিলটির শর্তাবলির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে, মৌখিক চুক্তিটি প্রমাণ করা যাইতে পারে। এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে কি হইবে না তাহা নির্ধারণের জন্য আদালত দলিল সম্পাদনে আনুষ্ঠানিকতার মাত্রা বিবেচনায় লইবে।

শর্ত -৩

উপরে বর্ণিত কোনো চুক্তি, অনুদান, বা সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার অধীনে পূর্বশর্ত হিসেবে সংযুক্ত কোনো দায়িত্ব সংক্রান্ত পৃথক মৌখিক চুক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে।

শর্ত- ৪

যেক্ষেত্রে কোনো চুক্তি, অনুদান বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিলি-ব্যবস্থা আইনানুসারে অবশ্যিকভাবে লিপিবদ্ধ, অথবা উহা দলিল নিবন্ধনকরণ সংক্রান্ত প্রচলিত আইন অনুসারে নিবন্ধিত, উপরিউক্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিরেকে অপর কোনো চুক্তি, অনুদান বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিলি-ব্যবস্থা বাতিল বা সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে কোনো পৃথক পরবর্তীকালীন মৌখিক চুক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে।

শর্ত -৫

চুক্তিতে প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করা হয় নাই এইরূপ কোনো ঘটনা যেক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রথা বা রীতি অনুযায়ী সেই প্রকারের কোনো চুক্তিতে সংযুক্ত থাকে সেইক্ষেত্রে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে ;

তবে শর্ত এই যে, সেই ঘটনার সংযোজন চুক্তিটির প্রকাশ্য শর্তের পরিপন্থী বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে না।

শর্ত -৬

একটি দলিলের ভাষা কিভাবে বিদ্যমান ঘটনার সহিত সম্পর্কিত উহা প্রদর্শন করে এইরূপ ঘটনা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) "চট্টগ্রাম হইতে লন্ডনগামী জাহাজসমূহ" এর পণ্যসমূহ সম্পর্কে একটি বীমা চুক্তি সম্পাদিত হয়। পণ্যগুলি যে জাহাজটিতে বোঝাই করা হইয়াছিল তাহা নিখোঁজ হয়।

উক্ত জাহাজটি বীমা চুক্তির আওতা হইতে মৌখিকভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করা যাইবে না।

(খ) 'ক' ২০২২ সালের ১লা মার্চ তারিখে 'খ' কে এক লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে বলিয়া নিঃশর্তরূপে লিখিতভাবে সম্মত হয়।

উক্ত অর্থ ৩১ মার্চ তারিখ পর্যন্ত পরিশোধ করিতে হইবে না মর্মে একই সময়ে একটি মৌখিক চুক্তি হইয়াছিল, এই ঘটনা প্রমাণ করা যাইবে না।

(গ) 'ছায়াবিথী চা বাগান' নামে একটি সম্পত্তি একটি দলিলের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয় যাহাতে বিক্রয়কৃত সম্পত্তিটির একটি নকশা রহিয়াছে।

নকশা বহির্ভূত কিছু ভূমি সর্বদা সেই চা-বাগানের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল এবং সংশ্লিষ্ট দলিলটির মাধ্যমে উহাও হস্তান্তরিত হইয়াছিল বলিয়া ধারনা করা হয়, এই ঘটনা প্রমাণ করা যাইবে না।

(ঘ) 'ক' কতিপয় শর্তাধীনে 'খ' এর মালিকানাধীন খনিতে কাজ করিবার জন্য লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

উহার মূল্য সম্পর্কে 'খ' এর একটি মিথ্যা বর্ণনার কারণে 'ক' কাজটি করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিল। ঘটনাটি প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(ঙ) 'খ' এর বিরুদ্ধে 'ক' সুনির্দিষ্ট চুক্তি প্রবলের একটি মোকদ্দমা দায়ের করে এবং ইহাও প্রার্থনা করে যে, চুক্তিটির একটি শর্ত ভুলক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছিল বিধায় উহা সংশোধন করা যাইতে পারে।

'ক' প্রমাণ করিতে পারে যে, এইরূপ একটি ভুল হইয়াছে যাহা তাহাকে আইনানুগভাবে সেই চুক্তিটি সংশোধন করিতে অধিকারী করে।

(চ) 'ক' একটি পত্রের মাধ্যমে 'খ' এর নিকট হইতে পণ্য ক্রয়ের ফরমাশ প্রদান করে যাহাতে মূল্য পরিশোধের সময় সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ নাই। 'ক' সরবরাহকৃত পণ্য গ্রহণ করে। 'খ' উক্ত পণ্যের মূল্য দাবি করিয়া 'ক' এর বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা দায়ের করে।

এইক্ষেত্রে 'ক' প্রদর্শন করিতে পারে যে, যে সময় সীমার জন্য বাকিতে পণ্য সরবরাহ করা হইয়াছে সেই সময়কাল তখনো অতিক্রান্ত হয় নাই।

(ছ) 'খ' এর নিকট 'ক' একটি মোটর গাড়ি বিক্রয় করে এবং উহা সচল মর্মে মৌখিক নিশ্চয়তা প্রদান করে। 'ক' একটি কাগজে 'খ' কে এই কথা লিখিয়া দেয়, "পাঁচ লক্ষ টাকায় 'ক' এর নিকট হইতে ক্রয়কৃত একটি মোটর গাড়ি"।

'খ' মৌখিক নিশ্চয়তার বিষয়টি প্রমাণ করিতে পারে।

(জ) ‘খ’ এর একটি কক্ষ ‘ক’ ভাড়া লয়, এবং “মাসিক কক্ষ ভাড়া দশ হাজার টাকা” উল্লেখে ‘খ’ লিখিত একটি কাগজ প্রদান করে।

আংশিক খাদ্য সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত ছিল মর্মে ‘ক’ একটি মৌখিক চুক্তি প্রমাণ করিতে পারিবে।

(ঝ) ‘ক’ এক বৎসরের জন্য ‘খ’ এর একটি বাড়ি ভাড়া লয় এবং তাহাদের মধ্যে ষ্ট্যাম্পযুক্ত একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তিপত্রে খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ ছিল না।

‘ক’ প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, মৌখিক শর্তের মধ্যে খাদ্য সরবরাহের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(ঞ) ‘খ’ এর নিকট হইতে পাওনা ঋণ আদায়ের জন্য ‘ক’ সেই টাকার রশিদ প্রেরণের মাধ্যমে পাওনা টাকা দাবি করে। ‘খ’ টাকা পরিশোধ না করিয়া রশিদটি রাখিয়া দেয়।

উক্ত টাকা আদায়ের মোকদ্দমায় ‘ক’ ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে।

(ট) ‘ক’ ও ‘খ’ একটি লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কোনো বিশেষ ঘটনা সংঘটন সাপেক্ষে কার্যকর হইবে এই মর্মে চুক্তিপত্রটি ‘খ’ এর নিকট থাকে। ‘খ’ পরবর্তীতে ঐ চুক্তিপত্রটির ভিত্তিতে ‘ক’ এর বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা দায়ের করে।

কোন পরিস্থিতিতে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছিল ‘ক’ তাহা প্রদর্শন করিতে পারিবে।

দ্ব্যর্থবোধক দলিল ব্যাখ্যা বা সংশোধন সম্পর্কিত সাক্ষ্য পরিহার

১০৭। একটি দলিলে ব্যবহৃত ভাষা আপাতঃ দৃষ্টিতে অনিশ্চিত, দ্ব্যর্থবোধক বা ত্রুটিপূর্ণ, যদ্দারা উহার অর্থ বোধগম্য হয় বা ত্রুটি মোচন করে এইরূপ কোনো ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা যাইবে না।

উদাহরণসমূহ –

(ক) ‘ক’, আশি হাজার টাকা বা এক লক্ষ টাকায় ‘খ’ এর নিকটে একটি মোটর সাইকেল বিক্রয় করিতে লিখিতভাবে সম্মত হয়।

কোন মূল্যটি পরিশোধযোগ্য ছিল তাহা প্রদর্শনের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা যাইবে না।

(খ) একটি দলিলে কতক শূন্যস্থান রহিয়াছে।

শূণ্যস্থানগুলি কিভাবে পূরণ করিবার কথা ছিল ইহা প্রদর্শন করিবে এইরূপ কোনো ঘটনা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা যাইবে না।

বিদ্যমান ঘটনাসমূহে দলিল ব্যবহারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পরিহার

১০৮। যখন কোনো দলিলে ব্যবহৃত ভাষা স্পষ্টতই সরল, এবং যখন বিদ্যমান ঘটনাবলিতে উহা নির্ভুলভাবে প্রযোজ্য হয়, তখন উক্ত ঘটনাবলিতে উহা ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করা যাইবে না।

উদাহরণ –

‘খ’ এর নিকট ‘ক’ “রংপুরে অবস্থিত আমার ৪০ বিঘা সম্পত্তি” দলিলমূলে বিক্রয় করে। রংপুরে ‘ক’ এর ৪০ বিঘার একটি সম্পত্তি রহিয়াছে।

যে সম্পত্তিটি বিক্রয়ের কথা ছিল তাহা ভিন্ন স্থানে অবস্থিত এবং ভিন্ন আয়তনের ছিল বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করা যাইবে না।

বিদ্যমান ঘটনা প্রসঙ্গে অর্থহীন দলিল সম্পর্কিত সাক্ষ্য

১০৯। যেক্ষেত্রে দলিলে ব্যবহৃত ভাষা স্পষ্টতই সরল হইলেও তাহা বিদ্যমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থপূর্ণ নয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ভাষা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে।

উদাহরণ –

'ক' একটি দলিলমূলে "আমার ঢাকার বাড়ি" উল্লেখপূর্বক তাহার বাড়ি 'খ' এর নিকট বিক্রয় করে। ঢাকায় 'ক' এর কোনো বাড়ি ছিল না, কিন্তু দেখা যায় যে নারায়নগঞ্জে তাহার একটি বাড়ি ছিল, দলিল সম্পাদনের সময় হইতেই উহা 'খ' এর দখলে ছিল।

উক্ত দলিলটি নারায়নগঞ্জে অবস্থিত বাড়িটি সম্পর্কেই সম্পাদিত হইয়াছিল মর্মে প্রদর্শন করিবার জন্য এই ঘটনাসমূহ প্রমাণ করা যাইতে পারে।

কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কেবল একজনের প্রতি প্রযোজ্য ভাষার ব্যবহার সম্পর্কিত সাক্ষ্য

১১০। যেক্ষেত্রে বিদ্যমান ঘটনাবলি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবহৃত কোনো ভাষা কতিপয় ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে কেবল একজন বা একটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে একাধিকের ক্ষেত্রে নহে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিগণ বা বস্তুগুলির মধ্যে কাহার ক্ষেত্রে বা কোনটির ক্ষেত্রে উক্ত ভাষা প্রযোজ্য হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যে "আমার সাদা ঘোড়া" উল্লেখে 'খ' এর নিকট বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। 'ক' এর দুইটি সাদা ঘোড়া রহিয়াছে।

এই ক্ষেত্রে কোন ঘোড়াটি বিক্রয়ের চুক্তি হইয়াছিল তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে।

(খ) 'খ' এর সহিত 'ক' সৈয়দপুর যাইতে সম্মত হয়।

এইক্ষেত্রে খুলনার সৈয়দপুরে নাকি নীলফামারীর সৈয়দপুরে যাইবার কথা হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করে যেই ঘটনাবলি, উহার সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে।

দুইটি ঘটনাসমষ্টির কোনোটিতেই যে ভাষা সম্পূর্ণরূপে সঠিকভাবে প্রযোজ্য হয় না, উহার যেকোনো একটিতে সেই ভাষার ব্যবহার সম্পর্কিত সাক্ষ্য

১১১। যেক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা আংশিকভাবে একপ্রস্থ বিদ্যমান ঘটনার প্রতি এবং আংশিকভাবে অপর একপ্রস্থ বিদ্যমান ঘটনার প্রতি প্রযোজ্য হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দুইটির কোনোটিতেই সঠিকভাবে প্রযোজ্য হয় না, সেইক্ষেত্রে ঘটনা দুইটির মধ্যে কোনটির প্রতি উহা প্রযোজ্য হইবে বলিয়া বুঝানো হইয়াছিল তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে।

উদাহরণ –

‘ক’ “বনানীতে অবস্থিত ‘ট’ এর দখলভুক্ত আমার জমি” ‘খ’ এর নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হয়। বনানীতে ‘ক’ এর জমি রহিয়াছে কিন্তু তাহা ‘ট’ এর দখলভুক্ত নহে। ‘ক’ এর যে জমি ‘ট’ এর দখলভুক্ত তাহা বনানীতে অবস্থিত নহে।

এইক্ষেত্রে ‘ক’ কোন জমি বিক্রয়ে সম্মত হইয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে।

অস্পষ্ট লিপি, ইত্যাদির অর্থ সম্পর্কিত সাক্ষ্য

১১২। অস্পষ্ট এবং সাধারণভাবে বোধগম্য নহে এইরূপ কোনো বিদেশি, অপ্রচলিত, কারিগরি, স্থানীয় ও আঞ্চলিক শব্দ, শব্দ সংক্ষেপ এবং বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থ সংক্রান্তে সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে।

উদাহরণ –

‘ক’, একজন ভাস্কর, “আমার সকল মড (Mods- মড বলিতে ভাস্কর্যের নমুনা ও ভাস্কর্য কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উভয়ই বুঝায়)” ‘খ’ এর নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হয়। ‘ক’ এর নিকট ভাস্কর্যের নমুনা এবং ভাস্কর্য কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উভয়ই রহিয়াছে।

এইক্ষেত্রে ‘ক’ কোন বস্তু বিক্রয়ে সম্মত হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে।

দলিলের শর্তাবলি পরিবর্তনের চুক্তি সম্পর্কে কাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে

১১৩। দলিলে পক্ষ নয় এইরূপ ব্যক্তিগণ বা তাহাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ উক্ত দলিলের শর্তাবলি পরিবর্তন করিবার কোনো সামসময়িক চুক্তি প্রদর্শন করিতে সহায়ক হয় এইরূপ ঘটনাবলি সর্ম্পকে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে।

উদাহরণ –

‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যে এই মর্মে একটি লিখিত চুক্তি হয় যে, ‘খ’ কিছু তুলা ‘ক’ এর নিকট বিক্রয় করিবে, যাহার মূল্য সরবরাহের সময় পরিশোধ করা হইবে। একই সময়ে তাহারা মৌখিকভাবে সম্মত হয় যে, ‘ক’ কে মূল্য পরিশোধের জন্য তিন মাসের সময় দেওয়া হইবে।

‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যকার বিরোধে উহা প্রদর্শন করা যাইবে না, কিন্তু উহার দ্বারা ‘গ’ এর স্বার্থহানি ঘটিলে, সে উহা প্রদর্শন করিতে পারিবে।

উইল সম্পর্কিত উত্তরাধিকার আইনের বিধানাবলির সংরক্ষণ

১১৪। এই অধ্যায়ে বর্ণিত কোনো বিধান The Succession Act, 1925 (Act No. XXXIX of 1925) এর উইল গঠন সংক্রান্ত কোনো বিধানাবলিকে প্রভাবিত করিবে না।

তৃতীয় ভাগ

সাক্ষ্য উপস্থাপন ও ফলাফল

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রমাণের দায়ভার সম্পর্কিত

প্রমাণের দায়ভার

১১৫। যে ব্যক্তি তাহার দাবিকৃত কোনো ঘটনা বা বিষয়ের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল কোনো আইনগত অধিকার বা দায় সম্পর্কে আদালত হইতে রায় প্রত্যাশা করে, সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই সেই ঘটনা বা বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে।

যেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কোনো ঘটনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে বাধ্য, প্রমাণের দায়ভার সেই ব্যক্তির উপর বর্তায়।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' আদালতে এই মর্মে রায় প্রত্যাশা করে যে 'খ' কোনো একটি অপরাধ সংঘটনের দায়ে দণ্ডিত হইবে যাহা 'ক' এর দাবিমতে 'খ' সংঘটন করিয়াছে।

'ক' কে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে, 'খ' অপরাধটি সংঘটন করিয়াছে।

(খ) 'ক' আদালতে এই মর্মে রায় প্রত্যাশা করে যে তাহার দাবিকৃত কিছু ঘটনার ভিত্তিতে সে 'খ' এর দখলাধীন কিছু জমির অধিকারী। 'খ' উক্ত ঘটনাসমূহের সত্যতা অস্বীকার করে।

'ক' কে অবশ্যই সেইসব ঘটনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে।

(গ) নালিশী সম্পত্তিতে বন্দোবস্ত সূত্রে স্বত্ব দাবি করিয়া বাদি 'ক' একটি মোকদ্দমা দায়ের করে এবং তাহার দাবির সমর্থনে জমিদারি সেরেস্তার কিছু দাখিলা দাখিল করে।

এইক্ষেত্রে দাখিলকৃত দাখিলার সঠিকতার বিষয়টি প্রমাণের দায়িত্ব একান্তভাবে 'ক' এর উপর বর্তাইবে।

(ঘ) একটি মোকদ্দমায় নালিশী সম্পত্তিতে উভয়পক্ষ স্বত্ব দাবি করিয়া তাহাদের নিজ নিজ দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে।

এইক্ষেত্রে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্বের দাবি প্রমাণের দায়িত্ব এককভাবে কোনো পক্ষের উপর বর্তাইবে না, বরং উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

প্রমাণের দায়ভার কাহার উপর বর্তায়

১১৬। একটি মোকদ্দমা বা কার্যধারায় কোনো পক্ষই সাক্ষ্য প্রদান না করিলে যে ব্যক্তি বিফল হইবে, উক্ত মোকদ্দমা বা কার্যধারার বিষয়বস্তু প্রমাণের দায়ভার তাহার উপর বর্তায়।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'খ' এর দখলাধীন জমির জন্য 'খ' এর বিরুদ্ধে 'ক' মোকদ্দমা দায়ের করে এবং দাবি করে যে, 'খ' এর পিতা 'গ' একটি উইলের মাধ্যমে জমিটি 'ক' কে প্রদান করিয়াছিল।

উক্ত মোকদ্দমায় কোনো পক্ষই যদি সাক্ষ্য উপস্থাপন না করে তবে 'খ' উক্ত জমির দখল বজায় রাখিবার অধিকারী থাকিবে।

এইক্ষেত্রে প্রমাণের দায়ভার 'ক' এর উপর বর্তায়।

(খ) 'খ' এর বিরুদ্ধে ঋণপত্র (bond) মূলে প্রাপ্য টাকার জন্য 'ক' মোকদ্দমা দায়ের করে।

ঋণপত্র সম্পাদনের বিষয়টি স্বীকৃত, তবে 'খ' দাবি করে যে, উহা প্রতারণার মাধ্যমে হাসিল করা হইয়াছিল। 'খ' এর এই দাবি 'ক' অস্বীকার করে।

যেহেতু ঋণপত্রটি প্রশ্নবিদ্ধ নহে এবং কোনো পক্ষ হইতেই সাক্ষ্য প্রদান করা হয় নাই, তাহা ছাড়া প্রতারণার দাবিটিও প্রমাণিত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে 'ক' মোকদ্দমাটিতে সফল হইবে।

এইক্ষেত্রে 'খ' এর দাবি প্রমাণের দায়ভার 'খ' এর উপর বর্তায়।

(গ) নালিশী সম্পত্তিতে দানপত্র দলিলমূলে স্বত্ব দাবি করিয়া বাদি 'ক' একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। এইক্ষেত্রে স্বত্বের সমর্থনে দানপত্র দলিলটি প্রমাণের দায়িত্ব 'ক' এর উপর বর্তাইবে। বিবাদী 'খ' এর দাবিমতে দানপত্র দলিলটি ভূয়া, কেননা তথাকথিত দলিলটি সম্পাদনের সময় দলিলদাতা বিদেশে বসবাস করিত।

এইক্ষেত্রে 'খ' এর দাবিমতে দলিল দাতা দলিলটি সম্পাদনের সময় যে বিদেশে বসবাস করিত তাহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব বাদি 'ক' এর পরিবর্তে বিবাদী 'খ' এর উপর বর্তাইবে।

কোনো বিশেষ ঘটনা প্রমাণের দায়ভার

১১৭। যে ব্যক্তি আদালতকে কোনো বিশেষ ঘটনার অস্তিত্ব বিশ্বাস করাইতে ইচ্ছুক, তাহার উপরই উহা প্রমাণের দায়ভার বর্তায়, যদি না কোনো আইন উক্ত ঘটনা প্রমাণের দায়ভার কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করে।

উদাহরণ –

'খ' এর বিরুদ্ধে 'ক' চুরির মামলা দায়ের করে এবং আদালতকে এই মর্মে বিশ্বাস করাইতে চায় যে, 'খ' চুরির বিষয়টি 'গ' এর নিকট স্বীকার করিয়াছে। 'ক' কে অবশ্যই স্বীকৃতিটি প্রমাণ করিতে হইবে।

'খ' আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করাইতে ইচ্ছুক যে, ঘটনার সময়ে সে অন্যত্র ছিল। এই দাবি অবশ্যই 'খ' কে প্রমাণ করিতে হইবে।

সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য ঘটনা প্রমাণের দায়ভার

১১৮। কোনো ঘটনার বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য অন্য কোনো ঘটনা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইলে, যে ব্যক্তি উক্তরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতে ইচ্ছুক, উহা প্রমাণের দায়ভার তাহার উপর বর্তায়।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'খ' এর প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণা 'ক' প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক।

'ক' কে অবশ্যই 'খ' এর মৃত্যু প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) ‘ক’ দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্যের মাধ্যমে একটি হারানো দলিলের বিষয়বস্তু প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক।

‘ক’ কে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে, দলিলটি হারাইয়া গিয়াছে।

অভিযুক্তের দাবি যে ব্যতিক্রমভুক্ত, তাহা প্রমাণের দায়ভার

১১৯। যেইক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে এইরূপ কোনো পরিস্থিতির অস্তিত্ব যাহা মামলাটিকে Penal Code এর সাধারণ ব্যতিক্রম বা বিশেষ ব্যতিক্রমসমূহের বা উক্ত কোডের অপর কোনো অংশে বর্ণিত কোনো শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত করে বা উক্ত অপরাধের সংজ্ঞা প্রদানকারী অন্য কোনো আইনের যেকোনো অংশের আওতাভুক্ত করে, তাহা প্রমাণের দায়ভার সেই ব্যক্তির উপরই বর্তাইবে, এবং আদালত উক্তরূপ পরিস্থিতির অনুপস্থিতি অনুমান করিবে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ‘ক’ দাবি করে যে, সে মানসিক ভারসাম্যহীনতার দরুণ তাহার কৃত কার্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না।

ইহা প্রমাণের দায় ‘ক’ এর উপর বর্তায়।

(খ) হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ‘ক’ দাবি করে যে, সে গুরুতর ও আকস্মিক উস্কানির দরুণ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারাইয়াছিল।

ইহা প্রমাণের দায় ‘ক’ এর উপর বর্তায়।

(গ) Penal Code এর ৩২৫ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে যে, কোনো ব্যক্তি, ৩৩৫ ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে, স্বেচ্ছায় কাহাকেও গুরুতর জখম করিলে আইনে নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

‘ক’ ৩২৫ ধারার অধীনে স্বেচ্ছায় গুরুতর জখম করিবার দায়ে অভিযুক্ত হয়।

মামলাটি ৩৩৫ ধারার অধীনে পড়ে এমন পরিস্থিতি প্রমাণের দায়ভার ’ক’ এর উপর বর্তায়।

(ঘ) ‘ক’ এর বিরুদ্ধে তাহার স্ত্রী ‘খ’ কে হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষের দাবি এই যে, ঘটনার দিন ‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যে ঝগড়া হয়। ‘ক’ ঝগড়ার এক পর্যায়ে ‘খ’ কে গুরুতরভাবে আঘাত করে। ‘ক’ এর পক্ষে দাবি করা হয় যে, ঘটনার সময় ‘ক’ মানসিক রোগাক্রান্ত ছিল। ‘ক’ এর এইরূপ দাবি The Penal Code, 1860 এর সাধারণ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

এইরূপ ক্ষেত্রে, ঘটনা সংঘটনের সময় ‘ক’ যে মানসিক রোগাক্রান্ত ছিল, তাহা প্রমাণের দায়ভার অভিযুক্ত ‘ক’ এর উপর বর্তায়।

বিশেষভাবে জ্ঞাত ঘটনা প্রমাণের দায়ভার

১২০। যেই ক্ষেত্রে কোনো ঘটনা সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা প্রমাণ করিবার দায়ভার উক্ত ব্যক্তির উপরই বর্তায়।

উদাহরণসমূহ –

(ক) কোনো কার্যের প্রকৃতি ও পরিস্থিতি হইতে প্রতীয়মান হয় এইরূপ অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য কোনো অভিপ্রায়ে যখন কোনো ব্যক্তি একটি কার্য করে, সেইক্ষেত্রে সেই অভিপ্রায় প্রমাণের দায়ভার তাহার উপরই বর্তায়।

(খ) 'ক' বিনা টিকিটে রেলগাড়িতে ভ্রমণের দায়ে অভিযুক্ত হয়।

তাহার নিকট টিকিট ছিল, ইহা প্রমাণের দায়ভার তাহার উপরই বর্তায়।

(গ) স্ত্রী 'খ' কে হত্যার অভিযোগে 'ক' অভিযুক্ত। ঘটনার রাত্রে 'ক' ও 'খ' একই শয়নকক্ষে রাত্রিযাপন করিয়াছিল এবং পরদিন সকালে ঐ কক্ষ হইতে 'খ' এর মৃতদেহ পাওয়া যায়। 'ক' জানায় যে, 'খ' হৃদরোগে আক্রান্ত ছিল এবং ইতিপূর্বেও 'খ' একাধিকবার হৃদরোগের কারণে গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়াছিল।

এইক্ষেত্রে 'ক' এর উক্ত দাবি প্রমাণের দায়ভার 'ক' এর উপরই বর্তায়।

ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জীবিত বলিয়া জ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু প্রমাণের দায়ভার

১২১। যখন প্রশ্ন এই যে, কোনো ব্যক্তি জীবিত নাকি মৃত এবং প্রদর্শন করা হয় যে, বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি জীবিত ছিল, সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাহাকে মৃত বলিয়া দাবি করে, তাহা প্রমাণের দায়ভার তাহার উপরই বর্তায়।

সাত বৎসর যাবৎ নিখোঁজ ব্যক্তি জীবিত মর্মে প্রমাণের দায়ভার

১২২। যখন প্রশ্ন এই যে, কোনো একজন ব্যক্তি জীবিত নাকি মৃত, এবং ইহা প্রমাণিত যে, সে জীবিত থাকিলে স্বাভাবিকভাবে যাহারা তাহার সন্ধান জানিত এইরূপ ব্যক্তিগণ সাত বৎসর যাবৎ তাহার কোনো সন্ধান পায় নাই, সেইক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাহাকে জীবিত বলিয়া দাবি করে, উহা প্রমাণের দায়ভার তাহার উপরই বর্তাইবে।

অংশীদারগণ, জমির মালিক ও প্রজা এবং মুখ্য ব্যক্তি ও প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ক প্রমাণের দায়ভার

১২৩। যখন প্রশ্ন এই যে, কোনো ব্যক্তিগণ পরস্পর অংশীদার অথবা ভূ-স্বামী ও প্রজা অথবা মুখ্য ব্যক্তি (principal) ও প্রতিনিধি (agent) কিনা এবং ইহা প্রদর্শন করা হয় যে, তাহারা সেইভাবেই কার্য সম্পাদন করিতেছে, সেইক্ষেত্রে যে ব্যক্তি দাবি করে যে, উপরিউক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনুরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান নাই অথবা উক্ত সম্পর্কের অবসান ঘটিয়াছে, উহা প্রমাণের দায়ভার যে দাবি করে তাহার উপরই বর্তায়।

মালিকানা প্রমাণের দায়ভার

১২৪। যখন প্রশ্ন এই যে, কোনো ব্যক্তি তাহার দখলে রহিয়াছে বলিয়া প্রদর্শিত কোনো কিছুর মালিক কিনা, সেইক্ষেত্রে যেই ব্যক্তি দাবি করে যে, দখলকারী ব্যক্তি উহার মালিক নহে, উহা প্রমাণের দায়ভার তাহার উপরই বর্তায়।

উদাহরণ –

'ক' নালিশী সম্পত্তির দখলকার। 'খ' উক্ত সম্পত্তিতে তাহার মালিকানা দাবি করে। কিন্তু সেই দাবির স্বপক্ষে 'খ' কোনো সাক্ষ্য উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হয়।

এই ক্ষেত্রে 'ক' নালিশী সম্পত্তিতে দখলে থাকায় উহার মালিকানা 'ক' এর মর্মে আদালত সাধারণভাবে অনুমান করিবে।

লেনদেনে একপক্ষ অন্যপক্ষের সক্রিয় আস্থায় সম্পর্কিত

১২৫। একপক্ষ অন্যপক্ষের সক্রিয় আস্থায় সম্পর্কিত এমন পক্ষগণের মধ্যে লেনদেনে যেক্ষেত্রে সরল বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেইক্ষেত্রে যে পক্ষ সক্রিয় আস্থার অবস্থানে থাকে তাহার উপরই উক্ত লেনদেনে সরল বিশ্বাস প্রমাণের দায়ভার বর্তায়।

হইলে সরল বিশ্বাসের প্রমাণ

উদাহরণসমূহ –

(ক) মক্কেল কর্তৃক তাহার আইনজীবীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একটি মোকদ্দমায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মক্কেল তাহার আইনজীবীর নিকট সরল বিশ্বাসে তাহার ভবনটি বিক্রয় করিয়াছিল কিনা। লেনদেনটিতে সরল বিশ্বাস প্রমাণের দায়ভার আইনজীবীর উপর বর্তায়।

(খ) পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র পিতার নিকট সরল বিশ্বাসে একখণ্ড জমি বিক্রয় করিয়াছিল কিনা। লেনদেনটিতে সরল বিশ্বাস প্রমাণের দায়ভার পিতার উপর বর্তায়।

বিবাহ বলবৎ *থাকাকালীন সন্তান জন্মের* বৈধতার চূড়ান্ত প্রমাণ

১২৬। কোনো শিশুর মাতা ও কোনো পুরুষের মধ্যে আইনানুগ বিবাহ বলবৎ থাকাকালে, বা বিবাহ বিচ্ছেদের দুইশত আশি দিনের মধ্যে, মাতা পুনরায় বিবাহ না করিলে, কোনো শিশুর জন্ম হইলে, সেই শিশু সেই পুরুষের বৈধ সন্তান বলিয়া চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত গণ্য হইবে, যদি না ইহা প্রদর্শন করা হয় যে, শিশুটি মাতৃগর্ভে আসিবার সময় বিবাহের পক্ষদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে কোনো অভিগম্যতা ছিল না।

আদালত কতিপয় ঘটনার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারে

১২৭। আদালত এইরূপ কোন ঘটনার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারে, যাহা কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রের ঘটনা সম্পর্কে স্বাভাবিক ঘটনাবলির সাধারণ কার্যধারা, মানবীয় আচরণ এবং সরকারি ও বেসরকারি কার্যাবলি বিবেচনায় ঘটিবার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া আদালত মনে করে।

উদাহরণসমূহ –

আদালত অনুমান করিতে পারে যে -

(ক) চুরির অব্যবহিত পরেই চোরাই মাল যে ব্যক্তির দখলে থাকে সে ব্যক্তি হয় চোর, অথবা সে উক্ত মাল চোরাই জানিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যদি না সে তাহার ঐরূপ দখলের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে ;

(খ) দুষ্কর্মের সহযোগী বিশ্বাসের অযোগ্য হইবে যদি না তাহার বক্তব্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দ্বারা সমর্থিত হয় ;

(গ) একটি গৃহীত বা পৃষ্ঠাঙ্কিত বিনিময়পত্র (bill of exchange) উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়েই গৃহীত বা পৃষ্ঠাঙ্কিত হইয়াছিল ;

(ঘ) কোনো বস্তু বা উহার যে অবস্থা সাধারণত যে নির্দিষ্ট সময়ের পর আর বিদ্যমান থাকে না, তদাপেক্ষা স্বল্প সময়ের মধ্যে সেই বস্তু বা উহার অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া প্রদর্শিত হইলে, উহার অস্তিত্ব অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে ;

(ঙ) বৈচারিক ও দাপ্তরিক কার্যাবলি নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হইয়াছে ;

(চ) নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কার্যাবলির সাধারণ ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হইয়াছে ;

(ছ) যে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা সম্ভব ছিল কিন্তু উপস্থাপন করা হয় নাই, উহা উপস্থাপিত হইলে, যে ব্যক্তি উহা উপস্থাপন করা হইতে বিরত রহিয়াছে, তাহার বিপক্ষে যাইত ;

(জ) আইনত উত্তর প্রদান করিতে যদিও বাধ্য নহে, এইরূপ প্রশ্নের উত্তর যদি কোনো ব্যক্তি প্রদান করিতে অস্বীকার করে, তবে সেই ব্যক্তি যদি উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিত, উহা তাহার বিপক্ষে যাইত ;

(ঝ) দায় সৃষ্টিকারী কোনো দলিল দায়বদ্ধ ব্যক্তির নিকট থাকিলে, দায়টির বিমোচন ঘটিয়াছে।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত নীতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে কি হইবে না তাহা বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে আদালত নিম্নলিখিত ঘটনাবলিও বিবেচনা করিবে ঃ

উদাহরণ (ক) এর ক্ষেত্রে – চিহ্নযুক্ত কোনো টাকা চুরি হওয়ার অব্যবহিত পরেই জনৈক দোকানদারের বাক্সে তাহা পাওয়া যায়, সে উক্ত টাকা তাহার বাক্সে থাকিবার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়, তবে সে তাহার ব্যবসায়িক লেনদেনে সর্বদাই টাকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

উদাহরণ (খ) এর ক্ষেত্রে – কতিপয় যন্ত্রপাতি বিন্যাসকরণের সময় জনৈক ব্যক্তির অবহেলাজনিতভাবে মৃত্যু ঘটাইবার দায়ে 'ক' এর বিচার হইতেছে। অনুরূপ ব্যক্তি, 'খ', যে নিজেও সেই বিন্যাসকরণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, সুনির্দিষ্টভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া তাহার ও 'ক' এর সাধারণ অসতর্কতা স্বীকার ও ব্যাখ্যা করে।

উদাহরণ (খ) এর ক্ষেত্রে – কতিপয় ব্যক্তি একটি অপরাধ সংঘটন করে। উহাদের মধ্যে 'ক', 'খ' ও 'গ' নামক তিনজন অপরাধী ঘটনাস্থলেই ধৃত হয় এবং উহাদেরকে পরস্পর আলাদা রাখা হয়। প্রত্যেকেই 'ঘ' কে জড়িত করিয়া অপরাধটি সর্ম্পকে বর্ণনা প্রদান করে, এবং বর্ণনাগুলি একে অন্যকে এইরূপভাবে সমর্থন করে যাহাতে 'ঘ' কে জড়িত করিবার বিষয়ে তাহাদের কোনোরূপ প্রাক-ঐকমত্য প্রায় অসম্ভব প্রতীয়মান হয়।

উদাহরণ (গ) এর ক্ষেত্রে – একটি বিনিময়পত্র প্রণেতা 'ক' একজন ব্যবসায়ী। বিনিময়পত্রটির গ্রহীতা 'খ' একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে 'ক' এর প্রভাবাধীন ছিল।

উদাহরণ (ঘ) এর ক্ষেত্রে – ইহা প্রমাণিত যে, সংশ্লিষ্ট নদীটি পাঁচ বৎসর পূর্বে একটি নির্দিষ্ট গতিপথে প্রবাহিত হইত, কিন্তু ইহা জানা যায় যে, সেই সময়ের পর হইতে একাধিক বন্যা হইয়াছে যাহার ফলে উহার গতিপথ পরিবর্তন হইয়া থাকিতে পারে।

উদাহরণ (ঙ) এর ক্ষেত্রে – সংশ্লিষ্ট বৈচারিক কার্য, যাহা নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হইয়াছে কিনা সেই সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হইয়াছিল।

উদাহরণ (চ) এর ক্ষেত্রে – প্রশ্ন এই যে, একটি পত্র গৃহীত হইয়াছিল কিনা। ইহা প্রদর্শন করা হয় যে, পত্রটি ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু গোলযোগের দরুণ স্বাভাবিক ডাক চলাচল ব্যাহত হইয়াছিল।

উদহারণ (ছ) এর ক্ষেত্রে – স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন একটি চুক্তি, যাহা লইয়া একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে, সেই সম্পর্কিত দলিল সে উপস্থাপন করিতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে উহা তাহার পরিবারের অনুভূতি ও খ্যাতিও ক্ষুন্ন করিতে পারিত।

উদাহরণ (জ) এর ক্ষেত্রে – জনৈক ব্যক্তি আইনত উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য নহে এমন একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সে অস্বীকৃতি জানায়, তবে যে বিষয়ে তাহাকে প্রশ্নটি করা হইয়াছে তাহার সহিত সম্পর্কহীন বিষয়সমূহে প্রশ্নটির উত্তর তাহার ক্ষতির কারণ হইতে পারিত।

উদহারণ (ঝ) এর ক্ষেত্রে – একটি ঋণপত্র দায়িকের নিকট রহিয়াছে, কিন্তু পরিস্থিতি এইরূপ যে, সে উহা চুরি করিয়া থাকিতে পারে।

ষোড়শ অধ্যায়

স্বকার্যজনিত বাধা

স্বকার্যজনিত বাধা **(estoppel)**

১২৮। যেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি, তাহার কোনো ঘোষণা বা মৌনতা বা কার্য বা কার্য হইতে বিরত থাকিবার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে অপর একজন ব্যক্তিকে কোনো বস্তু বা বিষয়কে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছে বা বিশ্বাস করিতে দিয়াছে এবং অনুরূপ বিশ্বাসের ভিত্তিতে কার্য করিতে দিয়াছে, সেইক্ষেত্রে তাহাকে বা তদীয় প্রতিনিধিকে, তাহার এবং সেই ব্যক্তির বা তদীয় প্রতিনিধির মধ্যে কোনো মোকদ্দমা বা কার্যধারায়, সেই বস্তু বা বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করিতে দেওয়া হইবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, অত্র ধারা কোনো নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির মনোনীত প্রতিনিধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

উদাহরণসমূহ –

(ক) ‘ক’ ইচ্ছাকৃত ও মিথ্যাভাবে ‘খ’ কে বিশ্বাস করায় যে, ‘ক’ সংশ্লিষ্ট জমির মালিক এবং সেই সূত্রে ‘খ’ কে উহা ক্রয় করিতে ও মূল্য পরিশোধ করিতে প্ররোচিত করে।

পরবর্তীতে ‘ক’ জমিটির মালিক হয় এবং বিক্রয়ের সময় উহাতে তাহার স্বত্ব ছিল না এই অজুহাতে বিক্রয়টি বাতিল করিতে চায়। এইক্ষেত্রে তাহাকে তাহার পূর্বতন স্বত্বহীনতা অবশ্যই প্রমাণ করিতে দেওয়া যাইবে না।

(খ) ‘ক’ একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। একটি বিভাগীয় মামলায় তাহাকে শাস্তি হিসেবে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয় । এই আদেশের বিরুদ্ধে তিনি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করেন । মোকদ্দমার শুনানীর পূর্বেই তিনি তাহার অবসরকালীন ভাতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রশ্ন উঠে যে, যেহেতু তিনি অবসরকালীন ভাতা গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি উপরোক্ত মোকদ্দমা আদৌ দায়ের করিতে পারেন কিনা।

যেহেতু তাহাকে শাস্তিমূলকভাবে অবসর প্রদান করা হইয়াছিল এবং উক্ত অবসর তাহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না, সেইহেতু অবসরকালীন সুবিধাদি গ্রহণ তাহার স্বকার্যজনিত বাধা (estoppel) হিসেবে গণ্য হইবে না।

(গ) একটি আইনানুগ প্রতিষ্ঠান 'ক' এর অনুকূলে সরকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করে। প্রকল্পটির ক্ষতি হইতে পারে এইরূপ কোন খামখেয়ালীপনা বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ পরবর্তী সরকার করিতে পারিবে না। ইহা সরকারের বিরুদ্ধে স্বকার্যজনিত বাধা (estoppel) হিসেবে কাজ করিবে।

(ঘ) 'ক' তাহার জীবনস্বত্বমূলে প্রাপ্ত কিছু জমি পাট্টার ভিত্তিতে 'খ' কে বন্দোবস্ত প্রদান করে। কিন্তু পাট্টার গর্ভে জমিটি হস্তান্তরের কোন আইনগত প্রয়োজন (legal necessity) উল্লেখ করা ছিল না। সুদীর্ঘকাল উক্ত জমিতে 'খ' পাট্টার ভিত্তিতে দখলে রহিয়াছে। পাট্টায় আইনগত প্রয়োজন এর বিষয়টি উল্লেখ না থাকার অজুহাতে 'গ' উক্ত হস্তান্তরটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

যেহেতু বহু বৎসর যাবত কাহারও আপত্তি ব্যতিরেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে 'খ' উক্ত জমিতে দখলদার, সেইহেতু 'গ' কর্তৃক উত্থাপিত পাট্টায় আইনগত প্রয়োজন সংক্রান্ত আপত্তি স্বকার্যজনিত বাধায় (estoppel) বারিত হইবে।

দখলদার ভাড়াটিয়া ও অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে স্বকার্যজনিত বাধা

১২৯। কোনো স্থাবর সম্পত্তিতে ভাড়াটিয়া অধিকার বিদ্যমান থাকাকালীন সময়ে উহার ভাড়াটিয়াকে, বা ভাড়াটিয়ার মাধ্যমে দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে, উক্ত ভাড়াটিয়া অধিকারের প্রারম্ভে, ভাড়াটিয়ার মালিকের, সেই স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব ছিল, ইহা অস্বীকার করিতে দেওয়া যাইবে না ; এবং কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখলদার ব্যক্তির অনুমতিক্রমে উহার দখলে থাকা কোনো ব্যক্তিকে উক্ত অনুমতি প্রদানের সময় অনুমতিদাতার উক্তরূপ দখলীস্বত্ব বিদ্যমান ছিল, ইহা অস্বীকার করিতে দেওয়া যাইবে না।

উদাহরণ –

'ক' ক্রয়সূত্রে একটি স্থাবর সম্পত্তির মালিক। তিনি 'খ' এর নিকট মাসিক ভাড়ায় সম্পত্তিটির দখল প্রদান করেন। কয়েক বছর পর ভাড়াটিয়া 'খ' স্থাবর সম্পত্তিটির মাসিক ভাড়া দিতে অস্বীকার করিলে 'খ' এর বিরুদ্ধে 'ক' ভাড়া আদায়ের মোকদ্দমা দায়ের করে। 'খ' এর দাবী সে উক্ত সম্পত্তিটি ক্রয়সূত্রে মালিক হইয়া সম্পত্তিটির দখলে আছে। 'খ' নালিশী সম্পত্তিতে ভাড়াটিয়া হিসেবে দখলে থাকাবস্থায় ঐ সম্পত্তিতে 'ক' কে তাহার মালিকানা অস্বীকার করিয়া নিজের মালিকানা দাবী করিতে দেওয়া যাইবে না।

বিনিময়পত্রের গ্রহীতা, জিম্মাদার বা অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বকার্যজনিত বাধা

১৩০। বিনিময়পত্র প্রস্তুত করিবার বা পৃষ্ঠাঙ্কন করিবার ক্ষমতা দাতার ছিল, ইহা কোনো বিনিময়পত্র গ্রহীতাকে অস্বীকার করিতে দেওয়া যাইবে না; এবং কোনো জামানত বা অনুমতি আরম্ভ হইবার কালে জিম্মাদাতার বা অনুমতিদাতার সেই জামানত বা অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা ছিল ইহা কোনো জিম্মাদার বা অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অস্বীকার করিতে দেওয়া যাইবে না।

ব্যাখ্যা ১

একটি বিনিময়পত্রের গ্রহীতা অস্বীকার করিতে পারে যে, বিনিময়পত্রটি যাহার দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া গণ্য, উহা প্রকৃতপক্ষে তাহার দ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা ২

যদি জিম্মাদার জিম্মাকৃত পণ্য জিম্মাদাতা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রদান করে তবে উক্ত জিম্মাদার প্রমাণ করিতে পারে যে, সেই পণ্য বিষয়ে জিম্মাদাতার বিরুদ্ধে সেই ব্যক্তির অধিকার ছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

সাক্ষী সম্পর্কিত

কে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে

১৩১। সকল ব্যক্তিই সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য হইবে, যদি না আদালত বিবেচনা করে যে, স্বল্প বয়স, অতি বার্ধক্য, দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতা বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণ দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন বুঝিতে, বা সেই প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর দিতে তাহারা অক্ষম।

ব্যাখ্যা –

অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানে অযোগ্য নহে, যদি না সে তাহার অপ্রকৃতিস্থতার কারণে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন বুঝিতে এবং উহার যৌক্তিক উত্তর দিতে অক্ষম হয়।

উদাহরণ –

(ক) 'ক' কে হত্যার অভিযোগে 'খ' অভিযুক্ত। হত্যার সময় 'ক' এর ১৬ বছর বয়সী কনিষ্ঠ ভগ্নি 'গ' ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে 'গ' আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করে। সাক্ষী 'গ' নাবালক বিধায় তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া অভিযুক্ত পক্ষে দাবি করা হয়।

'গ' সাক্ষ্য প্রদানকালে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হয়। এইক্ষেত্রে 'গ' একজন যোগ্য সাক্ষী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) একটি চুক্তি প্রবলের মামলায় বাদিপক্ষে কার্যকারক হিসেবে 'ক' সাক্ষ্য প্রদান করে। বিবাদী 'খ' দাবি করে যে বায়নাপত্রের কোনো পক্ষ না হওয়ায় 'ক' সাক্ষ্য প্রদানে অনুপযুক্ত।

এইক্ষেত্রে 'ক' মামলায় পক্ষ না হইলেও বাদিপক্ষের কার্যকারক হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করিতে যোগ্য।

বাকপ্রতিবন্ধী সাক্ষী

১৩২। যে সাক্ষী কথা বলিতে অক্ষম সে বোধগম্য করিতে পারে এইরূপ অন্য কোনো উপায় যেমন লেখা বা ইশারা বা সাংকেতিক ভাষা (sign language) এর মাধ্যমে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে; তবে সেই লিখন বা ইশারা বা সাংকেতিক ভাষা অবশ্যই প্রকাশ্য আদালতে লিখিতে বা প্রদর্শন করিতে হইবে। এইরূপভাবে প্রদত্ত সাক্ষ্য মৌখিক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হইবে।

দেওয়ানি মোকদ্দমার পক্ষগণ এবং তাহাদের স্ত্রী বা স্বামী; ফৌজদারি মামলায় বিচারাধীন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী।

১৩৩। সকল দেওয়ানি মোকদ্দমার পক্ষ এবং মোকদ্দমার যে কোনো পক্ষের স্বামী বা স্ত্রী যোগ্য সাক্ষী হইবে। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারি কার্যধারায় উক্ত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী যথাক্রমে যোগ্য সাক্ষী হইবে।

বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ

১৩৪। কোনো বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট, যে আদালতের অধস্তন, সেই আদালতের বৈচারিক বিশেষ আদেশ ব্যতিরেকে উক্ত বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আদালতে স্বীয় আচরণ সম্পর্কে, অথবা বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আদালতে তাহার গোচরে আসিয়াছে এইরূপ কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের

উত্তর দিতে তিনি বাধ্য হইবেন না ; কিন্তু উক্ত পদে কর্তব্য পালনকালীন অবস্থায় তাহার সম্মুখে সংঘটিত অন্য ঘটনাবলি সম্পর্কে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' দায়রা আদালতের সম্মুখে অনুষ্ঠিত তাহার বিচারকালে নিবেদন করে যে, ম্যাজিস্ট্রেট 'খ' তাহার জবানবন্দি যথাযথভাবে গ্রহণ করেন নাই। উচ্চতর আদালতের বিশেষ আদেশ ব্যতিরেকে, 'খ' কে এই বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(খ) ম্যাজিস্ট্রেট 'খ' এর সম্মুখে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের দায়ে দায়রা আদালতে 'ক' অভিযুক্ত হয়। 'ক' কী বলিয়াছিল, উহা উচ্চতর আদালতের বিশেষ আদেশ ব্যতিরেকে, 'খ' কে জিজ্ঞাসা করা যাইবে না।

(গ) দায়রা জজ 'খ' এর সম্মুখে বিচার চলাকালীন সময়ে একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যাচেষ্টার দায়ে দায়রা আদালতে 'ক' অভিযুক্ত হয়। অকুস্থলে কি ঘটিয়াছিল সেই সম্পর্কে 'খ' কে পরীক্ষা করা যাইবে।

বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন সময়ে যোগাযোগ

১৩৫। বিবাহিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মোকদ্দমা, বা একজন বিবাহিত ব্যক্তি কর্তৃক অপরজনের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য চলমান কার্যধারা ব্যতিরেকে, কোনো বিবাহিত ব্যক্তিকে, তাহার সহিত বিবাহিত বা ইতিপূর্বে বিবাহিত ছিল এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন সময়ে কৃত কোনো যোগাযোগ প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে না ; বা তাহাকেও উক্তরূপ প্রকাশ করিতে দেওয়া যাইবে না, যদি না বার্তা প্রদানকারী ব্যক্তি, বা তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি উহা প্রকাশে সম্মতি প্রদান করে।

রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি সম্পর্কিত সাক্ষ্য

১৩৬। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান যাহার অনুমতি প্রদানের বা নাকচ করিবার এখতিয়ার রহিয়াছে তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে, কাহাকেও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত অপ্রকাশিত সরকারি দলিলপত্র বিষয়ক কোনো সাক্ষ্য প্রদানের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

দাপ্তরিক যোগাযোগ ও বার্তা আদান প্রদান

১৩৭। কোনো সরকারি কর্মচারী যদি মনে করেন যে তাহার নিকট প্রেরিত কোনো দাপ্তরিক গোপনীয় বার্তা প্রকাশ করিলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হইবে, সেইক্ষেত্রে তাহাকে উক্ত বার্তা প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে না;

তবে শর্ত এই যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে এবং সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে তাহা আদালতে প্রকাশ করিতে অত্র ধারার কোনো কিছুই বারিত করিবে না।

অপরাধ সংঘটন সম্পর্কিত তথ্য

১৩৮। কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কর্মকর্তাকে কোনো অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত এবং কোনো রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারিকে সরকারি রাজস্ব সংক্রান্ত কোনো অপরাধ সংঘটন সম্বন্ধে তথ্য প্রাপ্তির উৎস প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে না ;

তবে শর্ত এই যে, যেইক্ষেত্রে কোনো পক্ষ বা কোনো ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য বা অন্যবিধ কারণে, আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন বা রাজস্ব কর্মচারিকে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করিতে নির্দেশ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা –

এই ধারায় 'রাজস্ব কর্মচারি' বলিতে সরকারি রাজস্ব সংক্রান্ত যে কোনো শাখায় নিযুক্ত যে কোনো কর্মচারিকে বুঝাইবে।

পেশাগত যোগাযোগ বা বার্তা আদান প্রদান

১৩৯। কোনো আইনজীবী কখনোই তাহার মক্কেল কর্তৃক নিযুক্ত হওয়া সম্পর্কিত বা নিযুক্তিকালীন সময়ে তাহার মক্কেলের সহিত কোনো যোগাযোগ বা মক্কেলের মামলা বা মোকদ্দমা সংক্রান্ত তথ্যাদি বা যে সকল দলিলের বিষয়বস্তু ও অবস্থা, যাহা তিনি তাহার পক্ষে নিযুক্তিকালীন সময় ও পেশাদারী ভূমিকার কারণে জ্ঞাত হইয়াছেন সেই তথ্যাদি, বিষয়বস্তু বা অবস্থা সম্পর্কে, অথবা তাহার নিযুক্তি থাকাকালীন সময়ে বা সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পরামর্শ সম্পর্কিত কোনো তথ্য, তাহার মক্কেলের সুস্পষ্ট সম্মতি ব্যতিরেকে প্রকাশ করিতে পারিবেন না ;

তবে শর্ত এই যে, এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশে বাধাগ্রস্ত করিবে না ঃ-

(১) বেআইনি উদ্দেশ্য পূরণকল্পে করা কোনোরূপ যোগাযোগ বা বার্তা আদান প্রদান ;

(২) কোনো আইনজীবী তাহার স্বীয় পেশাগত কার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এইরূপ কোনো ঘটনা যাহার দ্বারা প্রদর্শিত হয় যে তাহার উক্তরূপ নিযুক্তিকালে প্রতারণাজনিত কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে।

উক্তরূপ ঘটনার প্রতি উক্ত মক্কেল বা মক্কেলের পক্ষ হইতে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছিল কিনা তাহা বিবেচ্য নহে।

ব্যাখ্যা –

উক্তরূপ নিযুক্তির অবসানের পরও এই ধারায় বর্ণিত বাধ্যবাধকতা অব্যাহত থাকিবে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) মক্কেল 'ক' তাহার আইনজীবী 'খ' কে জানায়, "আমি জালিয়াতি করিয়াছি এবং আমি চাই আপনি আমার পক্ষে মামলা পরিচালনা করিবেন।"

কোনো ব্যক্তি দোষী মর্মে অবহিত হওয়ার পরও তাহার পক্ষে মামলা পরিচালনা করা অপরাধমূলক কার্য না হওয়ায় এই যোগাযোগ বা বার্তা আদান প্রদান, প্রকাশ হইতে সুরক্ষিত থাকিবে।

(খ) মক্কেল 'ক' তাহার আইনজীবী 'খ' কে জানায়, "আমি একটি জাল দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি দখল করিতে ইচ্ছুক যাহার উপর ভিত্তি করিয়া আপনাকে মোকদ্দমা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।"

যোগাযোগ বা বার্তা আদান প্রদানটি ফৌজদারি অপরাধমূলক উদ্দেশ্য সংঘটনকল্পে করা হইয়াছে বিধায় উহা গোপনীয়তা রক্ষার শর্ত দ্বারা সুরক্ষিত নহে।

(গ) তহবিল তছরুপের অভিযোগে অভিযুক্ত 'ক' তাহার মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী 'খ' কে নিযুক্ত করে। মামলা চলাকালীন সময়ে 'খ' প্রত্যক্ষ করে যে, তছরুপকৃত অর্থ যাহার জন্য 'ক' অভিযুক্ত, তাহা

'ক' এর হিসাব বহির একটি ভুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার নিযুক্তির প্রারম্ভে উক্ত ভুক্তিটি লিপিবদ্ধ ছিল না।

'খ' এর নিযুক্তি থাকাকালীন সময়ে পরিলক্ষিত ঘটনাবলি হইতে তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে কার্যধারা আরম্ভ হইবার পর হইতে উক্ত জালিয়াতি সংঘটিত হইয়াছে।

এইক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা গোপনীয়তা রক্ষার শর্ত দ্বারা সুরক্ষিত নহে।

দোভাষী প্রভৃতির ক্ষেত্রে ১৩৯ ধারার প্রযোজ্যতা

১৪০। ১৩৯ ধারার বিধান আইনজীবীর সহযোগী বা সহকারি বা দোভাষী বা কর্মচারিগণের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য হইবে।

স্বেচ্ছায় প্রদত্ত সাক্ষ্য দ্বারা বিশেষ সুবিধা পরিত্যক্ত হয় না

১৪১। যেক্ষেত্রে একটি মোকদ্দমায় কোনো পক্ষ স্বেচ্ছায় বা অন্য কোনো কারণে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ সাক্ষ্য দ্বারা সে ১৩৯ ধারার বিধানমতে গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রকাশে সম্মতিদান করিয়াছে বলিয়া বুঝাইবে না ; এবং, একটি মোকদ্দমা বা কার্যধারার কোনো পক্ষ যদি সেইরূপ কোনো আইনজীবীকে সাক্ষী হিসেবে আহ্বান করে, তবে সেই আইনজীবীর প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা নাই এইরূপ কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করিলেই কেবল সে উহা প্রকাশে সম্মতি প্রদান করিয়াছে বলিয়া বুঝাইবে।

আইন উপদেষ্টাগণের সহিত গোপনীয় যোগাযোগ বা বার্তা আদান প্রদান

১৪২। কোনো ব্যক্তি ও তার পেশাজীবী আইন উপদেষ্টার মধ্যকার কোন গোপনীয় যোগাযোগ বা আদান প্রদানকৃত বার্তা প্রকাশে সেই ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাইবে না, যদি না উক্ত ব্যক্তি নিজেকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করে, সেইক্ষেত্রে সে যেই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ যে কোনো যোগাযোগ বা আদান প্রদানকৃত বার্তা, যাহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহা প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করা যাইতে পারে, অন্য কোনো সাক্ষ্য বিষয়ে নহে।

পক্ষ নহে এইরূপ সাক্ষীর নিজের স্বত্বের দলিল উপস্থাপন

১৪৩। মোকদ্দমার পক্ষ নহে এইরূপ কোনো সাক্ষীকে তাহার কোনো সম্পত্তির স্বত্বের দলিল, বা যাহার ভিত্তিতে সে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে কোনো সম্পত্তি ধারণ করে এমন কোনো দলিল, বা যাহা উপস্থাপন করিলে সে কোনো অপরাধে জড়িত হইতে পারে এইরূপ কোনো দলিল উপস্থাপন করিতে বাধ্য করা যাইবে না, যদি না সেইরূপ দলিল উপস্থাপন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা তাহার মাধ্যমে দাবিকারী কোনো ব্যক্তির সহিত সে উহা উপস্থাপন করিবার জন্য লিখিতভাবে সম্মত হয়।

অন্য ব্যক্তির দখলে থাকিলে উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করিতে পারিত এইরূপ দলিল বা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড উপস্থাপন

১৪৪। কোনো ব্যক্তিকেই তাহার নিকট রক্ষিত এইরূপ কোনো দলিল বা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড উপস্থাপন করিতে বাধ্য করা যাইবে না যাহা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট রক্ষিত বা নিয়ন্ত্রণে থাকিলে সে উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করিবার অধিকারী হইত ;

তবে শর্ত এই যে, শেষোক্ত ব্যক্তি উক্ত দলিল বা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড উপস্থাপনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তাহাকে উহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে।

উদাহরণ –

‘ক’ এর মালিকানাধীন একটি জমির দলিলের ডিজিটাল কপি ‘খ’ এর নিকট রক্ষিত আছে। একটি মোকদ্দমার প্রয়োজনে ‘গ’ উহা সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করিতে চায়। ‘ক’ এর সম্মতি সাপেক্ষে উহা আদালতে উপস্থাপন করিবার জন্য খ’ কে বাধ্য করা যাইবে।

প্রশ্নের উত্তর সাক্ষী বা তাহার স্ত্রী বা স্বামীকে অপরাধে জড়িত করিবে এই অজুহাতে কোনো সাক্ষী উত্তর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে না

১৪৫। (১) কোনো মোকদ্দমা বা কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি কার্যধারায় বিচার্য বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয়ে সাক্ষীকে প্রশ্ন করা হইলে সেই প্রশ্নের উত্তর তাহাকে বা তাহার স্ত্রী বা স্বামীকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অপরাধমূলক কার্যে জড়িত করিবে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত করিতে পারে, অথবা উহা সাক্ষী বা তাহার স্ত্রী বা স্বামীকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কোনোরূপ শাস্তি বা সম্পদ বাজেয়াপ্তির মুখোমুখি করিবে বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুখোমুখি করিতে পারে, এই অজুহাতে উক্ত সাক্ষীকে অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোনো অভিযুক্ত যিনি নিজেকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপনে রাজী হইয়াছেন তিনি এই অজুহাতে কোনো বিচার্য বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না যে তাহার উক্তরূপ সাক্ষ্য তাহাকে বা তাহার স্ত্রী বা স্বামীকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অপরাধমূলক কার্যে জড়িত করিবে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত করিতে পারে বা উহা তাহাকে বা তাহার স্বামী বা স্ত্রীকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কোনো ধরণের শাস্তি বা সম্পদ বাজেয়াপ্তির মুখোমুখি করিবে, বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুখোমুখি করিতে পারে, এই অজুহাতে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে না।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো সাক্ষী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারার অধীনে কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বাধ্য বা নিজেকে বাধ্য মনে করে, সেইক্ষেত্রে সে উত্তর প্রদানে আপত্তি করুক বা না করুক ;

(ক) সাক্ষীর প্রদত্ত সেই প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে, সেই সাক্ষীকে বা তাহার স্বামী বা স্ত্রীকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, গ্রেফতার বা ফৌজদারিতে সোপর্দ করা যাইবে না বা, উহা তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাইবে না ; অথবা

(খ) অভিযুক্তের প্রদত্ত সেই প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে, (২) উপ-ধারা এর বিধান ব্যতিরেকে, সেই সম্পর্কে বা তাহার স্বামী বা স্ত্রীকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, গ্রেফতার বা ফৌজদারিতে সোপর্দ করা যাইবে না, বা, কোনো ফৌজদারি কার্যধারায় উহা তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাইবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোনো কিছুই উক্তরূপ উত্তরের মাধ্যমে প্রদত্ত মিথ্যা সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

দুষ্কর্মে সহযোগী

১৪৬। দুষ্কর্মে সহযোগী অভিযুক্ত অপর কোনো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সাক্ষী বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং আদালত উক্ত সহযোগীর অসমর্থিত সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

উদাহরণ –

‘ক’ একটি মামলার সহযোগী অভিযুক্ত। ‘ক’ এর প্রার্থিতমতে আদালত অন্যান্য সাক্ষীর মতোই ‘ক’ কে একজন উপযুক্ত সাক্ষী হিসাবে বিবেচনা করিতে পারে।

সাক্ষীদের সংখ্যা

১৪৭। ঘটনা প্রমাণের জন্য কোনো ক্ষেত্রেই কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষীর আবশ্যকতা নাই।

ব্যাখ্যা –

যদিও বিশ্বাসযোগ্য একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া মামলা প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু যদি উক্ত মামলায় একাধিক সাক্ষী হাজির করিবার সুযোগ থাকে, সেইক্ষেত্রে কেবল একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে আদালত সংযত হইবে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' ও 'খ' একটি হত্যা মামলার সাক্ষী। 'ক' মামলার এজাহারকারী 'গ' এর পুত্র। 'ক' শুধুমাত্র এজাহারকারীর পুত্র হওয়ার কারণে তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য অবিশ্বাসের সুযোগ নাই, যদি না তাহার সাক্ষ্য মিথ্যা ও পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয়।

(খ) 'ক' একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত। সাক্ষী 'খ' একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। সাক্ষী 'খ' এর প্রদত্ত সাক্ষ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ, যথাযথ এবং পরিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত।

অপর কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত না হইলেও শুধুমাত্র 'খ' এর প্রদত্ত সাক্ষ্যকে আদালত বিশ্বাস করিতে পারিবে।

(গ) 'ক' দস্যুতার অভিযোগে অভিযুক্ত। অভিযোগকারী 'খ' এর নিকট হইতে 'ক' পাঁচ হাজার টাকা ছিনাইয়া লয়, পরবর্তীতে ছিনাইয়া লওয়া টাকার কিছু অংশ 'ক' এর নিকট হইতে উদ্ধার হয়। 'ক' এর বিরুদ্ধে 'খ' সাক্ষ্য প্রদান করে। 'খ' এর প্রদত্ত সাক্ষ্য পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত। আসামী পক্ষ 'খ' কে জেরা করিয়া তাহার সাক্ষ্যের অকাট্যতা বিনষ্ট করিতে ব্যর্থ হয়।

এইরূপ অবস্থায় শুধুমাত্র 'খ' এর প্রদত্ত সাক্ষ্যকে আদালত বিশ্বাস করিতে পারিবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সাক্ষীগণের পরীক্ষা সম্পর্কিত

সাক্ষীগণের উপস্থাপন ও পরীক্ষার ক্রম

১৪৮। যথাক্রমে দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি সম্পর্কে আপাতত প্রচলিত আইন ও রীতি অনুসারে, এবং উক্তরূপ কোনো আইনের অনুপস্থিতিতে আদালতের সুবিবেচনা অনুসারে সাক্ষীগণকে উপস্থিত ও পরীক্ষা করিবার ক্রম নির্ধারিত হইবে।

ব্যাখ্যা –

বাদি বা প্রসিকিউটর আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আসিলে আদালতের প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রথমেই তাহাকে পরীক্ষা করা হইবে।

বিচারক সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করিবে

১৪৯। যেক্ষেত্রে কোনো পক্ষ কোনো তর্কিত ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের আবেদন করে, সেই ক্ষেত্রে কিভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা হইবে ; এবং ঘটনাটি প্রমাণিত হইলে কিভাবে উহা প্রাসঙ্গিক হইবে সেই সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বিচারক জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে অন্যথায় নহে।

যেইক্ষেত্রে প্রমাণ করিতে প্রস্তাবকৃত ঘটনাটির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া অপর কোনো ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল, সেই ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ঘটনা সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বেই শেষোক্ত ঘটনাটি প্রমাণ করিতে হইবে, যদি না সংশ্লিষ্ট পক্ষ উক্ত ঘটনা প্রমাণে আদালতের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

যেইক্ষেত্রে কোনো তর্কিত ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা অপর একটি তর্কিত ঘটনা প্রথমে প্রমাণিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়, সেইক্ষেত্রে বিচারক তাহার সুবিবেচনামূলে দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে প্রথম ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের অনুমতি প্রদান করিতে পারে, অথবা প্রথম ঘটনাটি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে দ্বিতীয় ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে ৩১ ধারা অনুসারে একজন মৃত ব্যক্তির বক্তব্য প্রাসঙ্গিক, সেই বক্তব্য প্রমাণের আবেদন করা হয়।

বক্তব্যটি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বেই উহা প্রমাণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রদর্শন করিতে হইবে যে বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তিটি মৃত।

(খ) দলিলটি হারাইয়া গিয়াছে উল্লেখ করিয়া উক্ত দলিলের সহিমোহরকৃত নকলের সাহায্যে উহার বিষয়বস্তু প্রমাণের আবেদন করা হয়।

সহিমোহরকৃত নকলটি উপস্থাপনের পূর্বে, উহা উপস্থাপন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে, মূল দলিলটি হারাইয়া গিয়াছে।

(গ) চোরাই মাল জানা স্বত্ত্বেও উহা গ্রহণের দায়ে 'ক' অভিযুক্ত।

ইহা প্রমাণের জন্য আবেদন করা হয় যে, সে চোরাই মালটির দখল অস্বীকার করিয়াছিল।

অস্বীকৃতিটির প্রাসঙ্গিকতা উক্ত চোরাই মালটি সনাক্তকরণের উপর নির্ভরশীল। আদালত তাহার সুবিবেচনায় দখলের অস্বীকৃতিটি প্রমাণের পূর্বে চোরাই মালটি সনাক্তকরণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারে, অথবা চোরাই মালটি সনাক্তকরণের পূর্বে দখলের অস্বীকৃতিটি প্রমাণের অনুমতি প্রদান করিতে পারে।

(ঘ) বিচার্য বিষয়ের কারণ বা ফলাফল বলিয়া কথিত 'ক' ঘটনা প্রমাণ করিতে আবেদন করা হয়। বিচার্য বিষয়টির কারণ বা ফলাফল হিসেবে 'ক' ঘটনাটি বিবেচিত হইবার পূর্বে অবশ্যই প্রদর্শন করিতে হইবে যে, কতিপয় মধ্যবর্তী 'খ', 'গ' ও 'ঘ' ঘটনার অস্তিত্ব রহিয়াছে। 'খ', 'গ' ও 'ঘ' ঘটনা প্রমাণের পূর্বে আদালত 'ক' ঘটনা প্রমাণের অনুমতি প্রদান করিতে পারে, অথবা ক ঘটনা প্রমাণের পূর্বে 'খ', 'গ' ও 'ঘ' ঘটনা প্রমাণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

জবানবন্দি

১৫০। কোনো পক্ষের তলবকৃত সাক্ষীকে ঐ পক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা করাকে তাহার জবানবন্দি বলা হয়।

জেরা

বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক সেই সাক্ষীর পরীক্ষা করাকে তাহার জেরা বলা হয়।

পুনঃজবানবন্দি

জেরার পর তলবকারী পক্ষ কর্তৃক পুনরায় উক্ত সাক্ষীর পরীক্ষা করাকে তাহার পুনঃজবানবন্দি বলা হয়।

উদাহরণ –

একটি হত্যা মামলায় 'ক' একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে আদালতে তাহার বক্তব্য প্রদান করে। আসামীপক্ষ সেই সাক্ষীকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা করে। উক্ত পরীক্ষার পর রাষ্ট্রপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে পুনরায় পরীক্ষা করে।

এইক্ষেত্রে 'ক' এর প্রথমে প্রদত্ত বক্তব্যটি জবানবন্দি, আসামীপক্ষ কর্তৃক 'ক' কে পরীক্ষা করাকে জেরা, রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক 'ক' কে পুনরায় পরীক্ষা করাকে পুনঃজবানবন্দি বলে।

পরীক্ষার ক্রম

১৫১। প্রথমে সাক্ষীগণের জবানবন্দি গৃহীত হইবে, তৎপর (বিরুদ্ধ পক্ষ ইচ্ছা করিলে) সাক্ষীর জেরা গৃহীত হইবে, তৎপর (সাক্ষী তলবকারী পক্ষ ইচ্ছা করিলে) পুনঃজবানবন্দি গৃহীত হইবে।

সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কিত হইবে, তবে সাক্ষী তাহার জবানবন্দিতে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল জেরা কেবলমাত্র উহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিবার আবশ্যকতা নাই।

পুনঃজবানবন্দির নির্দেশনা

জেরায় উল্লিখিত বিষয়সমূহ ব্যাখ্যার জন্য পুনঃজবানবন্দি পরিচালিত হইবে ; এবং, যেইক্ষেত্রে আদালতের অনুমতিক্রমে পুনঃজবানবন্দিতে নতুন বিষয়ের অবতারনা করা হয়, সেইক্ষেত্রে বিরুদ্ধপক্ষ সেই সকল বিষয়ে অধিকতর জেরা করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা –

পুনঃজবানবন্দি গ্রহণ কোনো পক্ষের অধিকার নহে। আদালতের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রস্তাবিত পুনঃজবানবন্দি গ্রহণ করা যাইতে পারে। জেরায় কথিত বক্তব্য বাতিলের জন্য পুনঃজবানবন্দি গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হইবে না।

পুনঃজবানবন্দি গ্রহণের অনুমতি মঞ্জুর হইলে প্রতিপক্ষকে অধিকতর জেরা করিবার সুযোগ প্রদান করা যাইবে।

দলিল উপস্থাপনের জন্য তলবকৃত ব্যক্তির জেরা

১৫২। কোনো দলিল উপস্থাপনের জন্য তলবকৃত ব্যক্তিকে কেবল উক্ত দলিল দাখিল করিবার কারণে সাক্ষী বলিয়া গণ্য করা যাইবে না এবং সাক্ষী হিসেবে তলব না করা পর্যন্ত তাহাকে জেরা করা যাইবে না।

চরিত্র সম্পর্কিত সাক্ষী

১৫৩। চরিত্র সম্পর্কিত সাক্ষীগণকে জেরা ও পুনঃপরীক্ষা করা যাইতে পারে।

ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন **(leading question)**

১৫৪। সাক্ষ্য গ্রহণকালে প্রশ্নকারী যে উত্তর প্রত্যাশা বা কামনা করে বা যে প্রশ্নের মধ্যে উহার উত্তর বা উত্তরের কিয়দাংশ নিহিত থাকে, তাহা ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করিলে উহাকে ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন বলা হয়।

কখন ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করা যাইবে না

১৫৫। বিরুদ্ধ পক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিলে, আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে, জবানবন্দি বা পুনঃজবানবন্দি গ্রহণকালে কখনই ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করা যাইবে না।

প্রারম্ভিক বা অবিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে, বা আদালতের মতে ইতোমধ্যে যথোচিতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, এইরূপ বিষয় সম্পর্কে আদালত ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

কখন ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করা যাইতে পারে

১৫৬। জেরায় ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করা যাইতে পারে ;

তবে শর্ত এই যে, উক্ত প্রশ্ন মামলার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অপরিহার্য না হইলে এবং আদালত জেরাতে প্রশ্নকারীর আচরণ বিবেচনা করিয়া ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করিবার অনুমতি নাও প্রদান করিতে পারে।

লিখিত বিষয় সম্পর্কিত সাক্ষ্য

১৫৭। সাক্ষ্য গ্রহণকালে কোনো সাক্ষী কোনো চুক্তি, মঞ্জুরি বা সম্পত্তি সম্পর্কিত অন্যবিধ বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যাহা কোনো দলিলে উল্লেখ নাই কিন্তু দলিলে তাহা উল্লেখ ছিল বলিয়া যদি সে প্রকাশ করে, বা যেক্ষেত্রে আদালতের মতে সংশ্লিষ্ট দলিলটি উপস্থাপন করা উচিৎ, এইরূপ কোনো দলিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে কোনো বক্তব্য প্রদান করিতে ইচ্ছুক, সেইক্ষেত্রে উক্ত দলিল উপস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত, সেই সাক্ষী তলবকারী পক্ষকে উহার দ্বৈতীয়ক সাক্ষ্য প্রদানের অধিকারী করিবে, এইরূপ ঘটনা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত, বিরুদ্ধ পক্ষ সেই সাক্ষ্য প্রদানের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রদান করিতে পারে।

ব্যাখ্যা –

কোনো দলিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অন্য কোনো ব্যক্তির প্রদত্ত বিবৃতি সম্পর্কে একজন সাক্ষী মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে যদি বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা হয়।

উদাহরণ –

প্রশ্ন হইতেছে যে, 'খ' কে 'ক' প্রহার করিয়াছিল কিনা।

'গ' সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে 'ক' কে 'ঘ' এর নিকট বলিতে শুনিয়াছে, " 'খ' আমাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করিয়া একটি পত্র লিখিয়াছে, এবং আমি সেই কারণে তাহার উপর প্রতিশোধ লইব"। প্রহার করিবার উদ্দেশ্য প্রমাণের জন্য 'ক' এর এই বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিক, এবং উক্ত বক্তব্যটি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে যদিও ঐ পত্রটির বিষয়ে অন্য কোনো সাক্ষ্য প্রদান করা হয় নাই।

পূর্ববর্তী লিখিত বক্তব্য সম্পর্কে জেরা

১৫৮। একজন সাক্ষী কর্তৃক পূর্বে লিখিত বা যান্ত্রিক উপায়ে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণকৃত কোনো বক্তব্য অথবা তাহার প্রদত্ত লিপিবদ্ধকৃত বক্তব্য বিচার্য বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক হইলে উহা তাহাকে প্রদর্শন না করাইয়া অথবা তাহা প্রমাণ না করিয়াও সেই সম্পর্কে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা যাইতে পারে ; তবে, লিখনটির সহিত তাহার বৈপরীত্য প্রমাণের অভিপ্রায় থাকিলে, লিখনটি প্রমাণের পূর্বে, বৈপরীত্য প্রমাণের জন্য উহার যেই অংশ ব্যবহার করা হইবে সেই অংশ অবশ্যই তাহার গোচরে আনিতে হইবে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' নালিশী সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব ঘোষণার দাবীতে 'খ' এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে। 'ক' এর দাবী 'খ' তাহার পিতার নিকট হইতে ভাড়া চুক্তি মূলে নালিশী সম্পত্তি ভাড়া লয়।

‘ক’ এর দাবীর সমর্থনে এইরূপ ভাড়া চুক্তি প্রদর্শনী হিসেবে চিহ্নিতপূর্বক আদালতে প্রমাণ করিতে ‘খ’ এর প্রদত্ত সাক্ষ্যের সাথে উহার বৈপরীত্য প্রদর্শন করিবার কোনো সুযোগ নাই।

(খ) ‘খ’ এর বিরুদ্ধে ‘ক’ দখল পুনরুদ্ধারের প্রার্থনায় একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। ‘ক’ এর দাবী মতে ‘খ’ নালিশী জমিতে একজন অনুপ্রবেশকারী। ‘ক’ তাহার আরজিতে ‘খ’ কোন তারিখে নালিশী ভূমিতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল তাহা উল্লেখ করে নাই। এই সম্পর্কে ‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যে ইতিপূর্বে দায়েরকৃত একটি মোকদ্দমায় ‘খ’ এর একটি দরখাস্ত ও ঐ মোকদ্দমায় ‘খ’ এর প্রদত্ত জবানবন্দির সহিমোহরকৃত নকল ‘ক’ পরবর্তীতে আদালতে উপস্থাপন করে।

উপরিউক্ত উপস্থাপনের পূর্বে ‘খ’ এর এইরূপ দরখাস্ত ও জবানবন্দির প্রতি ‘খ’ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে হইবে।

জেরায় যে সকল প্রশ্ন করা আইনসঙ্গত

১৫৯। যখন কোনো সাক্ষীকে জেরা করা হয়, তখন ইতিপূর্বে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহ ব্যতিরেকে তাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে, যাহার দ্বারা-

(১) তাহার সত্যবাদিতা পরীক্ষা করা যায়,

(২) তাহার পরিচয় ও সামাজিক অবস্থান জানা যায়, অথবা

(৩) তাহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া তাহার সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যায়, যদিও সেই প্রশ্নের উত্তর তাহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত করিতে পারে বা তাহাকে কোনো দণ্ড বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির সম্মুখীন করিত বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্মুখীন করিতে পারে ;

তবে শর্ত এই যে, ধর্ষণ বা ধর্ষণ প্রচেষ্টার অপরাধ সংক্রান্ত কোনো মামলায়, অপরাধের শিকার ব্যক্তির (victim) এর সাধারণ অনৈতিক চরিত্র, বা পূর্ববর্তী যৌন আচরণ বিষয়ে (৩) উপ-ধারার অধীনে কোনো প্রশ্ন বা জেরা করা যাইবে না ;

আরো শর্ত এই যে, কেবল ন্যায়বিচার ও সত্য উদ্‌ঘাটনের স্বার্থে আদালতের নিকট প্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হইলে আদালতের অনুমতিক্রমে উক্তরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

সাক্ষীকে যখন উত্তর প্রদানে বাধ্য করা যাইবে

১৬০। যদি উক্তরূপ প্রশ্ন কোনো মোকদ্দমা বা কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহা হইলে ১৪৫ ধারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

কখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতে হইবে এবং কখন তাহাকে উত্তরদানে বাধ্য করিতে হইবে উহা আদালত নির্ধারণ করিবে

১৬১। যদি উক্তরূপ কোনো প্রশ্ন এইরূপ বিষয় সম্পর্কিত হয় যাহা সাক্ষীর চরিত্রে দোষারোপ করিয়া তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ করা ব্যতিরেকে মোকদ্দমা বা কার্যধারাটির সহিত প্রাসঙ্গিক নহে, সেইক্ষেত্রে আদালত সিদ্ধান্ত লইবে যে, সেই সাক্ষীকে উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বাধ্য করা হইবে কিনা, এবং উপযুক্ত মনে করিলে, সেই সাক্ষীকে সতর্ক করিবে যে, সে উহার উত্তর প্রদানে বাধ্য নহে। আদালত ইহার সুবিবেচনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় লইবে ঃ-

(১) উক্ত প্রশ্নসমূহ যথার্থ হইবে, যদি উহার প্রকৃতি এইরূপ হয় যে, উহাতে বর্ণিত দোষারোপণের সত্যতা সেই সাক্ষী যেই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে সেই বিষয়ে তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আদালতের মতামতকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে ;

(২) উক্ত প্রশ্নসমূহ অযথার্থ হইবে, যদি উহাতে বর্ণিত দোষারোপণটি সময়ের দিক হইতে এইরূপ সুদূর বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বা উহা এইরূপ প্রকৃতির যে, উক্ত দোষারোপণের সত্যতা, সাক্ষী যে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে, সেই বিষয়ে তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আদালতের মতামতকে প্রভাবিত করিবে না, বা করিলেও যৎসামান্য করিবে ;

(৩) উক্ত প্রশ্নসমূহ অযথার্থ হইবে যদি সেই সাক্ষীর সাক্ষ্যের গুরুত্বের সহিত তাহার চরিত্রের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের গুরুত্ব আনুপাতিক হারে একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ;

(৪) প্রশ্নের উত্তরদানে সাক্ষীর অস্বীকৃতি হইতে আদালত, উপযুক্ত মনে করিলে, সিদ্ধান্তে আসিতে পারে যে উক্ত সাক্ষী প্রশ্নটির উত্তর প্রদান করিলে উহা তাহার সাক্ষ্যের প্রতিকূলে যাইত।

যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে প্রশ্ন করা যাইবে না

১৬২। ১৬১ ধারায় উল্লিখিত কোনো প্রশ্ন করা যাইবে না, যদি না প্রশ্নকারী ব্যক্তির এইরূপ ধারণা করিবার যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক কারণ থাকে যে, যে দোষারোপণ করা হইয়াছে তাহা উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

উদাহরণসমূহ –

(ক) আইনজীবী তাহার মক্কেল কর্তৃক উপদিষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী একজন ডাকাত। সাক্ষী একজন ডাকাত কিনা এই মর্মে তাহাকে প্রশ্ন করিবার জন্য উহা একটি যুক্তিসংগত কারণ।

(খ) জনৈক আইনজীবী সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী একজন ডাকাত মর্মে আদালতে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে অবহিত হন। আইনজীবী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উক্ত তথ্যদাতা তাহার অনুরূপ বক্তব্যের স্বপক্ষে সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করে। সাক্ষী একজন ডাকাত কিনা এই মর্মে তাহাকে প্রশ্ন করিবার জন্য উহা একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ।

(গ) একজন সাক্ষী যাহার সম্পর্কে কোনো কিছুই জানা নাই তাহাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রশ্ন করা হয় যে সে একজন ডাকাত কিনা। এই প্রশ্ন করিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

(ঘ) একজন সাক্ষী যাহার সম্পর্কে কোনো কিছুই জানা নাই, তাহাকে তাহার জীবনযাপন পদ্ধতি ও জীবিকা নির্বাহের উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে সে উহার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়।

সে ডাকাত কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ইহা একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ হইতে পারে।

যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে প্রশ্ন করা হইলে সেইক্ষেত্রে আদালতের কার্যবিধি

১৬৩। (১) আদালত যদি মনে করে যে, যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোনো প্রশ্ন করা হইয়াছে, তবে উহা যদি কোনো আইনজীবী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়, সেইক্ষেত্রে সেই আইনজীবী তাহার পেশাগত চর্চার ক্ষেত্রে যে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন, আদালত সেই কর্তৃপক্ষ অথবা হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলাটির পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করিতে পারে।

(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন সাক্ষ্য গ্রহণকালে বিচার কার্যক্রমে নিয়োজিত বিচারিক কর্মকর্তা বা সরকারি কর্মচারিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা বা বাধা প্রদান করা বা আদালত প্রাঙ্গনে বে-আইনী যেকোন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী Penal Code, 1860 এর ২২৮ ধারার অধীনে Code of Criminal Procedure, 1898 এর ১৯৫(১)(বি) ধারার কার্যক্রম গ্রহণ বা অন্য যেকোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে (১) উপ-ধারার বিধান আদালতকে বারিত করিবে না।

অশোভন ও কুৎসামূলক প্রশ্ন

১৬৪। যেইক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন বা অনুসন্ধানকে অশোভন বা কুৎসামূলক বলিয়া আদালত ধারণা করে, সেই ক্ষেত্রে উহা বিচার্য বিষয়ের সহিত কিছুটা সম্পর্কযুক্ত হইলেও আদালত উহা জিজ্ঞাসা করা হইতে বারিত করিতে পারে, যদি না প্রশ্নটি বিচার্য বিষয় অথবা বিচার্য বিষয়ের অস্তিত্ব নির্ধারণের নিমিত্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, এইরূপ কোনো বিষয় সম্পর্কিত হয়।

অপমান বা বিরক্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন

১৬৫। যেইক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন অপমান বা বিরক্ত করিবার উদ্দেশ্যে করা হয় অথবা প্রশ্নটি সঙ্গত হইলেও অনাবশ্যকভাবে আক্রমনাত্মক বলিয়া আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয়, সেই ক্ষেত্রে আদালত অনুরূপ প্রশ্ন করা হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বারিত করিবে।

সত্যনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খণ্ডন করিতে সাক্ষ্য প্রদান পরিহার

১৬৬। যেইক্ষেত্রে কোনো সাক্ষী তাহাকে করা এইরূপ কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছে, যাহা কেবল তাহার চরিত্রে দোষারোপ করিয়া তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত করিবার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানটির সহিত প্রাসঙ্গিক, সেইক্ষেত্রে উহা খণ্ডন করিবার জন্য কোনো সাক্ষ্য প্রদান করা যাইবে না ; তবে সে মিথ্যা উত্তর প্রদান করিলে, পরবর্তীতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের দায়ে তাহাকে অভিযুক্ত করা যাইবে।

ব্যতিক্রম – ১

যদি কোনো সাক্ষীকে প্রশ্ন করা হয় যে সে ইতিপূর্বে কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে কিনা এবং সে উহা অস্বীকার করে, তবে তাহার উক্ত দোষী সাব্যস্তকরণ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে।

ব্যতিক্রম – ২

যদি কোনো সাক্ষীকে তাহার নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোনো প্রশ্ন করা হয় এবং সে যদি উক্ত জিজ্ঞাসিত ঘটনা অস্বীকার করে, তবে উহা খণ্ডন করা যাইতে পারে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) একজন দায়গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত দাবি প্রতারণার অজুহাতে প্রতিহত করা হয়।

দাবিদারকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, পূর্ববর্তী একটি লেনদেনে সে প্রতারণামূলক দাবি করিয়াছিল কিনা। সে উহা অস্বীকার করে।

সে উক্তরূপ একটি দাবি উত্থাপন করিয়াছিল ইহা প্রদর্শনের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করিতে আবেদন করা হয়।

উক্ত সাক্ষ্যটি অগ্রহণযোগ্য।

(খ) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অসততার দরুন তাহাকে চাকরি হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল কিনা। সে উহা অস্বীকার করে।

অসততার কারণে সে বহিষ্কৃত হইয়াছিল ইহা প্রদর্শনের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করিতে আবেদন করা হয়।

উক্ত সাক্ষ্যটি গ্রহণযোগ্য নহে।

(গ) 'ক' দাবি করে যে, সে সংশ্লিষ্ট দিনে 'খ' কে খুলনায় দেখিয়াছিল।

'ক' কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে নিজে ঐ দিন চট্টগ্রামে ছিল কিনা। সে উহা অস্বীকার করে।

'ক' ঐ দিন চট্টগ্রামে ছিল ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করিতে আবেদন করা হয়।

'ক' এর বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ করে ইহা প্রমাণের জন্য নহে, বরং তর্কিত দিনে 'খ' কে খুলনায় দেখিবার ঘটনাটি খণ্ডন করিবার জন্য সাক্ষ্যটি গ্রহণযোগ্য।

উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে সাক্ষীকে, তাহার অস্বীকৃতি মিথ্যা হইলে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের দায়ে অভিযুক্ত করা যাইবে।

(ঘ) 'ক' কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাহার পরিবারের সহিত 'খ' এর পরিবারের, যাহার বিরুদ্ধে সে সাক্ষ্য প্রদান করে, কোনো বৈরিতা আছে কিনা। সে উহা অস্বীকার করে।

প্রশ্নটি তাহার নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ করিতে পারে বিধায় তাহা খণ্ডন করা যাইতে পারে।

কোনো পক্ষ কর্তৃক নিজ সাক্ষীকে প্রশ্ন করা

১৬৭। আদালত তাহার সুবিবেচনায় সাক্ষী আহ্বানকারী পক্ষকে ঐ সাক্ষীর প্রতি এইরূপ প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারে, যাহা জেরার সময় বিরুদ্ধ পক্ষ করিতে পারিত।

ব্যাখ্যা –

এই ধারার কোনো কিছুই আদালত ও পক্ষসমূহকে সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর উক্তরূপ সাক্ষ্যের কোনো অংশ বিবেচনা করা হইতে বারিত করিবে না।

উদাহরণসমূহ –

(ক) 'ক' তাহার স্বামীর হত্যা মামলার সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-১ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানকালে 'ক' দাবী করে সে মামলা দায়েরের সময় এজাহারে আসামী 'খ' এর নাম উল্লেখ করিয়াছিল, তবে এজাহারটি লিপিবদ্ধ করিবার পর তাহাকে পড়িয়া শোনানো হয় নাই।

রাষ্ট্র পক্ষ সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উপস্থাপন করিয়া এজাহারে আসামী 'খ' এর নাম না থাকিবার বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারে।

(খ) 'ক' রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকালে অভিযোগের বক্তব্যকে সমর্থন না করিয়া ভিন্নরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে। রাষ্ট্রপক্ষ 'ক' কে বৈরী ঘোষণা করিয়া তাহাকে জেরা করিতে পারে।

এইক্ষেত্রে ‘ক’ বৈরী (hostile) সাক্ষী হইলেও যদি তাহার সাক্ষ্য পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির আলোকে বিশেষ করিয়া যদি তাহার বক্তব্য অন্য কাহারো সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয় তাহা হইলে আদালত ‘ক’ এর সাক্ষ্য বিবেচনায় লইতে পারিবে।

(গ) ‘ক’ একটি হত্যা মামলার তদন্ত চলাকালে The Code of Criminal Procedure এর ১৬৪ ধারায় বৈচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দি প্রদান করে। পরবর্তীতে সে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী হিসেবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ন জবানবন্দি প্রদান করে। রাষ্ট্রপক্ষ ‘ক’ কে বৈরী (hostile) ঘোষণা করিয়া জেরা করে। পরবর্তীতে আদালতে প্রদত্ত এইরূপ সাক্ষ্য তাহার সাক্ষ্যের অকাট্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করিবে না।

সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করা

১৬৮। বিরুদ্ধপক্ষ অথবা, আদালতের অনুমতিক্রমে সাক্ষী আহ্বানকারী পক্ষ নিম্নলিখিতভাবে একজন সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করিতে পারে ঃ

(১) যে সকল ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দিয়া বলে যে, তাহাদের জ্ঞানমতে উক্ত সাক্ষী বিশ্বাসের অযোগ্য ;

(২) সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে উৎকোচ প্রদান করা হইয়াছে, বা সে একটি উৎকোচ লইবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, বা অন্য কোনো অসাধু প্রলোভন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণের দ্বারা ;

(৩) সাক্ষ্যের এইরূপ কোনো অংশের সহিত সাক্ষীর পূর্ববর্তী কোনো বক্তব্যের সাংঘর্ষিকতা প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করা যাইতে পারে ;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে তাহার পূর্ববর্তী বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা –

কোনো সাক্ষীকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণাকারী কোনো সাক্ষী জবানবন্দি প্রদানকালে তাহার বিশ্বাসের কারণ প্রদর্শন না করিলেও জেরার সময় তাহাকে উক্ত কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রদত্ত উত্তরসমূহ খণ্ডন করা যাইবে না ; তবে, তাহার সাক্ষ্য মিথ্যা হইলে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের দায়ে তাহাকে পরবর্তীতে অভিযুক্ত করা যাইবে।

উদাহরণসমূহ –

(ক) ‘খ’ এর নিকট বিক্রয়কৃত ও সরবরাহকৃত পণ্যের অপরিশোধিত মূল্যের জন্য ‘খ’ এর বিরুদ্ধে ‘ক’ মোকদ্দমা দায়ের করে। ‘গ’ বলে যে, ‘ক’ উক্ত পণ্য ‘খ’ এর নিকট সরবরাহ করিয়াছিল।

পূর্ববর্তী কোনো এক সময় ‘গ’ বলিয়াছিল যে, ‘খ’ এর নিকট ‘ক’ পণ্য সরবরাহ করে নাই, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করিতে আবেদন করা হয়।

উক্ত সাক্ষ্যটি গ্রহণযোগ্য।

(খ) ‘খ’ কে হত্যা করিবার অভিযোগে ‘ক’ অভিযুক্ত।

‘গ’ বলে যে, মৃত্যুকালে ‘খ’ বলিয়াছিল যে, ‘ক’ তাহাকে গুরুতর আঘাত করিয়াছে। পরবর্তীতে ‘খ’ মৃত্যুবরণ করে।

পূর্ববর্তী কোনো এক সময় ‘গ’ বলিয়াছিল যে ‘ক’ এর দ্বারা বা তাহার উপস্থিতিতে উক্ত আঘাত করা হয় নাই, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করিতে আবেদন করা হয়।

উক্ত সাক্ষ্যটি গ্রহণযোগ্য।

(গ) ‘খ’ কে ধর্ষণ করিবার অভিযোগে ‘ক’ অভিযুক্ত।

‘ক’ এর আইনজীবী সাক্ষ্য গ্রহণকালে জেরাতে ‘খ’ কে এই মর্মে প্রশ্ন করে যে, পূর্ববর্তী কোনো এক সময় সে পতিতাবৃত্তি করিতো কিনা।

উক্ত প্রশ্ন বারিত।

(ঘ) ‘ক’ কোনো একটি কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর করে নাই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহার সাক্ষ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করিবার জন্য বিবাদীপক্ষ অন্য একটি মোকদ্দমায় ‘ক’ এর দাখিলকৃত লিখিত জবাব উপস্থাপন করে। কিন্তু বিবাদীপক্ষ উক্ত লিখিত জবাবে বর্ণিত বিষয়বস্তু ‘ক’ এর সম্মুখে উত্থাপন করিতে বা সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে ব্যর্থ হয়।

অন্য একটি মোকদ্দমায় ‘ক’ এর লিখিত জবাবের সহিত বর্তমান মোকদ্দমায় প্রদত্ত সাক্ষ্যের অসামঞ্জস্যতা থাকিলেও উক্ত লিখিত জবাব আদালতে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(ঙ) ‘ক’ রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী। সাক্ষ্য প্রদানকালে ‘ক’ অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য প্রদান করে নাই। রাষ্ট্রপক্ষ তাহাকে বৈরী ঘোষণা করিয়া জেরা করিতে ব্যর্থ হয়।

‘ক’ কে বৈরী ঘোষণা এবং তাহাকে জেরা করিতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাহার সাক্ষ্য আদালত বিবেচনায় লইতে পারিবে।

প্রাসঙ্গিক ঘটনার সাক্ষ্যকে সমর্থন করে এইরূপ প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য

১৬৯। যে সাক্ষীর সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আবেদন করা হয়, সেই সাক্ষী যেক্ষেত্রে কোনো বিবেচ্য ঘটনা বা প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে, সেক্ষেত্রে উক্ত বিচার্য ঘটনা বা প্রাসঙ্গিক ঘটনা ঘটিবার সময় বা স্থানে বা উহার নিকটবর্তী সময় বা স্থানে সে অন্য যে পরিস্থিতিসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে উহা সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, যদি আদালত মনে করে যে, উক্ত পরিস্থিতি প্রমাণিত হইলে, উহা বিচার্য ঘটনা বা প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে, সাক্ষী যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহাকে সমর্থন করিবে।

উদাহরণ –

দস্যুতার মামলার রাজসাক্ষী ‘ক’ দুষ্কর্মের সহযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করিয়াছিল এইরূপ একটি দস্যুতার বিবরণ প্রদান করে। দস্যুতাটি সংঘটিত হইবার স্থান হইতে আসা-যাওয়ার পথে ঘটিয়াছিল, এইরূপ কতক ঘটনার বিবরণ সে প্রদান করে, যাহা উক্ত দস্যুতাটির সহিত সম্পর্কিত নহে।

দস্যুতাটি সম্পর্কে তাহার সাক্ষ্য সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত ঘটনাসমূহ সম্পর্কে স্বতন্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে।

একই ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষীর পরবর্তী সাক্ষ্য সমর্থনের জন্য পূর্ববর্তী বক্তব্য প্রমাণযোগ্য

১৭০। একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য সমর্থনের উদ্দেশ্যে, সেই একই ঘটনা সম্পর্কে উহা ঘটিবার সময় বা উহার নিকটবর্তী কোনো এক সময় উক্ত সাক্ষীর প্রদত্ত বক্তব্য, অথবা উক্ত ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত সাক্ষীর পূর্বে প্রদত্ত বক্তব্য প্রমাণ করা যাইতে পারে।

৩১ বা ৩২ ধারার অধীনে প্রাসঙ্গিক কোনো প্রমাণিত বক্তব্যের সহিত সম্পর্কিত বিষয়সমূহ প্রমাণযোগ্য

১৭১। যখনই ৩১ ও ৩২ ধারা অনুসারে প্রাসঙ্গিক কোনো বক্তব্য প্রমাণিত হয়, তখন উক্ত বক্তব্য খণ্ডন বা সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে অথবা উক্ত বক্তব্যদাতার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ বা সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ সকল বিষয় প্রমাণ করা যাইতে পারে, যেইগুলি উক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে তলব করা হইলে এবং জেরার সময় জিজ্ঞাসিত ঘটনার সত্যতা সে অস্বীকার করিলে প্রমাণিত হইত।

স্মৃতি জাগ্রতকরণ

১৭২। (১) সাক্ষ্য প্রদানকালে একজন সাক্ষী এইরূপ কোনো লিখন দেখিয়া তাহার স্মৃতি জাগ্রত করিতে পারে, যেই কার্যনির্বাহ বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করা হয় উহা সংশ্লিষ্ট সময়ে সে স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছিল, বা উহার এতই নিকটবর্তী সময়ে প্রস্তুত করিয়াছিল যে উক্ত কার্যনির্বাহ বিষয়ে তাহার স্মৃতিতে জাগ্রত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া আদালত বিবেচনা করে।

সাক্ষী অন্যের দ্বারা প্রস্তুতকৃত লিখনের প্রতিও নির্দেশ করিতে বা দেখিয়াও লইতে পারে, যাহা পূর্বোল্লিখিত সময়ে সে পড়িয়াছিল এবং পড়িবার সময় সে উহা সঠিক বলিয়া জানিত।

সাক্ষী কখন স্মৃতি জাগ্রত করিবার জন্য দলিলের অনুলিপি ব্যবহার করিতে পারে

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো সাক্ষী কোনো দলিল দেখিয়া তাহার স্মৃতি জাগ্রত করিতে পারিত, সেইক্ষেত্রে সে আদালতের অনুমতিক্রমে সেই দলিলের একটি অনুলিপির প্রতিও নির্দেশ করিতে বা দেখিয়া লইতে পারে;

তবে শর্ত এই যে, মূল দলিলটি দাখিল না করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে।

(৩) একজন বিশেষজ্ঞ তাহার পেশা সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ দেখিয়া স্মৃতি জাগ্রত করিতে পারে।

১৭২ ধারায় উল্লিখিত দলিলে বর্ণিত ঘটনাসমূহ সম্পর্কিত সাক্ষ্য

১৭৩। যদি কোনো সাক্ষী নিশ্চিত থাকে যে ১৭২ ধারায় উল্লিখিত কোনো দলিলে বর্ণিত বিষয়সমূহ ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তবে উক্ত বিষয়সমূহ নির্দিষ্টরূপে তাহার স্মরণে না থাকিলেও সে উক্ত বিষয় সম্পর্কেও সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে।

উদাহরণ –

একজন হিসাবরক্ষক ব্যবসায়িক কার্যক্রমে নিয়মিতভাবে রক্ষিত বহিতে তাহার লিপিবদ্ধকৃত ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে, যদি সে জানে যে বহিটিতে ঠিকভাবে ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, যদিও সে উক্ত বহিতে প্রবিষ্ট কোনো বিশেষ লেনদেনসমূহ ভুলিয়া গিয়াছে।

স্মৃতি জাগ্রতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত লিখন সম্পর্কে বিরুদ্ধ পক্ষের অধিকার

১৭৪। পূর্ববর্তী দুইটি ধারার বিধানমতে উল্লিখিত কোনো লিখন অবশ্যই আদালতে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং বিরুদ্ধপক্ষ দাবি করিলে তাহাকে উহা প্রদর্শন করিতে হইবে ; উক্ত পক্ষ ইচ্ছা করিলে সাক্ষীকে উক্ত লিখনের উপর জেরা করিতে পারিবে।

দলিল উপস্থাপন

১৭৫। (১) কোনো সাক্ষীকে কোনো দলিল উপস্থাপন করিবার জন্য সমন দেওয়া হইলে, যদি উহা তাহার নিকটে বা আয়ত্বাধীনে থাকে, তবে দলিলটির উপস্থাপন বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, সাক্ষী উহা অবশ্যই আদালতে উপস্থাপন করিবে। উক্তরূপ আপত্তির বৈধতা সম্পর্কে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) দলিলটি যদি রাষ্ট্রীয় বিষয় সংক্রান্ত না হয়, তবে আদালত যথার্থ মনে করিলে দলিলটি পরিদর্শন করিতে পারে অথবা দলিলটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হওয়ার জন্য অন্য প্রকার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারে।

দলিলের অনুবাদ

(৩) উক্তরূপ উদ্দেশ্যে যদি কোনো দলিল অনুবাদ করিবার প্রয়োজন হয় তবে আদালত যথার্থ মনে করিলে অনুবাদককে উহার বিষয়বস্তু গোপন রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারে, যদি না দলিলটি সাক্ষ্যে প্রদান করা হয় ; এবং যদি অনুবাদক উক্তরূপ নির্দেশ অমান্য করে তবে সে পেনাল কোড ১৮৬০ এর ১৬৬ ধারার অধীন অপরাধ সংঘটন করিবার জন্য দায়ী হইবে।

তলবকৃত এবং নোটিশের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত দলিল সাক্ষ্য হিসেবে প্রদান

১৭৬। যখন কোনো পক্ষ একটি দলিল তলব করে, যাহা দাখিলের জন্য সে অপর পক্ষকে নোটিশ প্রদান করিয়াছে, এবং সেই দলিলটি উপস্থাপিত বা দাখিল হয় ও তলবকারী পক্ষ উহা পরিদর্শন করে, সেইক্ষেত্রে দাখিলকারী অপর পক্ষ দাবি করিলে তলবকারী উহা সাক্ষ্য হিসেবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

নোটিশ প্রদান সত্ত্বেও উপস্থাপন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এইরূপ দলিলের সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার

১৭৭। কোনো পক্ষ কোনো দলিল দাখিল করিবার জন্য নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও উক্ত দলিল উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করিলে, পরবর্তীকালে অপর পক্ষের সম্মতি অথবা আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে সে উক্ত দলিল সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

উদাহরণ –

‘ক’ একটি চুক্তিপত্র লইয়া ‘খ’ এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে এবং উহা দাখিল করিবার জন্য ‘খ’ কে নোটিশ প্রদান করে। বিচারকালে ‘ক’ উক্ত দলিল তলব করিলে ‘খ’ তাহা দাখিল করিতে অস্বীকার করে। দলিলটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ‘ক’ দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য প্রদান করে। ‘ক’ কর্তৃক প্রদত্ত দ্বৈতীয়িক সাক্ষ্য খণ্ডন করিবার জন্য অথবা চুক্তিপত্র দলিলটি যে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে উহা প্রদর্শন করিবার জন্য ‘খ’ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে দলিলটি উপস্থাপন করিতে পারে।

প্রশ্ন করিবার বা উপস্থাপনের আদেশ প্রদানে বিচারকের ক্ষমতা

১৭৮। বিচারক প্রয়োজন বোধ করিলে, প্রাসঙ্গিক ঘটনাসমূহের যথাযথ প্রমাণ উদঘাটন বা সংগ্রহ করিবার জন্য, যেকোনো সাক্ষী বা পক্ষকে, প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক যেকোনো বিষয়ে, যেকোনো আকারে, যেকোনো সময়ে, যেকোনো প্রশ্ন করিতে পারেন; এবং যেকোনো দলিল বা বস্তু উপস্থাপনের আদেশ প্রদান করিতে পারেন ; এবং সেই প্রশ্ন বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো পক্ষ বা তাহাদের প্রতিনিধিগণ কেহই কোনো আপত্তি করিতে অধিকারী নহে, বা, সেই প্রশ্নের জবাবে প্রদত্ত কোনো উত্তর বিষয়ে আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে জেরা করিতে পারিবে না ;

তবে শর্ত এই যে, আদালতের রায় বা সিদ্ধান্তটি অবশ্যই অত্র আইনের অধীনে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রমাণিত ঘটনা সমূহের ভিত্তিতে হইতে হইবে ;

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো সাক্ষীকে বিরুদ্ধপক্ষ কোনো প্রশ্ন করিলে বা কোনো দলিল তলব করিতে দাবি করিলে, এই আইনের ১৩৪ হইতে ১৪৪ ধারা, উভয় ধারাই অন্তর্ভুক্ত, অনুসারে সাক্ষী যদি উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বা উক্ত দলিল দাখিল করিতে অস্বীকার করিবার অধিকারী হয়, সেই ক্ষেত্রে বিচারক অত্র ধারা অনুসারে উক্ত সাক্ষীকে উক্তরূপ কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে বা কোনো দলিল উপস্থাপনে বাধ্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহে ; বা এই আইনের ১৬১ বা ১৬২ ধারা অনুসারে অপর কোনো ব্যক্তির পক্ষে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত হইত, বিচারক সেইরূপ প্রশ্নও সাক্ষীকে করিবেন না ; বা ইতিপূর্বে ব্যতিক্রমে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিরেকে, বিচারক অন্য কোনো দলিলের প্রাথমিক সাক্ষ্য পরিহার করিবেন না।

উনবিংশ অধ্যায়

অনুপযোগী সাক্ষ্য গ্রহণ এবং নাকচ

অনুপযোগী সাক্ষ্য গ্রহণ বা নাকচের কারণে নূতন বিচার হইবে না

১৭৯। কেবল অনুপযোগী সাক্ষ্য গৃহীত কিংবা উহার নাকচ কোনো মামলা বা মোকদ্দমায় নূতনভাবে বিচার বা কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের হেতু হইবে না, যদি আদালতের সম্মুখে ঐরূপ আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ইহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আপত্তিকৃত ও গৃহীত সাক্ষ্য ব্যতিরেকেই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তটির ন্যায্যতা প্রতিপাদন করিবার যথেষ্ট সাক্ষ্য ছিল, বা প্রত্যাখ্যাত সাক্ষ্যটি গৃহীত হইলে তাহা সিদ্ধান্তটির পরিবর্তন ঘটাইতে পারিত না।

রহিতকরণ ও হেফাজত

১৮০। (১) The Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) (১) উপ-ধারা এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন গৃহীত কোনো সাক্ষ্য এই আইনের অধীন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং জারিকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, রহিত বা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত বা জারি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।